বঙ্গকামিনীনাটক

শ্রীহারাণচন্দ্রমুখোপাধ্যায়প্রণীত।

কলিকাতা

বি. পি. এম্‌স যন্ত্রে।

শ্রীকালীকুমারচক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১৫ নং ঝামাপুকুরলেন।

১২৭৫ সাল।

লেম, একখানা কেদেরা পেড়্যে বোসেচে, বস্যে স্থমুখে একখান মেজাজ্ না কি বলে তারই ওপর বই রেখে ঠিক্ বিবিদের মত পোড়্চে। তা ভাই, ওরা কি নেকাপড়া শিকে টাকা রোজ্-গার কর্য্যে ভাতার পুতকে খাওয়াবে পরাবে? কি ঘেন্না, পোড়া কপাল আর কি!

মোহি। না ভাই, তুই ও কথা বোলিস্নে। সঙ্গিনী আবার শুনে রাগ্ কোর্বেন। উনিও ঐ দলের মানুষ কি না।

সঙ্গি। না, আমি রাগ কোর্ব কেন? তোমা-দের কথায় আমার গায়েতো আর ফোস্কা পোড়্বে না। পরমেশ্বর যখন আমাদের বঙ্গ-নারী কর্য্যে সৃষ্টি কোরেছেন, তখন এ গঞ্জনা অবশ্যই সইতে হবে।

মোহি। দ্যাখ্ ভাই, সঙ্গিনী দুখানা বই পোড়্যে একেবারে বিদ্যেসাগর হোয়েছে। ও আর সোজা কথা কয় না, মাজে মাজে এমনি একটা বল্যে বসে যে আমরা তা বুঝেই উঠ্তে পারিনে।

স্থখ। তা যাহোক্ বলি সঙ্গিনি! মা মাগী একে

বুড়ো, তাতে আবার পুত্তুরশোকে পাগলিনী। আহা! মাগী খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠে মরে। তুমি সচ্ছন্দে বস্যে বস্যে বই পড়ো। তা অমনতর কি কোত্তে হয়?

জাহ্নবী। (হাস্যমুখে) তোমরা সকলেই সঙ্গিনীর ওপর নেগেচো, ও একা পোড়েচে বল্যে বুঝি? তা আমি যদি আমার বউকে আর কামিনীকে ডেকে দি, তা হল্যেতো ওরা তিনটিতে তোমাদের ঠকিয়ে দিতে পারে। তা যা হোক্, সঙ্গিনী বাড়ীর কাজকম্ম করে না, এমন নয়। কাজকম্ম কর্যে ও যে অবসরটুকু পায়, তাতেই পড়ে। আর ওর মাই আমার সাক্ষাতে কত দিন বোলেচে যে আমার সঙ্গিনী বড় নক্ষী মেয়ে। তা তোমরা ওকে অমন কর্যে দোষ দিও না। আমার কামিনী ওকে কত ভাল বাসে। সে, ও এসেচে শুন্‌তে পেলে এখনি ছুটে আস্‌বে।

সুখ। না আমরা দোষ দেব কেন? লোকের মুখে যা শুনেছিলেম, তাই বোল্লেম।

মোহি। (হাস্যমুখে) তা ঠান্‌দিদি ও কথা বোল্‌বেনই তো। উঁনি ঐ সব ভাল বাসেন কি না। তা না হল্যে আর আপনি কাজকর্ম্ম কর্য়ে ওদের পোড়্‌তে বলেন; বলেন, ওরা ছেলে মানুষ, যাতে সুখে থাকে তাই করুক। তা উঁনিও বুঝি ঠাকুরদাদার কাছে পড়্যে থাকেন?

সুখ। (হাস্যমুখে) হ্যাঁ, তা থাকেনই তো। তাঁর কাছে সমস্ত রাত্তির পড়্যে থাকেন। (ক্ষণ কাল নীরব থাকিয়া) তা ঠান্‌দিদি! ওরা যে পড়ে, তাতে কত্তা কিছু বল্লেন না?

জাহ্নবী। হ্যাঁ, বলেন বইকি। তা আমি বলি, ওতে দোষ কি? পেটের মেয়ে আর পুতের বউ, তা ওরা যাতে সুখে থাকে তাই করুক। তাতেই তিনি আর বড় কিছু বলেন না।

সুখ। তা যাক্‌, ও সব কথায় আর কাজ নেই। বলি ঠান্‌দিদি! ঠাকুরদাদা কামিনীর যে সম্বন্ধ দেখ্‌তে গিছিলেন, তার কি হোলো?

জাহ্নবী। হ্যাঁ, তিনি কাল ফিরে এসেছেন।

তা সম্বন্ধের একরকম ঠিক্‌ঠাক্‌ হয়্যে গেছে, এখন বিধেতা ফুল ফোটালেই হয়। (সরোদনে) মা! কামিনী আমার অন্ধের নড়ি। আমি তার মুখ চেয়েই পৃথিবীতে প্রাণধারন কর্য্যে আছি। আমার আর কেউ নেই। আমি তাকে না দেখে কেমন কর্য্যে বাড়ীর ভেতর থাক্‌বো তাই রাত দিন ভাবি। তা মা! তোমাদের আশীর্ব্বাদে কামিনী আমার সুখে থাকে, তা হল্যেই, আমার সকল দুঃখু দূর হয়। (অশ্রুমার্জ্জন)

সুখ। সুখে থাক্‌বে বই কি। কামিনী তোমার তেমন মেয়ে নয় যে দুঃখু পাবে। আহা! মেয়ে তো নয়, যেন জগদ্ধাত্রী ঠাকুরুন! দাঁড়ান, অমনি চুলগুনি হাঁটুর নাবো এসে ঝুলে পড়ে। কামিনীর মুখ দেখ্‌লে পুত্তুরশোক দূর হয়। তা অমন মেয়ের কপালেও কি বিধেতা দুঃখু লেখেন ?

জাহ্নবী। তাই বলো মা! আমি কত ঠাকুর দেবতার কাছে মান্‌চি, যেন কামিনীর আমার একটি ভাল বর হয়। আমার কামিনী যেমন রূপে গুনে সরস্বতী, বরটিও যেন তেমনি হয়।

তা মা, আমার যে পোড়া কপাল, তাতে তা হবে এমন ভরসা হয় না।

মোহি। হবে বৈ কি। বিধেতা এমন অমূল্য নিধিকে কখন ধুলোয় ফেলে রাখ্‌বেন না। তা কর্ত্তাটি এসে কিরকম বোল্লেন? তারা লোক কেমন?

জাহ্নবী। হ্যাঁ, তিনি যেমন বোল্লেন তাতেতো তাঁদেরই ঘরে মেয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। দিন গেলে বাড়ীতে আদ মোন ত্রিশ সের চাল রান্না হয়, নিত্যি ক্রিয়েকর্ম্ম, অতিতসেবা। আর তাঁদের বিলক্ষণ জোতরও আছে। ব্রাহ্মণের সেই একটি মাত্তর সন্তান, তারই উপর বাড়ীশুদ্ধ লোকের প্রাণ। শ্বশুরটি বড় ভাল। আর শ্বাশুড়ী সৎ-শ্বাশুড়ী বটে, কিন্তু সৎশ্বাশুড়ীর মত নয়। আর নোনদের গঞ্জনা নেই। তা যা হোক্, তবু সৎশ্বাশুড়ী বল্যে এক এক বার আমার মনটা কেমন করে, তা আবার ভাবি, যখন সকল ভাল তখন শ্বাশুড়ীও অবিশ্যি ভাল হবে। আর ভালর সঙ্গে মন্দ থাকলে সেও ভালো হয়্যে যায়।

মোহি। (হাস্যমুখে) তা ঠান্‌দিদি! বলি ও তো "লেবু টেবু সব আছে" তারই গো হোলো। বরটি কেমন, তার তো কিছুই বোল্লে না? যা ন্যে বিষয়।

সুখ। (হাস্যমুখে) ঠান্‌দিদি, বেয়াই ভাল হবে শুনে আল্লাদে বুঝি ও কথা জিজ্ঞেস কোত্তে ভুলে গেছেন। সকলি আপনার পাতে ঝোল টান্‌তে চায়।

জাহ্নবী। (স্মিতমুখে) না, ভুলি নাই, তাঁকে জিজ্ঞেস কোল্লেম, বলি বরটি কেমন হবে আগে বল। তা তিনি বোল্লেন, বরের কোন কথা জিজ্ঞেস কোত্তে হবে না, বর যার নাম।

মোহি। আহা! কামিনী আমাদের যেমন সোন্দর, তেমনি বাবুদের সত্যর মত একটি বর হয়, তবেই তারে সাজে।

সুখ। তা ঠান্‌দিদি! বলি, বরটি ইংরিজি লেকাপড়া জানে তো? এখনকার মেয়েদের আবার ইংরিজিপড়া বর নইলে পচন্দ হয় না।

জাহ্নবী। হ্যাঁ, তা বোল্লেন যে ছেলেটি এখন

ইস্কুলে পোড়্চে, বোধ হয় এই বারে জলপানি পাবে।

সুখ। তা হলোই ভাল। ইংরিজিপড়া ভাতার মাগের কেনা চাকর হয়। সে উঠ্তে বোল্লে ওটে, বস্তে বোল্লে বসে। তা তোমার কামিনী খুব সুখে থাক্বে।

মোহি। ভাই আর শুনেছিস্?—ঐ মুকুয্যে-দের বিন্দু তার বোর জন্যে কি একখান এনেচে। সেখান আবার জল দে্য হাতে রগ্ড়ালে ফ্যানা ফ্যানা হয়্যে ওঠে। বিন্দুর বউ তাই দে্য নাকি গা সাফ করেন।

সুখ। হুঁঃ, বোল্বো কি দুঃখের কথা! আমা-দের বেহারী মাগের শরীর কর্বার জন্যে রোজ এক পাত করে্য মাখন কিনে আনে। সেই-গুনো আপন হাতে তার গায়ে গাখান হয়। আর সুখের সীমে কি। এক দিন তার পেটে একটু বেদনা হোয়েছিল, ওমা! সে যদি রঙ্গ দেখ্তিস্, তাড়াতাড়ি ডাক্তারখানা থেকে ওষুদ আনা হোলো, দু তিন বার সেই ওষুদ খাওয়ান হোলো!

আর কাছে বস্যে কত বাতাস দেওয়া ! কত হাত বুলোনো ! তাই মনে মনে ভাব্‌লেম, বলি বিধেতা কেবল আমাদেরই ভাগাড়ে ফেলে রেখেছেন ! যদি এ কেলে মেয়ে হোতেম, তা হোলে মনের সাধে সুখ করো্যে নিতে পেতেম।

মোহি। আর এখনকার যে ছেলেগুলি হোচ্চেন তাঁদের যদি লজ্জাশরম কিছুমাত্র থাকে। তাঁরা সচ্ছন্দে মা বাপের সাক্ষাতে বোর সঙ্গে কথা কন। ওমা, আমরা তখন সোয়ামীর সঙ্গে কথা কইতে হল্যে যেন চোর ; ঐ কে দেখ্‌লে, কে শুনলে, তাই ভেবে্যই আকাট হোতেম। দিনের ব্যালা দূরে থাক, রেতেও মন খুলে দুটো কথা কইতে আমাদের গাটা ছোঁক্ ছোঁক্ কোত্তো। তা এখন দিন দিন কি হোতে লাগ্‌লো !

সুখ। না ভাই, আর ওকথা বলিস্‌নে। ঐ দ্যাখ, সঙ্গিনীর মুখ ভারী হয়ো্যে এসেছে।

জাহ্নবী। ও তেমন মেয়ে নয়। তোমরা যত কেন বলোনা, ও কিছুতেই রাগ কোর্‌বে না।

সুখ। তা ঠান্‌দিদি ! তোমার কামিনী খুব

সুখে থাক্‌বে। ইংরিজিপড়া বর হবে, সর্ব্বদা মাথায় করে্য রাখ্‌বে। আর কামিনীও নেকাপড়া জানে কি না। দুজনে বেস সায়েব বিবির মত পড়্যে শুনে আমোদ আহ্লাদ কোর্‌বে।

জাহ্নবী। না মা! পড়ুক না পড়ুক, অমনি দুটিতে বেঁচে বোর্ত্তে থেকে আমোদ আহ্লাদ করে এই আমার বড় ইচ্ছা। (সঙ্গিনীর প্রতি) মা, তুমি এক বার কামিনীর সঙ্গে দ্যাখা করো এসো গে। সে এত ক্ষন তোমার কথা বোল্‌-ছিল। (নেপথ্যে পদশব্দ) না, আর তোমারি যেতে হবে না; কামিনী বুঝি নেবে আস্‌চে। (একখান পুস্তকহস্তে কামিনীর প্রবেশ) মা! এই তোমার সঙ্গিনী এসেছে।

কামি। (দেখিয়া সহর্ষে) এই যে, আমি ভাই, তোকে কত খুঁজ্‌ছিলেম। (নিকটে উপ-বেশন করিয়া) এই দ্যাখ্‌ ভাই, একখান নতুন বই পেয়েচি, দুজনে পোড়্‌বো এখন।

সঙ্গি। (সহর্ষে) কি বই ভাই? আমি তাই খুঁজ্‌ছিলেম বলি যদি একখান নতুনরকম বই

পাই, তবে একটু পড়ি। (পুস্তকগ্রহণ ও উদ্-ঘাটন করিয়া) বা ! এ যে দুর্গেশনন্দিনী দেখ্‌চি। আমি ভাই, দুর্গেশনন্দিনীর নাম শুনেচি, কিন্তু কখন পড়িনি। তা চলো, দুজনে পড়িগে।

কামি। (জনান্তিকে) না ভাই, এখন পড়া হবে না। এঁরা সকলে এসেছেন—জানতো এঁদের। এখন উঠে গেলে, কত কথা জন্মাবে।

সঙ্গি। তা আচ্ছা, এখন থাক্। (ক্ষণ কাল নীরব থাকিয়া) হ্যাঁ বলি—বউ গ্যালো কোথা ?

কামি। (জনান্তিকে) সে ভাই, ওপরঘরে বস্যে পোড়্‌চে। এঁরা সব এসেছেন দেখে সে আর ভয়ে নেবে এলো না। সে ভাই, এঁদের বড় ডরায়। হাজার হোক্, বউ মানুষ কি না।

সুখ। (হাস্যমুখে) হ্যাঁ কামিনি ! বলি আমরা কি আর কেউ নই ? তুমি সঙ্গিনীর সঙ্গেই কথা কোচ্চো, আমাদের এক বার জিজ্ঞেসাটাও কোল্লে না।

কামি। (ত্রস্ত ভাবে) কেন মা ! জিজ্ঞাসা কোর্‌বো না কেন ? আপনারা এসেছেন বোলে

আমি কতদুর আহ্লাদিত হোয়েছি তা বলা যায় না।

মোহি। দেখেছিস্ ভাই, কামিনীর কেমন মিষ্টি কথাগুনি, শুনে কান জুড়ুলো। যেন তোতা পাখিতে বোল্‌চে।

রঙ্গি। আচ্ছা, তোমরা বল দিকি, কামিনী দিন দিন এত কাহিল হোচ্চে কেন ?

সুখ। (হাস্যমুখে) এই রাত দিন বিয়ের ভাবনা ভেবে ভেবে আর কি। (কামিনীর লজ্জায় অধোমুখে অবস্থিতি)

মোহি। হ্যাঁ ভাই, ও আর ভাল করে্য কারো সঙ্গে কথা কয় না, রাতদিন কেমন বিমর্শ বিমর্শ হয়্যে থাকে।

জাহ্নবী। হ্যাঁ মা! কামিনীর আমার কদিন অবধি কেমন হোয়েচে।—ও কিছু খেতে পারে না, রাত্তির দিন ওর অসুখ। বাছার আমার সোনার অঙ্গ কালী হোয়ে গেছে। তা গায়ে হাত দ্যে দেখি, জ্বরটর তো কিছুই বোধ হয় না। আর অন্য ব্যামও কিছু দেখ্‌তে পাইনে।

তা কি হোলো, কিছুই তো ঠিক্ কোত্তে পারিনে।

সুখ্। না, আর কিছু নয়। বোধ হয় মন্দাগ্নি হোয়েছে, খেতে টেতে পারে না, তাই অমন হোয়েছে।

জাহ্নবী। (সজল নেত্রে) বাছা আমার রাত্তিরে ঘুমোয় না, শুয়ে আছে আছে উঠে দালানে পায়চারি করো্য ব্যাড়ায়, ঘন ঘন নিশ্বেস্ ফেল্‌তে থাকে। (সরোদনে) তা মা! আমার কপালে যে কি আছে বোল্‌তে পারিনে।

সুখ্। ভাবনা কি। অমন হয়্যেই থাকে। ওরা ছেলে মানুষ। ওদের কতখানা মনে উদয় হয়। ওরা কখন হাসে কখন কাঁদে। ওদের ঐ রকমই।

জাহ্নবী। (অশ্রুমার্জ্জন করিয়া) এখন কত্তাটি সম্বন্ধের কথা যেমন বোল্‌চেন তেমনি হল্যে বাঁচি। আমার যেমন কপাল, তাতে ভালো হবে এমন তো বোধ হয় না। মা মঙ্গলচণ্ডীর মনে যে কি আছে তা তিনিই জানেন। (টিক্‌টিকির

শব্দ শ্রবণ করিয়া) সত্যি সত্যি! ঐ দ্যাখো মা। আমার কপালে যে কিখ্যানা আছে তা আমি বোল্‌তে পারিনে। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

সকলে। ভাল হবে বৈকি। কর্ত্তা যখন আপনি স্বচক্ষে দেখে সম্বন্ধ কোচ্চেন, তখন সে কি আর মন্দ হবে?

(তারামণির প্রবেশ)

তারা। তোমরা বস্যে বস্যে কি কোচ্চো, শোনো গে না, ও বাড়ীর পূজোর দালানে কত ধূম ধাম নেগে গেচে। কামিনীর ব্যের কথা উঠেছে, তাই সকলে বস্যে পরামর্শ কোচ্চে।

সুখ। আয় লো আয়, কি কথা বার্ত্রা হোচ্চে শুনিগে। ঠান্‌দিদি! তুমিও কেন এসনা, আড়ালে দাঁড়িয়ে সকলে শুনিগে?

(সুখদা, মোহিনী ও রঙ্গিণীর গাত্রোত্থান)

জাহ্নবী। না মা, তোমরা সকলে শোনোগে। আমাকে ও বাড়ীর নতুন গিন্নী এক বার ডেকে-চেন, সেখানে যেতে হবে। তা চল, আমিও

তোমাদের সঙ্গে বেরুচ্চি। (কামিনী ও সঙ্গিনীর প্রতি) মা! তোমরা বাড়ীতে থাক, আমি এলেম বল্যে।

(সঙ্গিনী ও কামিনী ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

সঙ্গি। ভাই কামিনি! তুমি যেন আমায় পর পর ভাব, সকল কথা খুলে বলো না। তা ভাই, বিবেচনা করো দেখ দেকি, আমার কাছে মনের কথা গোপন কোল্লে তোমার কি হবে? মনের বেদনা মনে রাখ্‌লে ক্রমে তার বৃদ্ধিই হোয়ে থাকে। তা প্রকাশ করো বলো, মনো-দুঃখনিবারণের যদি কোন উপায় থাকে, আমি এখনি তার চেষ্টা পাবো।

কামি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ভাই, তোমার কাছে আমার কিছুই গোপনীয় নাই। কিন্তু আমার সে কথা বলা কেবল তোমাকে দুঃখিত করা মাত্র। ভাই, সে রোগের ঔষধ নাই। মৃত্যু ব্যতীত তার উপশমের অন্য উপায় নাই। (অশ্রুবিসর্জ্জন)

সঙ্গি। ছিঃ প্রিয়সখি! একেবারে অধীর

হওয়া কি উচিত ? অবশ্যই তার কোন উপায় হবে। আর যদি নাও হয়, তবু মনের দুঃখ অন্যের কাছে প্রকাশ কোল্লেও তার অনেক লাঘব হোতে পারে।

কামি। (অশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে) প্রিয়সখি ! যে দিন অবধি সেই মনোমোহনকে দর্শন কোরেছি সে দিন অবধি আমার চিত্ত আর আমার নাই। আমি দিবানিশি সেই মোহিনী মূর্ত্তির ধ্যান করি, আমার চিত্ত এককালে হর্ষ ও বিষাদে অভিভূত হয়্যে পড়ে। যখন ভাবি, তাঁহার সৌন্দর্য্য অলোকসামান্য, তখন আমার মন বিমল আনন্দনীরে অভিষিক্ত হোতে থাকে; যখন চিন্তা করি, তিনি আমার পক্ষে একান্ত দুর্লভ, তখন দুস্তর বিষাদপঙ্কে মগ্ন হয়্যে যায়। প্রিয়সখি ! আমি হৃদয়ক্ষেত্রে দুরাশালতা রোপন কোরেছি, তার ফল মৃত্যু বই আর কিছুই নয়। (রোদন)

সঙ্গি। প্রিয়সখি ! স্থির হও, অবশ্যই তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে। তুমি নৈরাশকণ্টককে মন

হোতে উন্মূলিত কর ; হৃদয়ক্ষেত্রে আশালতা রোপণ কর, নিত্য তার সুখময় ফল ভোগ কোর্‌বে। আমি তোমার সেই চিত্তচোরকে ধরেয় দিব।

কামি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) প্রিয়সখি! আর কেন আমায় বৃথা আশ্বাস দাও? যখন দুরা-শারাক্ষসী আমার মনোমন্দিরে প্রবেশ কোরেছে, তখন আর আমার আশ্বস্ত হবার বিষয় নাই। বিধাতা চির দিন দুঃখ ভোগ করাবার জন্যেই আমাকে সেই রূপমোহে মোহিত কোরেছেন। সখি! তিনি দেবদুর্লভ মহারত্ন, আমি মানবী হয়্যে কি রূপে তা লাভ কোর্‌বো? (রোদন)

সঙ্গি। প্রিয়সখি! আমি যথার্থ বোল্‌চি তোমার সেই চিত্তচোরকে ধরেয় দিব। আমি তাঁর নাম ধাম সকলি জানি। সে চোর দিবাভাগেই তোমার চিত্তরত্ন হরণ করেয় মদনরাজার কারাগৃহে বদ্ধ হোয়েছে ; এখন তুমি অনুগ্রহ না কোল্লে, কিছুতে নিষ্কৃতি পাবে না।

কামি। (অশ্রুমার্জ্জন করিতে করিতে) প্রিয়-

সখি! তুমি সে চিত্তচোরকে ধরো্যে দিয়েই বা কি কোর্‌বে? আমি কার কাছে অভিযোগ কোর্‌বো? যখন দুর্ভাগা বঙ্গনারী হয়্যে জন্ম-গ্রহণ কোরেছি, তখন কে আমার দুঃখে দুঃখিত হবে? প্রিয়সখি! শমন ব্যতীত আমাদের সহায় আর কেহ নাই, আমি তাঁরই শরণাপন্ন হবো, তিনিই আমার দুঃখ দূর কোর্‌বেন।

সঙ্গি। (সখেদে স্বগত) হায়! প্রিয়সখীর হৃদয়ক্ষেত্রে অনুরাগতরু বদ্ধমূল হোয়েছে, এখন কি রূপে তার উন্মূলন করি? কি রূপে নৈরাশ-ভুজঙ্গকে তার কোটর হোতে বহিষ্কৃত করি? কি বল্যেই বা আশ্বাস প্রদান করি? নিষ্ঠুর দেশাচার সকল পথ রোধ কোরেছে। এখন কি করি! ইহার জীবনে আর কিছুমাত্র আস্থা আছে এমন বোধ হয় না। (প্রকাশে) প্রিয়সখি! স্থির হও। আমি তোমার মনোবেদনার কারণ পূর্ব্বে জান্‌তেম্‌ না এমন নয়; যে দিন অবধি সেই মহাভাগ তোমার মনোমন্দিরে প্রবেশ কোরে-ছেন, সে দিন অবধিই আমি তাঁর পূজোপকরণ

আহরণ কর্‌বার চেষ্টা কোচ্চি। সখি! কেবল তিনিই যে তোমায় রূপমোহে মোহিত কোরেছেন এমন নয়, তুমিও তাঁকে লাবণ্যশরে আহত কোত্তে ত্রুটি কর নাই। আমি শুনেছি, তিনি তোমা অপেক্ষা শতগুণ অধিক কাতর হোয়েছেন। অতএব স্থির হও, অবশ্যই তোমার বাসনা পূর্ণ হবে।

কামি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) প্রিয়সখি! নৈরাশবহ্নি নির্জ্জল দেশে আমার মনোমন্দির দগ্ধ কোচ্চে, আমি কি বল্যে আশ্বস্ত হই? প্রবলঝটিকাকালে আমি মহার্ণবে মগ্ন হোয়েছি, কি রূপে তাহার কূললাভের আশা করি? প্রান্তরমধ্যে হিংস্র শার্দ্দূল গ্রাস কোত্তে আস্‌ছে, আমি কার শরণাপন্ন হই? প্রিয়সখি! আমি যে দিকে দৃষ্টিপাত কোরি, দুঃখপুঞ্জ ব্যতীত আর কিছুই দেখ্‌তে পাই নে। আমার অনুর্ব্বর মানসক্ষেত্রে আশালাতা অঙ্কুরিত হয়্যেই শুষ্ক হয়্যে যায়, কি রূপে তার ফলভোগ কোর্‌বো? (রোদন)

সঙ্গি। প্রিয়সখি! আশ্বস্ত হও; আমি তোমার মনোরথসিদ্ধির উপায় স্থির কোরেছি।

কামি। (অশ্রুমার্জ্জন করিতে করিতে) সখি! তুমি বারংবার আমায় আশ্বস্ত কর্‌বার জন্য বৃথা যত্ন কোচ্চো। আমার বহুচ্ছিদ্র চিত্তপাত্র তোমার প্রবোধবারি কিছুতেই ধারণ কোত্তে পাচ্চে না। প্রিয়সখি! পিতা আমায় হস্ত পদ বদ্ধ করে্য সমুদ্রে নিক্ষেপ কোচ্চেন, তুমি এখন আমার জন্যে সুরম্য অট্টালিকা প্রস্তুত করে্যই বা কি কোর্‌বে? সখি! আমরা যথার্থই অবলা; আমাদের কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই। আমরা নিতান্ত পরাধীন। আমাদের স্বাধীনতার লেশমাত্র নাই। পিতা আমায় ভুজঙ্গবিবরে প্রবেশ কোত্তে আদেশ কোচ্চেন, তাই কোত্তে হবে, কিছুতেই তার প্রতিরোধ কোত্তে পার্‌বো না। সখি! আমার জঙ্গলপূর্ণ হৃদয়ক্ষেত্রে বাসনালতা সমুদ্গত হয়্যে কেবল বিষাদসর্পের আশ্রয় হোয়েছে, কখন সুফল প্রসব কোর্‌বে না। (রোদন)

লিপিহস্তে জাহ্নবীর প্রবেশ।

সঙ্গি। (সসম্ভ্রমে) প্রিয়সখি! আত্মভাব গোপন কর, শীঘ্র বাষ্পবারি মার্জ্জন কর। (কামিনীর সসম্ভ্রমে আত্মভাবগোপনচেষ্টা)

জাহ্নবী। (অগ্রসর হইয়া) ওমা কামিনি! দ্যাখ্ তো মা, এ কার পত্তর। (নিকটে বসিয়া কামিনীর অশ্রুচিহ্ন ও বিষাদলক্ষণ অনুভব করিয়া) হা মা কামিনি! তুমি কি কাঁদ্‌ছিলে?—(কামিনীর নেত্র হইতে অনর্গল অশ্রুপাত)—এ কি! আবার চোখের জলে মুখ ভেসে যেতে লাগ্‌লো যে! (কামিনীকে ক্রোড়ে লইয়া সরোদনে) মা, তুই আমার অন্ধের যষ্টি। আমি তোর মুখ চেয়েই দেহ ধরে্য আছি।—মা! তোর কিসের দুঃখু মা? আমি তোর সৎমা নই—আমাকে সব কথা ভেঙ্গে বল্। (রোদন)

সঙ্গি। না মা, কামিনী কাঁদ্‌বে কেন? এই বই খানাতে একটা বড় দুঃখের কথা আছে, তা পোড়্‌লেই চোখে জল আসে।

জাহ্নবী। (অশ্রুমার্জ্জন করিতে করিতে)

না মা, আমি বুঝিছি, বিধেতা আমার অন্ধকার ঘরের একটিমাত্তর প্রদীপ তাও নেবাবেন ! হা অদেষ্ট ! বাছা, তোরে গর্ভে ধরো্য আমি এক দিনের জন্যেও সুখ পেলেম না !—(কামিনীর চিবুক ধরিয়া) মা ! বল্, তোর কি মনের দুঃখু বল্ ; মায়ের সাক্ষিতে বোল্‌তে দোষ কি ? (সরোদনে) মা, আমি অনেক দিন তোর মুখে হাসি দেখিনি ; অনেক দিন তুই হেসে কথা কোস্‌নি। বাছা ! আমি তোর বড় দুঃখিনী মা ! আমি অনেক দুঃখে তোরে মানুষ কোরেছি। তুই দিবে নিশি এমন করো্য কেঁদে কেঁদে আমায় আর পাগলিনী কোরিস্‌নে। (রোদন)

কামি। (বহু কষ্টে ভাব গোপন করিয়া কৃত্রিম স্মিতমুখে) মা, আপনি কাঁদেন কেন ? কৈ, আমার তো কিছু হয় নাই। তবে বড় দুঃখুটো হোয়েছিল, তাই চোখে জল এসেছিল।

সঙ্গি। না মা, তুমি কিছু ভেবো না। ও কিছু নয়। কামিনীর ব্যামো স্যামো হলো্য ও তোমাকে না বোল্‌বে কেন ?

জাহ্ণবী। (অশ্রুতি প্রকাশ করিয়া) বাছার আমার কি যে রোগ হোলো, আমি তার কিছুই ঠিক্ কোত্তে পাল্লেম না। এমন সোনার প্রতিমে আমার মলিন হয়্যে গেছে! (ক্ষণ কাল নীরব থাকিয়া) তা এখন পেঁচোর মা আসুক, কি বলে দেখি। বাছা আমার আইবুড়ো মেয়ে,—কোন্ আপথে কুপথে গিছিলেন,—কি যে পোড়া কুদিষ্টি হোলো!

সঙ্গি। (সবিস্ময়ে) পেঁচোর মা এসে কি কোর্‌বে গা?

জাহ্ণবী। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তোদের কি মা! তোদের এখন ছেলে বয়েস, সব মিথ্যে বোধ হয়। আমাদের মন বুঝ্‌বে কেন বল্। পেঁচোর মা প্রাচিন্নী মানুষ—অনেকরকম জানে শোনে। সে এসে এক বার ঝাড়ান পাড়ান করে্য দেখুক্।

কামি। (স্বগত) হায়! কি ভ্রান্তি! আমার বিষম বিকার হোয়েছে, কিন্তু সকলে আমার গাত্রে প্রদাহের ঔষধ লেপন কোচ্চে। আমি

মহার্ণবে মগ্ন হোচ্চি, জননী বৃষ্টিনিবারণের জন্য আমার মস্তকে ছত্র ধারণ কোচ্চেন; প্রদীপ্ত চিতায় প্রবেশ কোরেছি, দাহনিবারণের জন্য তালবৃন্ত ব্যজন কোচ্চেন। অথবা যখন চিত্তবিবরে দুঃখভুজঙ্গ প্রবেশ কোরেছে, তখন সকলেই বিবধ উপায়ে তাকে বার কর্‌বার চেষ্টা পাবে।

সঙ্গি। কামিনীর মা, কৈ কি পত্তর আন্‌লে, দ্যাখালে না?

কামি। হ্যাঁ মা, কৈ দেখি, কার পত্তর। (মাতার হস্ত হইতে পত্রগ্রহণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়াই সলজ্জ মুখে) মা, এ মামার পত্তর— (মুখসঙ্কোচন)

জাহ্নবী। (সোদ্বেগে) মামার পত্তর বল্যেই অমন কোল্লে কেন মা? কোন মন্দ খবর আছে নাকি? কথা কোস্‌নে কেন বাছা?—আঁ, তবে কি তোর মামা বেঁচে নেই? (রোদন)

কামি। (সসম্ভ্রমে) সে কি মা! ও কথা বলো কেন? কৈ আমি তো এখনও পত্তর পোড়িনি?

জাহ্নবী। অশ্রুমার্জ্জন করিতে করিতে) মা, সত্যি করে্য বল্ দেখি, তোর মামা তো বেঁচে আছে?

সঙ্গি। ও কামিনীর মা, তুমি পাগোল হলে্য না কি?—কৈ কি লিখেছেন দেখি। কামিনি, আমায় দেতো ভাই, আমি পোড়ি। (পত্র গ্রহণ করিয়া পাঠ)

"পূজ্যপাদ!

আপনকার কামিনী যথার্থ কামিনীরত্ন। আপনি অসৎলোকের কুপরামর্শ গ্রহণ করিয়া তাহাকে যেন অপাত্রে সমর্পণ না করেন। আমি একটি উপযুক্ত পাত্র স্থির করিয়া রাখিয়াছি, যদি আপনকার মত হয়, তাঁহাকেই কামিনীর পাণিদান করা কর্ত্তব্য। তিনি কামিনীরত্ন-দানের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। যাহা হউক, আমি শীঘ্রই বাটী যাইব। সেই সময়ে যাহা হয়, স্থির করা যাইবে। আপনি তাহার বিবাহের জন্য ব্যগ্র হইবেন না, চির কালের জন্য তাহার সুখপথে কণ্টক প্রদান করিবেন না।

বিবাহই সংসারগিরির একমাত্র সোপান, মহাশয় অবিবেকসলিলে তাহা পিচ্ছিল করিবেন না। কিমধিকমিতি।

একান্তবশংবদস্য
শ্রীশশিভূষণশর্ম্মণঃ

কামি। (স্বগত) আহা! মামা কি বিবেচক! যদি বঙ্গবাসিগণ সকলেই তাঁর মত হোতো, তবে আমাদের নারীজন্ম আর দুর্বহদুঃখভারাক্রান্ত হোতো না।

জাহ্নবী। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আহা! শশী আমার কামিনীকে কতই ভাল বাসে! সে কামিনীর একটু দুঃখু দেখ্‌তে পারে না। এখন বিধেতা কামিনীর কপালে যে কি লিখেছেন কি জানি!—(তারামনির সহিত পেঁচোর মার প্রবেশ) এই যে, পেঁচোর মা এসিছিস্‌!

তারা। (হাস্যমুখে) আমি তোমার পেঁচোর মাকে যে কত কষ্টে কোটর থেকে বার কোরেছি তা আর কি বোল্‌বো। ও কাকের ভয়ে দিনের ব্যালা বেরুতে চায় না।

পেঁচোর। (সরোষে বার্দ্ধক্যজড়িত স্বরে) ওলো ভাতারখাগি! ওলো সর্ব্বনাশীর ঝি! ওলো গস্তানি! তুই মোরে হাঁট্‌কুড়ী বল্লি! মোর পাঁচু বেঁচে থাক্‌,—যাটির বাছা! তুই সাজ্জন্ম হাঁট্‌কুড়ী হ।

তারা। (হাস্যমুখে) আ মর্ মাগি, কানের মাথা একেবারে খেয়েছিস্!

পেঁচোর। (পূর্ব্ববৎ) মোকে ছেলের মাথা খাতি বল্লি! ওলো পুতখাগি! মোরে পুতির মাথা খাতি বল্লি! তুই সাজ্জন্ম পুতির মাথা খা, যে যেখানে আছে, সব্বারি মাথা খা! হাঁট্‌কুড়ি! গস্তানি!

জাহ্নবী। (সবিরাগে) তারামণি, তুই আর রঙ্গ কর্‌বার সময় পাস্‌নে? একে দেখ্‌চিস্, আমি নানান জ্বালায় জ্বলে মোচ্চি! তা যা, আর রঙ্গ কোত্তে হবে না, ওর হাত ধরো্য এ দিকে নিয়ে আয়।

তারা। (পেঁচোর মার হস্তধারণ করিয়া) আয় পেঁচোর মা আয়, কামিনীকে দেখ্‌সে আয়? (হস্তাকর্ষণ)

পেঁচোর। (পূর্ব্ববৎ স্বরে সভয়ে) ওগো তোমরা দ্যাখো গো! ওগো মোকে মেরে ফ্যাল্লে গো!—ওগো মোরে মেরে ফ্যাল্লালে! ও তারা-মনি! তুই মোর প্যাটের ঝি, মোকে ছেড়ে দে। মুই আর কখন তোকে কিছু বল্‌বো না।

জাহ্নবী। (স্বগত) মাগী কি কিছু শুন্‌তে পায় না গা! (প্রকাশে অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে) ও পাঁচুর মা! কোন ভয় নেই, তুই এ দিকে আয়।

পেঁচোর। (নিকটে আসিয়া পূর্ব্ববৎ স্বরে) কৈ, কামিনী কোথা?

তারা। আ মরণ! চোখের মাথাও খেয়েচো? ঐ যে গিন্নীর কোলে।

পেঁচোর। (সরোষে) তুই খাঃ, সাত্‌জন্ম চোখের মাথা খা, কানের মাথা খা, বাপ্‌চোদ্দ পুরুষের মাথা খা! ও কামিনীর মা! মোকে এ সময় কুদ্দু কোত্তে মানা করো, মুই মন্তর তন্তর সব ভুলে যাবো।

জাহ্নবী। না আর কিছু বোল্‌বে না, তুই কামিনীকে দ্যাখ্‌।

পেঁচোর। (কামিনীর গাত্রে হস্তপরামর্ষন করিয়া) বা! হে যে বেস্ ছেয়ালোটি হোয়েচে! মোদের সে দিনের কামিনী, হের মধ্যি এত ডাগর হোয়েচে। তা হবে না কেন, ভাল মানুষ্-গার ঘরের ঝি বউ, ভাল মন্দ পাঁচরকম খাতি পোত্তি পায় কি না! তানারা দেখ্‌তি দেখ্‌তি ঝ্যান দুর্গো হোয়ে ওঠে। তা মেয়েটির আজও ব্যা দাওনি কেন?

তারা। (হাস্যমুখে) আজও ওর যুগ্যি বর পাওয়া যায়নি। তোর পেঁচোর বাবা যদি বেঁচে থাক্‌তো, তা হল্যে, তারই সঙ্গে ওর বেস্ সাজ্‌তো।

পেঁচোর। (সরোষে) তোর বাবার সঙ্গে সাজ্‌তো। গস্তানী মোর রাগ বাড়াতি লাগ্‌লো।

জাহ্নবী। (সবিরাগে) ও তারামণি! বোল্লে শুনিস্‌নে কেন? এই কি তোর রঙ্গ কর্‌বার সময়? পেঁচোর মা! তুই, কামিনীর কি হোয়েছে দ্যাখ্—

(কামিনীর দীর্ঘ নিশ্বাস)

পেঁচোর। (বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ করিয়া) হে যে অপদ্যাব্তার দিষ্টি দেখ্চি। ওমা! মেয়েটাকে অলোপ্যেয়ে একেবারে কালী কর্য্যে ফেলেচে! বাছারে! তা কোন ভয় নি, মুই হেই জল পড়্যে দি, তাতেই সেরে যাবে। আল-গোচে মাটীতে না ঠ্যাকে হ্যামন কর্য্যে একঘটী জল পাত্কো হোতি তুলে আন্তি বল।

জাহ্নবী (তারামণি, একঘটী জল তুলে আন।

(তারামনির প্রস্থান)

পেঁচোর। হাগা গিন্নি ঠাউরুণ! কামিনী বুঝি কোম্নে আপথে কুপথে গিয়েলো? তা আই-বুড়ো মেয়ে, ওনাকে অমন কর্য্যে হেথা হোথা ব্যাড়াতি মানা কোরো।

জল লইয়া তারামনির প্রবেশ।

তারা। এই ন্যাও, জল ন্যাও। (পেঁচোর মার হস্তে জলের ঘটী দেওন)

পেঁচোর। আর একখানা কিছু নোয়ার জিনিস্ আন্তি বল।

জাহ্নবী। তারামনি, ঐ ঘরের ভেতর থেকে জাঁতিখানা এনেদে।

(তারামণির প্রস্থান ও জাঁতি লইয়া প্রবেশ)

তারা। এই ন্যাও, জাঁতি ন্যাও। (জাঁতি দেওন)

পেঁচোর। (মন্ত্রপাঠ দ্বারা জল পূত করিয়া) কামিনীর মা, এই জল এনাকে তিনঢোক খেবিয়ে দাও, আর চোখ দুটো এই জল দ্যে বেস্ করে্য ধুইয়ে দাও। এতেই সব সেরে যাবে।

জাহ্নবী। (সহর্ষে) তোর পাঁচু বেঁচে থাক মা! তুই আমার বড় 'উব্‌গার কোল্লি মা! কামিনি, তুমি ভক্তি করে্য এই জল তিন ঢোক খাও, আর চোখ দুটো ধুয়ে ফ্যালো।

(কামিনীর অনিচ্ছাপূর্ব্বক জলপান ও নেত্রধাবন)

পেঁচোর। কামিনীর মা, মোকে বিদেয় করো, সঞ্জ্যে হোলো।

জাহ্নবী। কামিনি, মা আল্‌না থেকে একখান থানফাড়া কাপড় এন্যে পেঁচোর মাকে দাও।

(কামিনীর প্রস্থান ও কাপড় আনিয়া
পেঁচোর মাকে দান)

পেঁচোর। (সহর্ষে) কামিনীর মা, তোম্‌গার কামিনী জম্ম জম্ম মোরে হেমনি কর্‍য়ে দিতি থাক্‌।

তারা। আ মর্‌ মাগী অলক্ষুণে ! কতার ধ্যান দ্যাকো।

পেঁচোর। ক্যানো, মুই মন্দ বল্‌লাম কি ? ওনাদের দ্বোরেই তো মোরা খেয়ে পোরে মানুষ। তা কামিনীর মা, মুই এখন চল্লাম। (প্রস্থান)

সঙ্গি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ভাই কামিনি ! আমি এখন যাই, আবার কাল আসবো।

কামি। (সকষ্টে) চোল্লে ? তা কাল্‌ অবিশ্যি অবিশ্যি কর্‍য়ো এসো।

সঙ্গি। হ্যাঁ, তা আসবো। (প্রস্থান)

জাহ্নবী। মা কামিনি ! উঠে ঘরের ভিতর চলো। বাইয়ে পোকা মাকড়—এখন আর বসে কাজ নেই।

(সকলের গৃহমধ্যে প্রবেশ)

(প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

মুকুন্দরামতর্কালঙ্কারের পূজার দালান।

(হরিহরশিরোমণি, গদাধরবিদ্যাবাগীশ, চন্দ্রশেখর ন্যায়রত্ন ও রামশঙ্করবাচস্পতি আসীন)

হরি। (নস্য গ্রহণ করিয়া) তবে ভায়া, সম্বন্ধটা ভাল হোয়েছে, আঁ ?

গদা। আজ্ঞে সে কথা আর কেন জিজ্ঞেন্ করেন। সম্বন্ধ যার নাম ! যা হোক্, আমার মেয়ের কপালে যে এতটা সুখ ছিল, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।

চন্দ্র। (উৎসুক রূপে) হ্যাঁ মহাশয় ! পাত্রটি কেমন ? লেখাপড়া জানে তো ?

রাম। (রুষ্ট ভাবে) তুমি কেমন মানুষ হে ! লেখাপড়া জানে না ! হুঁঃ, শুকশাবক কি কখন

মূক হয়্যে থাকে? যার পিতা মাস গেলে শদাবধি তিনশত টাকা উপায় কোরেথাকে, সে কখন কি মূর্খ হয়?

চন্দ্র। তিনি কি কর্ম্ম করেন?

রাম। তিনি সাত কুটির দেওয়ান। সাত্ সাত্টা কুটি তাঁর হাতে; তিনি যা মনে করেন, তাই কোত্তে পারেন।

চন্দ্র। তাঁর বেতন কত?

রাম। (সবিরাগে) আরে কি উৎপাতে পোল্লেম। তাঁর আবার বেতনের কথা জিজ্ঞেস্ কোত্তে হয়! দুশ লোকে রাত্তি দিন উপাসনা করে্যও যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পারে না। নজর ভিন্ন তিনি কারো সঙ্গে একটা কথাও কন্ না।

হরি। হ্যাঃ বলি এ দিকের বিষয় আশয় কেমন?

গদা। আজ্ঞে সে কথা আর কি বোল্‌বো! খেতে বোস্‌লেম মহাশয়! এমনি পাথরে করে্য ভাত বেড়ে দেছে যে তার জমি প্রায় দেড়হাত

হবে! আর ব্যঞ্জনাদির পারিপাট্যই বা কি! আঁচাতে গিয়ে দেখ্‌লেম, কোর পাড়ে কিছু কম আট্‌টা গাড়ু সাজান। তা বিষয় আশয়ের কথা আর কেন জিজ্ঞেস্‌ করেন। দিন গেলে বাড়ীতে আধমোন ত্রিশসের চাল রান্না হয়; নিত্য ক্রিয়া কর্ম্ম; এমন দিন নাই যে, দশ বার জন অতিথিসেবা না হয়।

চন্দ্র। তা বোধ হয়, আপনার কন্যা উত্তম সুখে থাক্‌বে।

হরি। আজ পাত্রী দেখ্‌তে আস্‌বার কথা ছিল না?

গদা। আজ্ঞে হ্যাঁ, পাত্রের খুড়োই স্বয়ং আস্‌বেন বোধ হোচ্চে।

হরি। পাত্রটি তুমি স্বচক্ষে দেখেছ তো?

গদা। (অপ্রতিভ রূপে স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! পাত্রটাত্র তো দেখিনি! এখন কি বলি এঁদের? হায়! হায়! তখন কেন এক বার চোক্ষে দেখে এলেম না। ওটা একেবারে বিস্মৃতই হোয়েছিলেম। আর সত্য সত্যই কাঁনা খোঁড়া যদি হয়!

লোকের কথায় বিশ্বাস কি? এঁরা আমায় বড় আহাম্মোক ভাব্‌বেন দেখ্‌চি। যা হোক্‌, ব্রাহ্মণীকে যেরকম বোলেছি, এঁদের কাছেও সেইরকম বোল্‌তে হোলো—

হরি। কি হে, চুপ করে্য রইলে যে? পাত্র কি স্বয়ং দেখে্ আসনি?

গদা। (চকিত ভাবে) আজ্ঞে, পাত্রের কথা বোল্‌চেন? আমি শুন্‌তে পাইনি, অন্যমনস্ক ছিলেম। তা—তা—

রাম। (ভাব বুঝিয়া) সে কি মহাশয়! ও কথা জিজ্ঞেস্‌ কোচ্চেন যে? পাঁত্র না দেখে কি কোন কালে বিবাহ হয়ে্য থাকে? তা বরটি নিতান্ত গৌরবর্ণ নয়, কিন্তু উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ। আর অঙ্গসৌষ্ঠব বিলক্ষন আছে। না হবেই বা কেন? যে বাপের সন্তান! যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প! আর বয়স নিতান্ত অল্প। কামিনী অপেক্ষা বচর দুয়ের বড় হবে। (স্বগত) কামিনীর বাবা তার অপেক্ষা বচর দুয়ের বড় বোল্লেও কতক ঠিক্‌ হোতো। আহা! কি সৌন্দর্য্য! কি লাবণ্য!

যথার্থ কন্দর্পদর্পহারক! কন্দর্পের বাবার সাধ্য কি যে, সে মূর্ত্তির কাছে এক বার দাঁড়ান। বিধাতা যেন তাঁকে কামবাঘের ফেউ করে্য সৃষ্টি কোরেছেন। আহা! বাছার চেহারাটি স্মরণ হল্যে মনে একপ্রকার অদ্ভুত রসের আবির্ভাব হয়। যা হোক্ বিধাতাকে ধন্যবাদ। তাঁকে এরূপের কল্পনা কোত্তে অনেক রাত্তির জাগ্‌তে হোয়েছে, তার সন্দেহ নাই। শরীরের দৈর্ঘ্য ছোট খাট আদ্‌বইসী একটি তাল গাছ, পরিধিও তদনুরূপ হবে। মাথার চুলগুলি স্থানান্তরিত হল্যে তদ্দারা স্ত্রীলোকের গহনা সাফ্ বেস্ হয়। কপালটিতে যেন লাবণ্যবারির স্রোত চল্যে চল্যে খাল পড়্যে গেছে। তার নীচে ভ্রূযুগল কামধনুর (কামমারা ধনুর) শোভা ধারণ করেছে। নেত্র দুটি নির্ম্মাণ করে্য বিধাতা ভাব্‌লেন যে, যে বস্তুর দ্বারা এর নেত্র নির্ম্মাণ হোলো, তাতো আর মিল্‌বে না, অতএব এর কিয়দংশ নিয়ে কমলের সৃষ্টি কোত্তে হোলো। এই ভেবে তিনি সেই বস্তু খানিক তুলে নিলেন, তাইতে

নেত্র দুটি কিছু স্বল্পায়ত ও হীনজ্যোতিঃ হয়ো পোড়েছে। নাসিকাসৃষ্টিকালে তিনি ভাব্‌লেন, ইহার নেত্র দুটি সুধাসিন্ধুস্বরূপ, পাছে উভয় জলধির জল এক হয়ো মহাপ্রলয় উপস্থিত করে, অতএব এর মধ্যে একটি দৃঢ়তর সেতু বন্ধ কোত্তে হোলো। এই ভেবে তিনি গণ্ডস্থল থেকে মাটী তুলে ন্যে নাসিকারূপ সেতুর সৃষ্টি কোল্লেন; তাতেই সেটি একটু উচ্চ হোয়েছে, আর গণ্ড-স্থল দুটিতে অমন গর্ত্ত পোড়্যে আছে। বিধাতা মুখের সৃষ্টিকালে তাঁকে ভুলে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান কোরেছিলেন, সুতরাং ত্রিজগৎ তাঁর মুখদ্বার দিয়ে উদরে প্রবেশ কোর্‌বে, এই ভেবে তার আয়তনটি একটু বিস্তৃত করো দেছেন। কর্ণের সৃষ্টিকালে তিনি তার প্রকৃত আকার ভুলে গিয়েছিলেন, সুতরাং কাদা হাতে করো বস্যেই আছেন, কিছুতেই আর মনে আসে না, সম্মুখে আরসিও ছিল না যে আপনার তা দেখে গড়েন; জগদীশ্বরের ইচ্ছায় খানিক পরে একটা গাধা সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো, তাকে দেখেই তাঁর

কতক মনে এলো; কিন্তু যেমন স্কুলের ছোক্‌রারা এগ্‌জামিন দিতে বস্যে একটা কথা মনে আস্‌চে আস্‌চে আস্‌চে না, এমনসময়ে আর এক জনের কাগজে সেইটে দেখ্‌তে পেলে তার নিজের যেরকম জানা ছিল তা আর মনে আসে না, যা দেখ্‌লে তাই লিখ্‌তেই ইচ্ছে করে, সেইরকম তিনি অনেক যত্ন কোল্লেন, তবু কানের আসল আকারটি মনে আন্‌তে পাল্লেন না; গাধার মতই অধিকাংশ হয়্যে গেল। সুতরাং কান দুটির একটু লম্বভাব হোয়েছে। আহা! গলা কি সরু! হাতদুখানি দেখ্‌লে বর্দ্ধমানের চিড়িয়াখানায় যাবার ক্লেশ স্বীকার কোত্তে হয় না। কণ্ঠ হোতে কটিদেশ পর্য্যন্ত অবয়বের মধ্যে উদরটি অতি কোমল বল্যে বিধাতা তারই ভাগ অধিক কোরেছেন। আর তাঁর গুণের ভরে ভেঙ্গে যাবে বল্যে মধ্যদেশটি তত ক্ষীণ করেন নাই। করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় তাঁকে নিতম্বের ভারগ্রস্ত হোতে হয় নাই। পা দুখানি দেখ্‌লে বোধ হয় যেন

তাঁর লাবণ্যহর্ম্ম্যের দুটি সুদীর্ঘ স্তম্ভ। আর গোঁপ যোড়াটি হস্তিলাঙ্গুলের আকার ধারণ করেছে ;—মধ্যস্থলটি বেস্ তেলপাড়া, পাশ দুটি লোমশ। তার আবার এক গাছ ছোট, এক গাছ বড়। কারণ বাপাজির সুশোভন নববদনসরোবরের তীরে কুৎসিত রোমতৃণ উৎপন্ন হওয়াতে মাঝে মাঝে তার উৎপাটন কর্যে থাকেন। দাঁতগুলি, যেমন মেয়েরা যমপুকুর পুজো করবার সময় মাটীর কুমীর গড়িয়ে তার গায় ধান পুঁতে পুঁতে দেয়, তেমনি একটি এখানে একটি ওখানে। আর যখন তিনি সেই মদনদমন বদনে এক বার হাস্য করেন, আহা! তখন তাঁর দ্বিজাবলি যেন অমাবস্যার দ্বিজরাজকান্তি ধারণ করে! তা এমন সুপাত্র কামিনীর যথার্থ উপযুক্ত পাত্রই বটে। দাঁড়কাক ব্যতীত কি কামিনীলতার শোভা হয়? তা যা হোক্, অর্থের কি চমৎকার মহিমা! এতাদৃশ সন্তানবাৎসল্যকেও অন্তরিত কোরেছে! কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণ এমন গুনবতী কন্যাকে হাত পা বেঁধে সমুদ্রে

নিক্ষেপ কোত্তে উদ্যত হোয়েছে! পাত্রটিকে এক বার চোখে দেখ্‌লে না! কেবল ভাগ্যবানের বৈবাহিক হবো এই আহ্লাদেই অন্ধ হোয়েছে। ভাগ্যে আমি সেই রাস্তায় এক বার দেখেছিলেম। তা নইলে জামাইটি মানুষ হবেন কি আর কিছু হবেন, তার ঠিক্ থাক্‌তো না। তা আমার এক এক বার ইচ্ছে হয়, ব্রাহ্মণকে নিষেধ করি, তা আবার যে অগ্নিশর্ম্মা, দুর্বাশার মত নাসাগ্রে ক্রোধ! জানি কি আবার কি কোত্তে কি হয়ে উঠ্‌বে, এই ভয়ে কিছু বোল্‌তে পারিনে। আর দু এক টাকা পাবার সম্ভাবনা আছে, সুতরাং "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ" ওর যা খুসি তাই করুক না কেন, আমার রুধির নেয়ে বিষয়।

বহুবিবাহের আবেদনপত্রহস্তে অভয়
ও প্রসন্নের প্রবেশ।

সকলে। এ ব্যাটারা আবার কে রে, দুপুর-বেলা হনুমানজামা গায় দেয় এসেছে?

অভয়। (নিকটে উপস্থিত হইয়া) মহাশয়! এই বহুবিবাহনিবারণের জন্য—

হরি। কি বলে? বেশ্যাবিবাহ না কি?

অপর সকলে। কি, ভাল কোরে বলো, বোর আবার বিবাহ কি?

প্রসন্ন। তবে এই আবেদন পত্র পোড়ে দেখুন। (আবেদনপত্র দান)

হরি। (খানিক নাড়া চাড়া করিয়া) না, আর পোড়্‌তে হবে না, বোঝা গেছে, তোমরা এই মেয়েস্কুলের জন্য এসেছ তো?

অভ। আজ্ঞা না, বহুবিবাহ—

হরি। হাঁ হ্যা বিষ্ণু! এই বহুবিবাহের জন্য? চসমাখান সঙ্গে না থাকাতে সঁকলি বিপরীত বোধ হয়। তা বাপু! আমাদের আয় অতি অল্প, আমরা এতে কিছু দিতে টিতে পার্‌বো না। তোমরা ধনীদের নিকটে যাও, যাদের বহুবিবাহে সাহায্য কর্‌বার ক্ষমতা আছে। (আবেদনপত্রপ্রত্যর্পণ)

প্রস। আজ্ঞা না, তা নয়। আপনাদের কিছু দিতে হবে না। আমরা যে জন্যে এসেছি শুনুন, আমাদের দেশে যে বহুবিবাহ চলিত আছে—

রাম। বিরক্ত ভাবে বহুবিবাহ আবার কারে বলে? তুমি জ্যাঠামি ছেড়ে ভাল স্পষ্ট করো বলো। ঐ টুকু ছেলে, তোমার মুখে অমন সাড়ে সাত হাত লম্বা "বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি" কথা ভাল লাগ্‌বে কেন?

অভ। এই যেমন কুলীনেরা, স্ত্রী বেঁচে থাক্‌তে আবার বিয়ে করেন, কাকেও বা একশ দুশ পর্য্যন্ত বিয়ে কোত্তে দেখা যায়, তা এতে দেশের অনেক অনিষ্ট হয় কি না? তাই এরকম বিয়ে যাতে না হোতে পারে এজন্যে সকল ভদ্র লোক গবর্ণমেন্টে দরখাস্ত কোচ্চেন। সেই দরখাস্তে, যাঁদের যাঁদের এ বিষয়ে মত আছে, তাঁরা সই কোচ্চেন। এখন আপনাদের যা অভিপ্রায় হয় করুন।

হরি। বলে কি! অঁা! তাতে দেশের অনিষ্ট হোচ্চিল, এতে বুঝি বড় ইষ্ট হবে। ও বিদ্যাবাগীশভায়া! তা হল্যে শীতকালে এক জনের ঘরে আগুন দিলেও তো দেশের ইষ্ট হয়? কেন না যা দের শীতবস্ত্র নাই, তারা আগুন পুইয়ে বাঁচে।

প্রস। তাতে আর এতে সমান হোলো কিসে?

হরি। তা হোলো না? তাতেও যার ঘর পোড়ে তার অনিষ্ট হয়, এতেও যাদের বিবাহ বন্ধ হবে, তাদের ক্ষতি হবে, আর অন্যের সুখ হবে। তুমি কি জান না, কুলীনের ছেলেদের বিবাহই ব্যবসা।

রাম। মহাশয়! ওদের কথায় কান দেন কেন? যত ব্যাটা যুটেছে, আপনাদের বিয়ে হয় না, তাই একটা হুজুগ তুলেছে; কেন না, তা হল্যেই মেয়ের বাজার শস্তা হয়, আর আপনাদের পিতৃকুল উদ্ধারের উপায় হয়।

প্রস। (অভয়ের প্রতি জনান্তিকে) এ সেই লোকটি নয়? সেই যিনি তোমাদের বাসায় জুতো পায়ে দ্যে জল খেলেন?

অভ। (জনান্তিকে) হ্যাঁ, উনি সব দলেই থাকেন। "বরের ঘরের মাসী, কোনের ঘরের পিসী।"

প্রসন্ন। (জনান্তিকে) বোল্‌বো এক বার? এখন যে বড় ধার্ম্মিক হোয়েছেন দেখ্‌চি।

অভ। না কিছু বল্যে কাজ নাই।

চন্দ্র। মহাশয়! আর দিন কতক পরে বোল্‌বে, কেউ বাপের নাম কোত্তে পার্‌বে না!

রাম। আরে রাধাকৃষ্ণ! যত বেটা খৃষ্টান যুটেছে, বস্ত্যে বস্ত্যে তো আর কাজ নাই, মাঝে মাঝে এক একটা খেলে বসে। ব্যাটাদের সন্ধ্যে নাই, আহ্নিক নাই, দু পাত ইংরিজি উল্‌টে একেবারে খিঙ্গী হয়্যে উঠেছেন!

প্রস। মহাশয়! আপনাদের মত না থাকে, সই কোর্‌বেন না, গাল দেবার দরকার কি?

রাম। গাল্‌ দেবো না! যত ব্যাটা পাষণ্ড যুটে এমন ধর্ম্মটাকে ছার খার করে্য ফেল্‌চে।

হরি। অহে বাপু! তোমরা এতে কি পেয়ে থাক?

প্রস। পাবো আর কি? এ সাধারণের কাজ, এতে সকলেরই অধিকার।

হরি। না, তবু কিছু না পেলে আর এই রোদে রোদে ঘুরে ব্যাড়াও?

প্রস। আজ্ঞে দেশের উপকারের জন্য সব

কোত্তে হয়; কত লোক যে এই কাজে প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়েছেন—

গদা। (সরোষে) অহে যাও হে যাও, তোমাদের আর উপদেশ দিতে হবে না। আমরা ও কাজে প্রস্রাব করে্য দি। তোমাদের পালের গোদাকে গিয়ে বলো যে, তাঁরা বোল্লেন, ওতে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে্য দি।

উভ। আচ্ছা, বড় বাধিত হোলেম। (প্রস্থান)

হরি। বিদ্যাবাগীশ ভায়া! বলি দিন দিন কি হোতে আরম্ভ হোলো! নিজে সন্ধ্যে আহ্নিক করা দেবতা ব্রাহ্মণের ভক্তি করা চুলোয় থাক্, অন্যকে কোত্তে দেখ্‌লেও ও ব্যাটাদের চোখ টাটায়। আর দেখেছ, ব্যাটারা দুপুর ব্যালা হনুমান জামা গায় দে্য সায়েব সেজে এসেছে।

গদা। আজ্ঞে ও নিব্বুংশের বেটাদের কথা বোল্‌বো কি, রাতে বুট্ জুতোর শব্দে ঘুম হবার যো নাই! আর রাত দিন হিড়িং মিড়িং— ইচ্ছে করে এক এক থাব্‌ড়ায় সোজা করে্য দি।

রাম। আর শুনেচেন?—এই যে হাঁস, তারই আবার ডিম খায়!

চন্দ্র। বটে! হাঁসের ডিম খায়! ব্রাহ্মণের ছেলে! রাধে কৃষ্ণ! রাধে কৃষ্ণ! তা মহাশয়, বলি ওরা যে খায়, তা খোলাগুলো মুখে লাগে না?

রাম। হুঁঃ ও ব্যাটাদের কি অসাধ্য কাজ আছে? ঐ গুলো জলে সেদ্ধ করে, করো্য তার খোলাগুলো ছাড়িয়ে ফেলে রেঁদে খায়। আর পেঁয়াজ ভিন্ন বাবুদের খানা মজে না। সে দিন মশায় দেখ্‌লেম, এক ব্যাটারা রাঁদ্‌বে, তা তরকারির মধ্যে পেঁয়াজ, আর আমিষের মধ্যে ঐ অখাদ্য গুলো!—

চন্দ্র। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, পেঁয়াজও চলে?

হরি। পেঁয়াজ তো পদে আছে হে, ওদের অখাদ্য কিছুই নাই। সে দিন বাইরের রোয়াকে বস্যে সন্ধ্যে কচ্চি, হঠাৎ উটোনে একটা শব্দ হলো। চেয়ে দেখ্‌লেম, রাম! রাম! মুখ দে্য উচ্চারণ কোত্তেও ঘৃণা বোধ হয়। একটা

কাঁচা গোরুর ন্যাজ এসে পোড়েছে। মহাশয়, তখন আমার মনে কিরকম যে হোলো তা বুঝ্‌তেই পাচ্চেন। তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের ভিতর গেলেম। তার পর দুর্গার ইচ্ছায় একটা কুকুর সেইখানে শুয়ে ছিল, তখনি সেটাকে মুখে করে্য নিয়ে গেল।

রাম ও চন্দ্র। (সবিস্ময়ে) রাধেকৃষ্ণ! রাধে কৃষ্ণ! তাদের হিঁদু বলে কে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

গদা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা এক বার শুনেছিলেম বটে। তা ও ব্যাপারটা কি মহাশয়? সে কাজটা কাদের দ্বারা হয়?

মুকু। শুন্‌লেম, সে দিন একটা জাঁকাল রকম ভোজ হোয়েছিল, তাতেই ও সৎকার্য্যটি হয়। আর বোতলও নাকি চলেছিল শুন্‌লেম। তা যে যে মহাপুরুষ তার মধ্যে ছিলেন তারও খপর পাওয়া গেছে, সময়ান্তরে বোল্‌বো।

চন্দ্র। (সবিস্ময়ে) মদও চলে! হরে নারায়ণ! তবে আর বাঁকি কি আছে বলুন।

গদা। হুঁঃ, মদ চোল্‌বে না? কেউ কেউ

এমন আছেন, মদ না খেলে ভাত খেতে পারেন না। আর যাঁদের বাইরে একটু ভয় আছে, তাঁরা ধরা পড়্‌বার ভয়ে বোতলের মদ খান না, গুঁড়ো মদ খেয়ে থাকেন।

চন্দ্র। গুঁড়ো মদ কিরকম?

গদা। গুঁড়ো মদ একরকম আছে। তাতে আহার ঔষধ দুই হয়। বাবুরা লোকের কাছে ঔষধ বল্যে খান—ডাক্তারি ওষুদ, কেবা কিসের নাম জানে, সুতরাং যা বলেন তাই; কিন্তু (বুক ঠুকিয়া) শর্ম্মাকে ফাঁকি দেবার যো নাই। আমি যে দিন দেখেছি, সেই দিনই বলেছি, এ মদ না হয়্যে যায় না।

চন্দ্র। হ্যাঁ মহাশয়, সে কিরকম কর্যে খায়?

গদা। সে করে কি জানো, দুখান কাগজে দুরকম গুঁড়ো থাকে, সেই গুঁড়ো দুটো আলাদা আলাদা গেলাসে গোলে, গুলে একটা গেলাস মুখের কাছে ধর্যে আর একটার তা যেমন তাতে ঢেলে দ্যায়, অম্‌নি কি ফোঁস্! ওঃ কি জোর! একেবারে ফেঁপে উঠে গেলাস

ছাপিয়ে যাবার যো হয়। অমনি বাবুরা চোঁ চোঁ করেয় মেরে দ্যান্। আর কেউ কেউ বা ওরকম না করেয় পানের সঙ্গে খান, তাও দেখেছি।

চন্দ্র। কি আশ্চর্য্য! মদই না জানি কতরকম আছে!

রাম। হঁ্যা, মদ্যের ঐরকম জোরই বটে। আমি এক দিন মশায় কলকাতার বড় রাস্তা দিয়ে যাচ্চি, দেখ্লেম, একটা ছোকরা—কালেজে পড়ে বোধ হলো, হাতে কতকগুলো বই রয়েচে, মস্ মস্ করেয় এসে একটা দোকানে ঢুক্লো। আমি ভাবলেম, বুঝি আর কি কিন্বে। ও মা, শেষে দেখি, একটা বোতল হাতে করেয় ঘাড় গুঁজে বেরিয়ে এলো। সেটার মুখের ছিপিটে তার দিয়ে জড়ান। তার পর মশায়, যেই সে, ছিপির তারগুলো খুলে ফেলেছে অমনি একটা ফটাস্ করেয় শব্দ হয়েয় ছিপিটে ছুট্কে পোল্লো, নির্ব্বংশের ব্যাটা রাস্তার মাছে দাঁড়িয়ে সেইগুলো খেলে। আমি ভাব্লেম, বুঝি সব খেতে পার্বে না, ও মা! চোখের

পল্লব পোড়্তে না পোড়্তে দেখলেম, নিকেশ করে্যা দেছে। এই না দেখে মশায়, আমার তো হরিভক্তি উড়ে গেল। আমি ভাব্লেম, এ ঘোর কলি উপস্থিত।

গদা। হ্যাঁ মশায়, যারা সেই অখাদ্যগুলো খেয়েছিল, সে বেটাদের কি হলো ?

হরি। তার কিছু হয় নাই, আমি সেই পরামর্শের জন্যেই তোমাদের এখানে এসেছি।

রাম। আমার মতে, সে ব্যাটাদের এখনি এক ঘরে করুন।

গদা। না সকলকে এক ঘরে করে্যা কাজ নাই। তার মধ্যে যে যে আপন মুখে স্বীকার কোর্বে যে আমি এ কাজ কোরেছি, তাদেরই এক ঘরে করা হোক্।

হরি। তা এক ঘরে যে হয়্যো ওঠা ভার। সে বেটাদের দলে অনেক লোক; সুতরাং এক জনকে কোত্তে গেলে তারা সকলে এককাট্টা হয়, তাতে আমাদেরই উল্‌টো শ্রী হয়্যো পড়ে।

রাম। হ্যাঁ তা বটে, এ গ্রামে এমন ঘর নাই, যাতে ঐ রকম ছেলে একটি আদ্‌টি না পাওয়া যায়। তা ওদের এক ঘরে কোত্তে হলো ছেলের সঙ্গে বাপের পৃথক্ হোতে হয়।

হরি। আর বেটারা এমনি বজ্জাত!—খপরের কাগজে আমাদের নিন্দে ছাপিয়ে দেয়।

গদা। আর কমলন্যায়ভূষণের বিষয়ে কি একটা জনরব শুন্‌চি নাকি?

হরি। হাঁ, তিনি নাকি সে বার ব্যামোর সময় ডাক্তারি ওষুধ খান—ডাক্তারি ওষুধের সবই প্রায় মদ—তাই ওরা কেমন করো জান্‌তে পেরে কল্‌কেতা থেকে এক ব্যবস্থা এনেছে যে, না জেনে মদ খেলে ঘোল খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত কোত্তে হয়। তাইতে তিনি একেবারে পেচিয়ে গেছেন, আর বড় অপ্রতিভ হোয়েছেন। তিনি আমাদের দলপতি, স্থতরাং সে ব্যাটাদের আর কিছু বল্‌বার যো নাই।

চন্দ্র। কি আশ্চর্য্য। ব্যাটারা কি না কোত্তে পারে!

গদা। এখন তার কি কচ্চেন ?

হরি। কোর্‌বো আর কি ? এখন একপ্রকার নিরস্তই হওয়া গেছে। আর ও ব্যাটাদের ভাই, ভয় করে। সে দিন যে এক চিঠি লিখেছিল, মনে হল্যে আমার গা কাঁপে। আর ওদের নাকি বড় বড় লোক সব সহায়। ওরা যা মনে করে তাই কোত্তে পারে। ওদের না ঘাঁটানই ভাল। তা এখন তর্কালঙ্কার ভায়া আসুন, তাঁর পরামর্শটা এক বার জিজ্ঞাসা করা যাক্। কৈ, তিনি এখনও আস্‌চেন্ না কেন ?

(নেপথ্যে কাশি)

গদা। ঐ বুঝি আস্‌চেন।

মুকুন্দরামের প্রবেশ।

হরি। (হাস্যমুখে) কি হে ভায়া! বাড়ী হোতে বেরুতে চাও না যে।

মুকু। (দেখিয়া সহর্ষে) এ কি! শিরোমণি ভায়া যে ! অহো ভাগ্য ! অহো ভাগ্য ! (উপবেশন ও নস্যগ্রহণ)

হরি। তবে, এত ক্ষণ বাড়ীর ভিতর কি হোচ্চিলো ?

মুকু। ভোলা নস্য খুঁট্‌ছিল তাই দেখিয়ে দিচ্ছিলেম। তা তোমাদের দলাদলির কি হলো ?

হরি। দলাদলির তো সেই পর্য্যন্ত আর কিছু হয় নি। কমলন্যায়ভুষণ আর এ বিষয়ে এগুতে চান্ না। এখন কি করা যায় তাই তোমার পরামর্শ নিতে এসেছি।

মুকু। দূর্ করো ! আর কাজ নাই। "ঠগ্ বাচ্‌তে গাঁ উজুড়" সকল ব্যাটাই ঐ দলের। তা ওদের যা খুসি তাই করুক্‌গে, আমাদের ও বিষয়ে কোন কথা কোয়ে কাজ নাই। আর দেখ্‌লে তো ওদের ধরন ! ওরা সব কোত্তে পারে।

রাম। আজ্ঞে সেই ভাল। আর কেন মিছে ওদের সঙ্গে বিতণ্ডা। "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী" ও ব্যাটারা কখন সায়েস্তা হবে না।

মুকু। (গদাধরের প্রতি) হ্যাঁ, একটা কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে ভুলে গিয়েছি, বলি পাত্রটি ইংরিজি পড়ে না তো?

গদা। আজ্ঞে নাঃ, তা হোল্যে আমি মেয়ে দি। পাত্রটি এখন ব্যাকরণ পোড়্‌চে। তার বাপ তাকে সংস্কৃতই পড়াবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণীকে বোলেছি, ছেলেটি ইংরিজি পড়ে। তা নইলে তিনি এতে সম্মত হন্‌ না।

মুকু। ইংরিজি পড়ার যে কত গুণ তা আর কি বোল্‌বো। সে বার মশায়, আমি কল্‌কাতায় গিয়ে এক ব্যাটাংভেলির বাসায় ছিলেম। তাতো জানিনে যে সেখানে কতকগুলো পিশাচ থাকে, তা হল্যে কোন্‌ চণ্ডাল যেতো! মশায়, সন্ধ্যের সময় আমি সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপন কর্যে উপরকার বারান্দাটায় ব্যাড়াচ্চি, দেখ্‌লেম, নীচের ঘরে কতকগুলো ছোঁড়া একটা প্রদীপ জ্বেলে গোল হয়্যে বোসেছে। আমি ভাব্‌লেম, বুঝি তারা পোড়্‌চে। ওমা! নেবে এসে কাছে গ্যে দেখি মাঝখানে একটা পচা মড়া, কাছে

একটা লুনের পাত্র আছে। মশায়, চারি দিক্ থেকে সকল ব্যাটা এক এক খান ছুরি নিয়ে সেই গড়াটা একটু করে্য কাট্‌চে, লুনে ডোবাচ্চে, আর মুখে ফেলে দিচ্চে। আমার তো দেখে হরিভক্তি উড়ে গেল। তখনি আমি সেখান থেকে প্রস্থান কোল্লেম।

সকলে। রাম! রাম! রাম! তারা কি মানুষ নয় মশায়! ছিঃ ছিঃ ছিঃ, রাধেকৃষ্ণ! রাধেকৃষ্ণ!

চন্দ্র। তারা বুঝি ইস্কুলে পড়ে?

মুকু। ঐ স্কুলে পোড়েইতো সর্ব্বনাশ হোয়েছে। ঐ কি বলে ছাই—দূর হ নামটাও মনে আসে না, ঐ মাটিকাল কালেজ! তাইতে ওরা ডাক্তারি শেখে। (ক্ষণ কাল নীরব থাকিয়া) কৈ, আজ্ মেয়ে দেখ্‌তে আস্‌বার কথা ছিল, এখ্‌নও কেউ এলেন্ না কেন? (ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) সন্ধ্যেও হয়ে্য এলো।

হরি। হ্যাঁ বিদ্যাবাগীশ ভায়া, তোমার মেয়েটি নাকি বেস্ লেখাপড়া শিখেছে?

গদা। আজ্ঞে হ্যাঁ, সে উত্তম পোড়্‌তে পারে।

হরি। তুমি এমন দুষ্কর্ম্ম কোল্লে কেন? তুমি কি জান না, মেয়ে লেখাপড়া শিখ্‌লে তার ইংরিজি পড়া বর নইলে পচন্দ হয় না? তা যিনি তোমার জামাই হবেন, তিনি ব্যাকরণ পোড়্‌চেন, তা কেমন করো্যে তিনি তোমার কন্যার মনোমত হবেন?

গদা। আজ্ঞে সে ব্রাহ্মণীর দোষেই হোয়েছে। তিনি অত্যন্ত অভিমানিনী, যা বলেন, তার অন্যথা হলো্য, অত্যন্ত রুষ্ট হন। আমি কি করি, জেনে শুনেই এ কুকর্ম্মে সম্মতি দিয়েছি।

মুকু। আরে রেখে দ্যাও হে, মনোমত হবে না! মেয়ে—তার আবার মনোমত আর অমনোমত! যাতে তাতে ঘর থেকে বার্ কোত্তে পাল্লেই হোলো। ওগুলো জম্মো্য কেবল চিরকালটা বাপ মাকে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে মারে বইতো নয়। ওদের দ্বারা বাপ মায়ের কি উপকার হোতে পারে? রাত্ দিন কেবল দ্যাওরে দ্যাওরে! ওদের সঙ্গে কেবল খাওয়ার

আর নেওয়ার সম্পর্ক। বেটীরে শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় বাপের বাড়ীর ঝাঁটা গাছটা নিয়ে যেতে পাল্লেও ছাড়েন্ না। তা ওর ভাগ্য ভাল, যে এমন ঘরে গিয়ে পোল্লো। মেয়ের বিয়ে দেওয়া কুটুম্ব ঘরটি ভাল হল্যেই হোলো, যাতে লোকের কাছে মুখ উজ্জ্বল হয়—

(নেপথ্যে পদশব্দ)

রাম। মহাশয়, চুপ করুন, তাঁরা আস্‌চেন বুঝি।

গামছাবাঁধা একটী পুঁটুলী হাতে এক জন ভৃত্যের সহিত মাধবের প্রবেশ।

সকলে। (গাত্রোত্থান করিয়া) আস্‌তে আজ্ঞা হউক, আস্‌তে আজ্ঞা হউক।

মাধ। (সমীপে উপস্থিত হইয়া) ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। (কুড়ুলে নমস্কার)

সকলে। ব্রাহ্মণায় নমঃ (প্রতিনমস্কার) বোস্‌তে আজ্ঞা হউক।

মাধ। আজ্ঞে হাঁ, আপনারা বসুন।

(সকলের উপবেশন)

মুকু। (আকাশে) ওরে ভোলা আ আ আ! ভোলা আ আ আ।

(নেপথ্যে আজ্ঞা যাইইই)

ওরে শীঘ্র তামাক সেজে আন্।

গদা। সেখানকার সমস্ত মঙ্গল?

মাধ। আজ্ঞে হঁ্যা, আপনকারদের আশীর্বাদে সমস্তই মঙ্গল।

মুকু। আপনার স্বয়ং আসাতে যে আমি কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হোয়েছি, বলা যায় না। কর্ত্তাটি এখন বাড়ীতেই আছেন?

মাধ। আজ্ঞে হঁ্যা, তিনি কাল কর্ম্মস্থান থেকে বাড়ী এসেছেন। বোধ হয়, এ শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন করে্য সেখানে যাবেন।

তামাক লইয়া ভোলার প্রবেশ।

ভোলা। তমাক ইচ্ছে করুন। (মাধবের হস্তে হুঁকাপ্রদান)

মুকু। ওরে ভোলা! শীঘ্র পা ধোবার জল নিয়ে আয়, আর এই লোকটিকে তামাক টামাক দিগে।

(উভয়ের প্রস্থান)

রাম। আপনার বাড়ী থেকে কখন বেরোনো হোয়েছিল ?

মাধ। আহারাদি কর্‌্যে বেরিয়েছিলেম।

চন্দ্র। তবে এখান হোতে অতি নিকট।

(জল লইয়া ভোলার প্রবেশ ও জল রাখিয়া প্রস্থান)

মুকু। মহাশয়, তবে পাটা ধুয়ে বসুন্‌।

(জল লইয়া মাধবের বাহিরে গমন)

মুকু। (গদাধরের প্রতি) তুমি বাড়ী গিয়ে, জল টল খাবারের উদ্যোগ করোগে, আর বলগে, খাবার যোগাড় যেন ভাল হয়।

(গদাধরের প্রস্থান ; মাধবের পুনঃ প্রবেশ ও উপবেশন)

মুকু। মহাশয়ের আস্‌তে পরিশ্রমটা বড় হোয়েছে দেখ্‌চি! আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এ দিকে কলের গাড়ি হোলো না।

রাম। হবে না ? একে পথ চলা অভ্যাস নাই, তাতে এই ভয়ঙ্কর রৌদ্র !

মাধ। মহাশয়, আমার ইচ্ছা পাত্রীটিকে এই সময়ে দেখি, কল্য প্রত্যূষেই বাটী যেতে হবে।

মুকু। যে আজ্ঞে, তার বাধা কি ? তা আপনি জল্‌টল খান, একটু বিশ্রাম করুন, তার পর দেখ্‌বেন এখন।

চন্দ্র। মহাশয়, বারবেলা হবে না ?

মুকু। না, আজ বুধবার, এখন বারবেলা নাই।

তারামণির প্রবেশ।

তারা। হাঁ গা, কত্তা মোশায় ! আজ বেগুন খেতে আছে ?

মুকু। না, আজ্‌ ত্রয়োদশী, বেগুন খেতে নাই। ও তারামণি, তুই এক বার কামিনীকে এখানে নিয়ে আয়তো।

(তারামণির প্রস্থান)

গদাধরের প্রবেশ।

হোয়েছে কি ?

গদা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মুকু। মহাশয়, তবে এক বার গা তুলে একটু জলযোগ কর্য়ে এসে বসুন।

(গদাধরের সহিত মাধবের প্রস্থান)

চন্দ্র। মহাশয়, বিবাহ কি এই মাসেই হবে।

মুকু। হ্যাঁ, শুভ কর্ম্মে বিলম্বে প্রয়োজন কি ? এ মাসের ২৮শে উত্তম দিন আছে, হয় তো, সেই দিনেই বিবাহ দেওয়া যাবে। আর মেয়েটি একটু হাঁপাল গোচ হোয়েছে, আর ঘরে রাখা যায় না।

গদাধরের সহিত মাধবের পুনঃপ্রবেশ।

মুকু। বসুন। (আকাশে) ওরে ভোলা আ আ! আর এক বার তমাক দিয়ে যা।

মাধ। (উপবেশন করিয়া) মহাশয়, বিবাহটা এ মাসের মধ্যে হবে কি না ?

মুকু। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনকারদের মত হল্যেই হয়। এ বিষয়ে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

(তমাক লইয়া ভোলার প্রবেশ ও হুঁকাপ্রদান)

মুকু। ওরে ভোলা, দ্যাখ্‌তো কামিনীর আসার বিলম্ব হোচ্চে কেন।

(ভোলার প্রস্থান)

মাধ। (তামাক টানিতে টানিতে) তবে এই মাসের ২৮শে দিন আছে, সেই দিনেই বিবাহ হোয়ে যাক্‌। দাদা অধিক দিন বাড়ী থাক্‌তে পার্‌বেন না, তাঁকে আবার শীঘ্রই কর্ম্মস্থানে যেতে হবে। সুতরাং শীঘ্র যাতে এ শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, এই তাঁর ইচ্ছা।

মুকু। যে আজ্ঞে, তার বাধা কি ?

(নেপথ্যে মলের ধ্বনি)

কামিনী বুঝি আস্‌চে।

তারামণির সহিত কামিনীর প্রবেশ।

মুকু। (কামিনীর প্রতি) এ দিকে এস।

(কামিনীর নিকটে গমন)

মাধ। (স্বগত) আহা ! কি অপরূপ রূপ-লাবণ্য ! যেন স্বয়ং ভগবতী কৈলাসপুরী পরি-ত্যাগ করে্য এসে দাঁড়ালেন। আহা ! এমন

অমূল্য রত্নকে বিধাতা কি অরণ্যে নিক্ষেপ কোর্‌বেন !—

হরি। (হাস্যমুখে) মহাশয়, মেয়ে আর দেখ্‌তে হবে না। ওর ঐ চোখ দুটো দেখুন না—দুটোর দাম দুলাক টাকা হবে। এই আমি যে এত বুড়ো হোয়েছি, ঐ চোখ দুটো দেখ্‌লে, আমারো মনটা কেমন কেমন করে্য।

মাধ। আজ্ঞে যথার্থ ! এমন সৌন্দর্য্যতো কখন দেখিনি ! আহা ! সহস্র বৎসর ক্রমিক দেখ্‌-লেও নয়নের তৃপ্তি জন্মে না। আমাদের পরম সৌভাগ্য বোল্‌তে হবে, এমন রাজলক্ষ্মী আমা-দের কুলবধূ হবেন।

হরি। রূপ দেখ্‌লেন, এক বার গুণও দেখুন, লেখাপড়ার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করুন।

মাধ। (সহর্ষে) লেখাপড়াও জানেন ! আহা ! তা হল্যে তো সোনায় সোয়াগা হোলো। তা আর বড় জিজ্ঞেস্‌ কোত্তে হবে না, দেখ্যেই বুঝ্‌তে পারা যাচ্চে। চন্দ্রে যে সুধা আছে, কেউ না বল্যে দিলেও আপনা হোতে জানা যায়।

হরি। না, তবু জিজ্ঞাসা কোত্তে হয়, এ একটা প্রথাই আছে।

মাধ।, মা, তোমার নাম কি?

কামি। (স্বগত) পৃথিবি! তুমি আমায় একটু স্থান দাও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি। আর আমার এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। হায়! আমার হৃদয়ে দিবানিশি আগুন জ্বোল্‌চে, কেউ কি তা অনুভব কোত্তে পারে না? কেউ কি আমার দুঃখে দুঃখিত হবে না? অথবা আমি কার দোষ দিব, সকলি আমার অদৃষ্টের দোষ, নতুবা বঙ্গদেশে নারীজন্ম গ্রহণ কোর্‌বো কেন? যা হোক্, এখন আমি কি করি? আমার তো কোন ক্রমেই বাক্য সরে না। আর আমার কথা কইতে ইচ্ছাও নাই।

মাধ। (স্বগত) এ কি! মেয়েটি বোবা না কালা? হবেও বা! তা নইলে আর এমন কুসুমকলি কি কেউ কখন নির্গুণ ভেকের সেবায় দেয়? যা হোক্, শেষটা এ বুঝি মাথালফল হয়্যে দাঁড়ালো।

মুকু। নাম জিজ্ঞেস্ কোল্লেন, বলোনা, চুপ কর্য়ে রইলে কেন ?

কামি। (মৃদু স্বরে) আমার নাম কামিনী।

মাধ। (সহর্ষে স্বগত) না, না, এ কামিনী-কুসুম পরিমলবিহীন নয়। আহা ! কি মধুর স্বর ! এ কি কোকিলা রব কোল্লে ? না বীণার ধ্বনি শুন্‌লাম ? হায় ! আমি জেনে শুনে এ শারিকারে চির কাল পেচকের সহবাসিনী কোর্‌ব ! আমার পাপের সীমা থাকবে না। কি করি, জ্যেষ্ঠের অনুমতিক্রমেই আমায় এই মহা-পাপ কোত্তে হোচ্চে। দেব দ্বিবাপতে ! আমি আপন ইচ্ছায় এ মধুবল্লরীকে বিষবৃক্ষে আরো-পিত কোত্তে উদ্যত হোই নাই। ইহাতে আমার কোন অপরাধ নাই।

হরি। কেমন, কন্যা মনোনীত হোয়েছে তো ?

মাধ। সে কি মহাশয়। সুধা কাহার না মনোমত হোয়্যে থাকে ?

মুকু। তবে ২৮ শে বিবাহের দিন স্থির হলো ?

মাধ। আজ্ঞে হ্যাঁ, এ শুভ কর্ম্মে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

কামি। (স্বগত) হা হতাস্মি! সত্য সত্যই পিতা আমায় সমুদ্রে নিক্ষেপ কোল্লেন! হে প্রাণবল্লভ! পৃথিবীতে আমার স্থান হোলো না! ইহ লোকে তোমার চন্দ্রানন দেখ্‌তে পাবো না! দেখি পরলোকে গিয়ে জন্মান্তরে যদি তোমার সহিত মিলিত হোতে পারি। (মূর্চ্ছিত)

সকলে। (সসম্ভ্রমে) এ কি! এ কি! কি সর্ব্বনাশ!—

মাধ। মহাশয়, অকস্মাৎ এরূপ হোলো কেন?

গদা। কয়েক দিন অবধি ওর কিরূপ হোয়েছে, কিছুমাত্র আহার নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই, শরীর দিন দিন অত্যন্ত ক্ষীণ হোচ্চে। বোধ করি, এত ক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, তাতেই হঠাৎ ওর এরূপ হোয়েছে।

মুকু। (গদাধরের প্রতি) তুমি শীঘ্র বাড়ীর ভিতর খপর দেওগে, তাঁরা এসে নিয়ে যান্‌। আমরা তত ক্ষণ স্থানান্তরে যাই।

(গদাধরের প্রস্থান; তদনন্তর সকলের প্রস্থান)
জলপাত্র হস্তে তারামনির সহিত সসম্ভ্রমে ও
ত্বরিত পদে জাহ্নবীর প্রবেশ।

জাহ্নবী। (নিকটে আসিয়া সরোদনে) ও মা ! আমার কি হোলো ! ও মা ! আমার কি হলো ! ও কামিনি ! মা ! তুই বই যে আমার আর কেউ নেই মা ! ও মা ! আমার কি হলো ! বাবা ঠাকুর ! রক্ষে কর ! দীননাথ ! রক্ষে কর ! আমি বুক চিরো রক্ত দিয়্যে তোমাদের পূজো দেবো।

তারা। (কামিনীর নেত্রে জলক্ষেপ করিয়া) ভয় নেই, ভয় নেই, জ্ঞান হোয়্যেছে !

(ক্রমে কামিনীর সংজ্ঞালাভ)

জাহ্নবী। ও মা ! তুই কি বেঁচে আছিস্, আবার কি আমায় মা বল্যে ডাক্‌বি !

(কামিনীর সম্পূর্ণ সংজ্ঞালাভ ও গাত্রোত্থান)

জাহ্নবী। (কামিনীকে ক্রোড়ে করিয়া) মা, আমি তোর বড় দুঃখিনী মা ! তুই এমন করো আমাকে কাঙালিনী করিস্‌নে। (মুখচুম্বন)

(কামিনীকে ক্রোড়ে করিয়া উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

(গদাধরবিদ্যাবাগীশের বাটীর সম্মুখবর্ত্তী পথ)

রঙ্গিণী ও ফুলকুমারীর প্রবেশ।

রঙ্গি। ফুলকুমারি! তুই ভাই, যথার্থই ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছো যাস্। শ্বাশুড়ী মাগী বুড়ো—তার তিন কাল গেছে এক কাল আছে—না বুঝ্‌তে পেরে্য একটা কথা বোলেছিল বল্যেই কি অত রাগ কোত্তে হয়। আর তিনি কি বা এমন বোলেছিলেন?

ফুল। নাই বা বোলেছেন কি? বাপন্ত পর্য্যন্ত কোরেছেন। তুমি আমার অপরাধ তো জানো? আমি নেয়ে এসেছি, তখন তিনি বোল্লেন, বোউ গোল কাড়োগে। তাই আমি বোলেছি, বলি নেয়ে এসেছি এখন আর কেমন করে্য গোল কাড়ি, কাল সকালব্যালা কাড়্‌বো। তাতেই ভাই,

তিনি না বোল্লেন এমন বাক্যি নেই! কত ভাই কেট্যে বাপ কেট্যে গাল দিলেন। তা তাঁর তিন কালই গেছে, মুখের চোপাটিতো যায়নি। যখন তিনি মুখ ছেড়ে দেন যেন কলের গাড়ী ছুট্‌তে থাকে।

রঙ্গি। তুই ভাই, ও কথা বোলিস্‌নে, হাজার হোক্‌ শাশুড়ী গুরুলোক।

ফুল। কিসের গুরু! উনি যখন পুতের বউ বল্যে একটু স্নেহ মমত্ব না কোল্লেন, তখন আমিই বা শাশুড়ী বল্যে ভক্তি কোর্‌বো কেন? আর ওঁর সঙ্গে সম্পর্ক কি বল্লো, সোয়ামী নিয়ে তো? তা আমার সোয়ামীতে কাজ নেই। অমন সোয়ামী থাকার চেয়ে সাজ্জন্ম রাঁড় হয়্যে থাকা ভাল।

রঙ্গি। সোয়ামীকে ও কথা বোল্‌তে আছে! হাজার হোক্, তার সঙ্গে সাত পাকটা হোয়েছে কি না। ধর্ম্ম ভেবেও সোয়ামীর প্রতি একটু ভক্তি শ্রেদ্ধা কোত্তে হয়।

ফুল। (বিষণ্ণ ভাবে) ভক্তি শ্রেদ্ধা কোর্‌বো

না কেন বোন্! আমার তো ইচ্ছে আমি রাত দিন তাকে মাথায় করে্যে রাখি, তা বিধেতা তেমন কপাল করে্যে দেন্‌নি তার আর কি হবে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) ভাই, আমি কি দেখে তারে ভক্তি করি বলো। অত বড় মিন্‌সে একটি কল্‌সি করে্যে শেজে মোতে! সকালব্যালা সেই গুলো কাচ্‌তে গন্ধে আমার পেটের নাড়ী উঠে পড়ে। তা ভাই, এত পোড়ারও আমার কপালে ছিল! আমি বাপ মায়ের কাছে কখন সুখ পাইনি, রাত দিন ঝ্যাঁটা নাতি খেয়ে মোরেচি, ভেবেছিলাম, সোয়ামীর কাছে গিয়ে্যে সব দুঃখ দূর কোর্‌বো, তা (সরোদনে) বিধেতা আমার সে পথেও কাঁটা দিয়েছেন। (রোদন)

রঙ্গি। কাঁদিস্‌নে বোন্! কেঁদে কি কোর্‌বি বল্। যা হয়ে্যে গেছে, তা তো আর ফির্‌বে না। এখন হাতে নোয়া গাছ্‌টা থাক্, মাচ ভাত খেয়ে্যে যে কটা দিন বেঁচে থাক্‌বি কাটিয়ে যেতে পাল্লেই অনেক।

কুল। (অশ্রুমার্জ্জন করিতে করিতে) ভাই,

ও কথা বোলিস্‌নে। আমাদের বেঁচে থাকায় সুখ কি বল্‌। এততেও কি বেঁচে থাক্‌তে হয়? এত দিন বেঁচে রোয়েচি কেন, এই আমার দুঃখু। এখন ঠাকুর করেন, শীগ্‌গির মরণটা হয়, তা হল্যেই আমি বাঁচি, আর এ জ্বালা সইতে পারিনে! (রোদন) ভাই, আমার আর কে আছে বল। বাপ মার কাছে যত সুখ, তা তো জানোই! মেয়ে মানুষের সোয়ামীই সব, তা বিধেতা আমাকে তাতেও বঞ্চিত কোরেছেন। সে থাকা না থাকা দুই সমান।

রঙ্গি। অমন কথা বোলিস্‌নে, পুরুষ মানুষ— রূপে করে কি, গুন থাক্‌লেই হোলো। তা তোর সোয়ামী এমন নির্গুণ তো নয়!—

ফুল। (অশ্রুমার্জ্জন করিয়া) না, সে নির্গুণ কেন? অমন গুন আর কার আছে বলো?— খুব মাথা গুঁজে এক ঝুড়ী ঘাস ছুল্‌তে পারে, আর এমন কি দুদণ্ডের মধ্যে তিনটে গোরুর জাব কেট্যে দিতে পারে। তা এত গুন থাক্‌তেও তার শরীরে গুণ নেই কে বলে?

রঙ্গি। ক্যান, সে কি লেখা পড়া জানে না ?

ফুল। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) লেখা পড়া তার সাত কুলে কেউ কখন জান্‌তো কি না সন্দেহ। বাড়ীতে একখান পত্তর এলে পাড়ার লোক ডেক্যে পড়াতে হয়। তা ভাই, লোকের কাছে মুখ দ্যাখাতে লজ্জা করে। যখন ঐ সব গুনবর্ননা শুন্‌তে পাই, তখন আমার ইচ্ছে হয়, যে গলায় দড়ী দিয়ে মরি। আর তাই জান্‌লেম যে, লোকের সঙ্গে দুটো ভাল করো কথা কইতে পারে, তাও নয়। কথা কয়, যেন গায়ে ঠ্যাঙা মাত্তে আসে।

রঙ্গি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ভাই, তোর তো তবু আছে, আমি যে একেবারে বঞ্চিত্‌! দেখ, যে অকূল পাঁথারে ভাস্‌চে, সে যদি একখান ভাঙ্গা নৌকোও পায়, তবু তার অনেক ভরসা হয়; কিন্তু আমি এ দুঃখের সাগরে রাত্‌ দিন ভাস্‌চি, নৌকো দূরে যাক্‌, একখান কাঠও নেই, যে তা ধর্যে উঠ্যে খানিক হাঁপ জিরুতে পারি। (রোদন)

ফুল। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হ্যাঁ, তা বটে ; কিন্তু আমার মতে তার চেয়ে ডুবে মরাই ভাল। ভাই, বাপ মায় আমাদের মানুষ জ্ঞান করে না। তা নইলে আর এমন করে্য হাত পা বেঁধ্যে সমুদ্রে ফেলে দ্যায় ! আর দ্যাখো, যখন আমাদের ছাগল কুকুরের মত টাকা নিয়ে বেচ্‌তে পারে, তখন আমাদের মানুষ জ্ঞান করে কেমনকরে্য বোল্‌বো ? যা হোক্‌, বাপ মায়েরও তত দোষ দিতে পারিনে, আমরা তাঁদের কি উপকারে আছি বলো ? না পারি রোজ্‌কার করে্য দিতে, না পারি কিছু। তা বিধেতা আমাদের যেমন কোরেছেন, তেমনি থাকাই ভালো।

রঙ্গি। (অশ্রুমার্জ্জন করিয়া) আমরা রোজ্‌-কারই না কোল্লেম, আমাদের হোতে বাপ মায়ের কি কোন কাজ হয় না ? রাত দিন এত খেটে মরি, তবু কি নাম নেই ? আমরা না করি কি, গোরুর জাব পর্য্যন্ত দি, আমাদের তবু রাত দিন ঝাঁ্যাটা নাতি খেতে হয়, এক দিন রাঁদ্‌তে

একটু দেরি হল্যে আর রক্ষে থাকে না। এই ভাই, আমি রাঁড় হোয়েচি, দুব্যালা খাওয়া ঘুচে গেছে; এক সন্ধ্যে পোন কুন্‌কে চাল, তাতেও না বলে এমন বাক্যি নেই। আমি ভাই, পরনে কখন ভাল কাপড় পরিনি, ভেয়েদের ছেঁড়া খোঁড়া,যা ফেলে দ্যায়, তাই দুখান চেয়্যে পোরি, তাতেও কারও মন যুগিয়ে চোল্‌তে পারিনে।

ফুল। ভাই, আমায় আর ও কথা বলিস্‌নে, মনে হল্যে আর সইতে পারিনে। আমি যখন বাপের বাড়ী ছিলেম, তখন তোর সহচ্ছরগুণ দুঃখু পেয়েচি। বাড়ীতে সাত পুরুষে কখন চাকর দাসী ছিল না, আমায় একলা বাড়ীর সব কাজ কোত্তে হোতো। কোন বিষয়ে একটু তস্কির হল্যেই আর গালাগালির ধমকে বাড়ীতে টেঁক্‌-বার যো থাক্‌তো না। কেউ লাঠি নিয়্যে তেড়ে আস্‌তো, কেউ জুতো মাত্তে যেতো। বাড়ীর বার হবো তারো যো ছিল না। যে দিন আমি কাজ কোত্তে না পাত্তেম, সে দিন ভাত খেতেম না। তা কেউ এক বার আমায় জিজ্ঞাসাও কোত্তো না।

কাজ না করে্য ভাত খেতে গেলে বোল্‌তো "ষাঁড়! ষাঁড় খাবার সময় কাঁড়ি কাঁড়ি, একটি কাজ কোত্তে হল্যে মরণ হয়। খাও, এই গেলো" বল্যে যেমন কুকুরকে দ্যায়, তেমনি অচ্ছেদ্দা করে্য ভাতগুলো ফেলিয়ে দিতো। ভাই, সে সময় আমার মনে যে কি রকম হোতো, তা বোধ করি, কেউ কথায় বুঝিয়ে দিতে পারে না। যদি বিধেতা মেয়ে মানুষের প্রাণকে পাষাণ দিয়ে না গড়াতেন, তা হল্যে তখনি বেরিয়ে যেতো, সন্দেহ নেই। তা যা হোক্, এখানে আমি তা হোতে রাজরাণীর মত আছি বোল্‌তে হবে। আমার মনে সুখ থাক্, না থাক্, পেটে চাট্টি খেতে দ্যায়, তাতে বড় কিছু বলে না।

রঙ্গি। চ ভাই, ব্যালা গ্যালো, আমরা কামিনী-দের বাড়ী থেকে আসিগে। আহা! দ্যাখো দিকি ভাই, কামিনীর কি পোড়া কপাল! এমন মেয়ে, রূপে গুণে যেন দেবকন্যে! তাকে রাজার সিং-হাসনে বসালেই মানায়। আহা! দ্যাখো দিকি, তার কি দশা হোলো! সেওতো সেই বাপ হোতেই

হোলো ! তা তুই যা বোল্লি "মেয়ে মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না" তা ঠিকই বটে। তা নইলে এমন মেয়েকেও কেউ প্রাণ ধর‍্যে অমন কর‍্যে দিতে পারে ! ওতো বিয়ে নয়, ও হাত পা ধর‍্যে জলে ফেলে দেওয়া। তা এমন মেয়ের উপরেই যখন দয়া হোলো না, তখন আমরা তোমরা বা কোন ছার !

ফুল। আহা ! মাগী ধূলোয় পড়্যে আপ্‌সা আপ্‌সি কর‍্যে মোচ্চে ! যত জ্বালা তারই। বাপ তো পাষাণ, সকলেরি সমান। কামিনীর বরটি না কি শুনেছি, বড় কুচ্ছিত, আর কেমন গোঁগুা গোঁগুা হাবা হাবা মতন।

রঙ্গি। যা হোক্, বিধেতাকে কিন্তু ধন্যবাদ ! তিনি এমন রূপেরও ছিষ্টি কোরেছেন ! কি আশ্চর্য্য ! কামিনী যেমন সোন্দর, সে তেমনি কুচ্ছিত ! বিধেতা বুঝি ভেবেছিলেন যে, কামিনীর চেয়ে আর সোন্দর ছিষ্টি কোত্তে পার্‌বেন না, তাইতে সোন্দরের দিকে আর না গিয়ে কুচ্ছিতে হাত দেখিয়েছেন। যেমন, যিনি

দেশের প্রধান হন, তিনি, পাছে পোশাক সকলের চেয়ে ভাল না হয়, এই ভয়ে ভাল পোশাকের দিকে আর না গিয়ে সামান্যি এক খান মোটা চাদর গায়ে দেন, কেননা তাতে লোকে কিছু বোল্‌তে পার্‌বে না, তেমনি আর কি। কামিনীর যোগ্যি বর খুজ্‌তে হল্যে প্রায় পাওয়া যেতো না, স্বতরাং সকলের মধ্যে যিনি সরেস, তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিলেও সাজ্‌তো না। আর সাজ্‌বেই বা কেন? পৃথিবীশুদ্ধো কাঠ একত্তর কর্যে আগুন দিলেও কি সূয্যির মত আলো হয়? মালতীমালায় একটি করবিফুল গুঁজে দিলে কি তার শোভা হয়? বরঞ্চ যদি তাতে একটি বিল্লিপত্তর দেওয়া যায়, তা হল্যে তার শোভা হোতে পারে। আর দেখ, ভ্রমর এত কুচ্ছিত, কিন্তু সে বোস্‌লে পদ্মের যেমন শোভা হয়, তেমনটি কি যদি একটা শুকপক্ষী—যে পক্ষীর রাজা—বসে, তা হল্যে হোতে পারে? তা কামিনীর বর যে কামিনীর সম্পূর্ণ উল্‌টো হোয়েছে, সে ভালই হোয়েছে।

ফুল। (হাস্যমুখে) তা দেখা গেছে! মুকুন্দ্যের নাকটি একটু খাঁদা ছিল বল্যে তুমি কত কথাই বোল্‌তে।

রঙ্গি। তা তো ভাই বোলেছি।—আমি যা বল্লেম, তা যে তুমি বুঝ্‌লে না। আমি বোল্লেম যে, যে যেমন তার যদি বর তেমন না পাওয়া যায়, তবে তার উল্‌টো রকম হওয়াই ভালো। অর্থাৎ যে সোন্দর, তার যদি তেমন সোন্দর বর না পাওয়া যায়, তবে কুচ্ছিত বর ভাল। আর যে কুচ্ছিত, তার যদি তেমন না পাওয়া যায়, তবে তার সোন্দর বর হওয়া ভাল। আর তুমি ভাই বিবেচনা করে্য দেখনা কেন, মুড়কির সঙ্গে বঁদে হল্যেই বেস্‌ হয়, তা না পাওয়া গেলে, লোকে মুড়ি মিশিয়ে থাকে, কেননা তাতে আর কিছু খাটে না; গুড় দিয়ে মুড়কি খেলে কি ভাল লাগে?

ফুল। (হাস্যমুখে) তা যা হোক্ ভাই, তোর এত ন্যায়শাস্তর জানা আছে এ আমি জান্‌তেম না। তুই কেন টোল করে্য অধ্যেপক হয়্যে

বোস্‌গে না, বেস্‌ নেমন্তন্নের পত্তর পাবি; তোরে আর গোরুর জাব দিতে হবে না।

রঙ্গি। হ্যাঁ, তোমার যাদুমনির মত কতক-গুলি কপালচিতে ন্যাজচোমরা পোড়ো পাই, যারা আজন্ম ঐ টোলের খোপেই পড়ো থাকে, আর কোথাও না যায়, তা হল্যে এখনি টোল তুলি; নেমন্তন্নের পত্তর পাই না পাই, পোড়ো-দের কাছে বিদ্যে প্রকাশ করো্য সুখী হই। তা ভাই, আমার তো টোলও ছিল, পোড়োও ছিল, কিন্তু সে অনাবিষ্ট পোড়ো, পাঠ সাঙ্গ হোতে না হোতেই চল্যে গেল। কাজেই আমি টোলখানির উপর আর তাকাতাম না; বন্যের জল লেগে ক্রমে সেখানিও পড়্যে গেছে। তা এখন কি আর নীলের মাঠে পোড়ো পড়াবো?

ফুল। (হাস্যমুখে) গুণ থাক্‌লে নীলের মাঠে কেন, গঙ্গার চড়ায় বস্যে পড়ালেও কত পোড়ো এস্যে জমে। সে যা হোক্‌, কামিনীর বিয়ের দিন ভারি কাণ্ড হয়্যে গেছে নাকি?

রঙ্গি। হ্যাঁ, সে ঘটার সীমে দেখে কে

যখন বরটি এস্যে বোস্‌লেন, তখন সভার চমৎ-কার শোভা হোলো। চারি দিকে সব বরযাত্তর, কন্যেযাত্তর, তার মাঝখানে তিনি,—আহা! যেন চাঁদের ভিতর কলঙ্ক! বর দেখ্যে কনের যে যেখানে ছিল, সকলে মাথায় হাত দিয়ে বোস্‌লো; মা মাগী বাড়ীর ভিতর আপ্‌সা আপ্‌সি কর্যে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। সে শুভ দিনে যেন পুত্তুরশোক পড়্যে গেল। তা বাপ মিন্‌সে চোখের মাথা খেয়্যে ছেলেটাকে কি এক বার দ্যাখেও নি গা! সে যদি মানুষ না হয়্যে একটা ভালুক হোতো, তারই বা আটক কি ছিল। সে দিন শুন্‌লেম, কোথায় নাকি একটা ভালুককে কনে সাজিয়ে তার সঙ্গে একটি লোকের বিয়ে দিয়েচে। তা এতে বরকর্ত্তা তা কোল্লেও তো পাত্তো। যা হোক্‌, বাপ বটে, আমি ভাই, বেস্তর বেস্তর দেখেছি, এমন আর কখন দেখি নি।

ফুল্‌। তার পর কি হোলো?

রঙ্গি। তার পর বিয়ের সভা,—কাঁদের

কোন্ ছেলে বরকে কি একটা নেকা পড়ার কথা জিজ্ঞেসা কোরেছিল, তার পেটে তো কালীর আঁচড় নেই, ডুবুরি নাবালে ক মেলে কি না সন্দেহ, আর বিদ্যের সঙ্গে ভাসুর ভাদ্দর বউ সম্পর্ক, সে তার উত্তর কোত্তে পারে নি, তাই ছেলেগুলো হেসে ছিল। এই আর কোথা যাবি!—কত্তা রেগে টঙ্ হয়ো উঠ্লেন, তখনি ধড় মড় করো উঠে বেরিয়ে যান, কত লোকে ধরো বসালে। বাবু যখন বোস্লেন, আমি সে সময়ে দেখ্তে গিয়েছিলেম্, আহা! সেই রং—যেন বিলিতি বার্ণিস জুতো! তাতে আবার টক্‌টকে চেলির কাপড় পরা—আহা! যেন কুঁচুটি বস্যে রয়েছেন! তার পর বাবু স্ত্রী আচারের সময় ছান্নাতলায় দাঁড়িয়ে যে সব কীর্ত্তি কোল্লেন্, তা আর বল্বার নয়। কে বুঝি তামাসা করো কান মল্যে দিয়েছিল। ও মা! সেই বাঁদুরে হাতে বিরেশিসিক্কে ওজনের একটি চড় তার গালে মেরেছিলেন! সে তো ঘুরে পোড়্তে

লেন ; তার পর মনে মনে ভাব্লেন, এদের রান্নাঘরের হাঁড়িতে অবিশ্যি একটু না একটু থাক্তে পারে, আমাকে সেইটুকু কোন রূপে খেতে হবে। এই ভেবে তিনি তাঁর শালীকে রাত্রে রান্নাঘরে বিছানা কোত্তে বোল্লেন। শালী তাঁর কথা শুনে অবাক্ হয়্যে বোল্লে, "রান্নাঘরে বিছানা কেন ?" জামাই বোল্লেন, আমি একটা ওষুধ খাচ্ছি, তাতে ডাক্তার রান্নাঘরে শুতে বল্যে দেছে, রান্নাঘরের ভাবে তার অনেক উপকার হয়। শালী কি করে, খাওয়া দাওয়ার পর, রান্নাঘরে বিছানা করে্য দিলে। জামাই বাবু মাগ নিয়ে সেখেনে শুলেন। মাগের খপর কে ন্যায়, সে কত ক্ষণে ঘুমোবে, উনি কত ক্ষণে খাবেন, তিনি তাই ভাব্তে লাগ্লেন। সে দেখ্যে শুন্যে হতাশ হোয়্যে ঘুমুলো। বাবু দুর্গা শ্রীহরি বল্যে উঠে প্রদীপের আলোতে হাঁড়িটি বেস্ করে্য ঠাউরে নিলেন, কেন না, পরমান্নের হাঁড়ি পাড়্তে গিয়ে পাছে ডেলের হাঁড়ি পেড়ে বসেন ; তার পর, এক ফুঁতে প্রদীপটি

নিবিয়ে ফেলে প্রাণাধিক হাঁড়িটি পাড়্লেন। এ সময়ে তাঁর একটি ভাবনা জুট্লো, যদি তিনি হাত ডুবিয়ে খান, তা হল্যে হাত ধুতে জল পাবেন কোথায়, কেন না সেখানে জল ছিল না; কিন্তু ক্ষণমাত্তর ভেবে বুদ্ধির জোরে ঠিক্ কোল্লেন যে, হাঁড়িতে মুখ ডুবিয়ে খাই, তা হল্যে আর জলের বড় দরকার হবে না; মুখে যে এঁটো লাগ্বে, তা বার কতক মুখ চোকালেই ফুরিয়ে যাবে; এই ভেবে হাঁড়ির ভিতর মাথা পুরে দিয়ে কুকুরচাটা কর্য়ে হাঁড়িটি চেটে খেলেন; কিন্তু হাঁড়ি থেকে তাঁর মুখ আর বেরোয় না, কত টানাটানি কোল্লেন, কিছুতেই আর বেরুল না; করেন কি, মহাব্যতিব্যস্তে পোড়্লেন; হাঁড়ির তলার কালী লেগে হাত দুখানি কিষ্কিন্দেবাসীদের মত হোলো; শেষে অনেক ভাবনা চিন্তের পর প্রদীপ থেকে তেল নিয়ে গলায় মাখাতে লাগ্লেন; তাতে গলাটি মহাদেবের গলার মত হোলো। কিন্তু গোড়ায় জল ঢাল্লে আগায় লাগ্বে কেন? আপনার পেটে

তেল দিলে পিসের পেটকামড়ানি ভাল হবে কেন? তাতে কিছুই হোলো না। শেষে দুর্গার ইচ্ছেয় এমন সময়ে হাঁড়িটি কেমন করো ভেঙ্গে গেল; বাবু নিশ্বেস ফেলে বাঁচলেন; কিন্তু হাঁড়ির কাঁনাটি কিছুতে ভাঙলোও না, খুল্‌লোও না, পোষা কুকুরের সোটার মত গলাতেই রইল। কি করেন, লজ্জায় বউকেও জাগাতে পারেন না যে, সে উঠে এ বিপদ্ হোতে উদ্ধার করে। যা হোক্, এই মহরমে রাত পুইয়ে গেল। তখন সকলে দেখে বাবুকে সেই দায় হত্যো খালাস কোল্লে। তা ইনিও ঠিক্ সেইরকম জামাই।

ফুল। কি আশ্চর্য্য! কামিনীর কি কপাল! —এমন গুণের ভাতার পেয়েচে।

ত্বরিত পদে মোহিনীর প্রবেশ।

মোহি। (সসম্ভ্রমে) ও লো, তোরা সব পালা, এখানে আর থাকিস্ নে——

উভয়ে। (সভয়ে) কেন কেন, কি হোয়েচে?

মোহি। ঐ থানার পেয়াদাগুনো গোলমাল করো ব্যাড়াচ্চে।

উভ। (সবিস্ময়ে) থানার পেয়াদা কেন গো?

মোহি। কেন, তোরা কি তা শুনিস্ নি? আহা! (দীর্ঘ নিশ্বাস) ব্রাহ্মণের কি কপাল! একটিমাত্তর সন্তান, তারও এই দশা হোলো!

উভ। (সমধিক বিস্ময় ও ঔৎসুক্যের সহিত) কেন, কেন, কার কি হোয়েচে?

মোহি। (জনান্তিকে) গোলাপের ভাতার মুকুয্যেদের কালীকে কেটে ফেলেচে!

ফুল। (সবিস্ময়ে) কি! কেটেচে! আহা! আহা! ব্রাহ্মণের ভিটেয় প্রদীপ দিতে আর কেউ রইল না! কেন তারে কাট্‌লে? তার সঙ্গে কোন মনান্তর ছিল কি?

রঙ্গি। সে গোলাপের সঙ্গে নষ্ট ছিল, তাই বুঝি কেমন কোরে জান্‌তে পেরেছিল?

মোহি। (অশ্রুতিপ্রকাশ করিয়া আকাশে

কর্ণপাতপূর্ব্বক) কৈ, আর গোলমাল টোল-মাল কিছু শুন্‌তে পাওয়া যাচ্চে না ; ড্যাক্‌রারা বুঝি ও দিক্ দিয়ে চলে গেছে।

ফুল। (ঔৎসুক্যের সহিত) হাঁ গা, তা কেন তারে কাট্‌লে ?

মোহি। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) সে ভাই, গোলাপের কাজের ভাতার ছিল। গোলাপ বিয়ে হবার আগে অবধি তারই সরে ছিল। যে আসল ভাতার, যার সঙ্গে সাত পাক হোয়েছে, সে তো রূপে কন্দর্প গুণে বেস্ক স্পতি। গোলাপ তাকে দু চক্ষু পেড়ে দেখ্‌তে পাত্তো না, আর পার্‌বেই বা কেন ? যে নিজে তেমন সোন্দর !—আহা! যেন নাচানে ছবিটি! ঠোঁট দুখানি অমনি টুক্ টুক্ কোত্তো, যেন হিঙুলমাখা ! আর বর্ণই বা কি ! যেন চাঁপার কলি ! প্রকত দুধে আল্‌তা রং যাকে বলে তাই ! মুখের গড়নও তেমনি ! আহা ! যখন ওরা দুটি বোনে দাঁড়াতো,বোধ হেতো, যেন লক্ষ্মী সরস্বতী দাঁড়িয়ে রোয়েচে ! তা তেমন

অপরূপকে তার ভাল লাগ্‌বে কেন? আর নেকাপড়াই বা কত শিখেছিল! না জান্‌তো এমন কাজই নেই। শিল্পিকর্ম্মে ও আর কামিনী যেমন এমন এ গাঁয়ে আর কেউ নেই।

রঙ্গি। যা হোক্‌, আমরা এতে গোলাপকে মন্দ বোলি নে। দেখ, সে যেমন সোন্দর, তাতে মুকুয্যেদের কালী আর বাবুদের সত্য এই দুজনের সঙ্গেই তার সাজে। সে ছেলেব্যালা অবধি কালীকে যে কেমন শুভ দিষ্টিতে দেখে-ছিল কিছুতে ভুল্‌তে পারে নি। আর কালীও তাকে তেমনি ভাল বাস্‌তো! দেখ, সে এপর্য্যন্ত বিয়ে করে নি, শুদ্ধু ঐ জন্যে গা। তাতে বাপের কাছে কত গাল্‌ মন্দ খেতো, কিন্তু কিছুতেই বিয়ে কোত্তে স্বীকার হয় নি— আমরা গোড়ার খপর সব জানি কি না।

ফুল। ভাল গোলাপের বাপ তারই সঙ্গে গোলাপের বিয়ে দিলে না কেন? তারা তো ঘর মন্দ নয়, আর জোত্তরও আছে।

মোহি। (স্মিত মুখে) তাই যদি হবে,

তবে আর পোড়া কপাল পুড়্‌বে কেন? মেয়ে মানুষকে অভাগা অবলা বোল্‌বে কেন? তাদের যা ইচ্ছে হয়, তাই যদি কোত্তে পারে, তবে আর নারীজন্ম দুঃখের জন্ম হবে কেন?

রঙ্গি। আমরা কালীর সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে কত চেষ্টা কোরেছিলেম, তার মাকে কত বোলেছিলেম, তা আমাদের চেষ্টাতেই বা কি হয়, আর বলাতেই বা কি হয়? কোন্ কালে ওদের বংশের কে বেরিয়ে গিয়েছিলো, তাই ধরে ওর বাপ বোল্লে "ওদের ঘরে মেয়ে দেবো! আমার মেয়েকে বুনো কুলী ডেকে দেবো, সেও ভাল, তবু ওদের দেবো না"। তা আমরা আর কি করি বলো? ওর বাপ বামন পণ্ডিত— তারা টাকা খোঁজে, টাকা পেলে কুলও চায় না। তা কালীর এমন কি বিষয় আশয় আছে যে তাকে মেয়ে দেবে? এখন বেচে বেচে বড় মানুষের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেছেন চির কাল সুখে থাক্‌বেন বল্যে, তা থাকুন কত সুখে থাক্‌তে পারেন। (দীর্ঘ নিশ্বাস)।

ফুল। গোলাপ বিয়ের সময় কিছু বলে নি? সে কেন বিয়ে কোল্লে?

রঙ্গি। হুঁঃ ভাই, একে মেয়ে মানুষ, তাতে অমন বাপের মেয়ে, সে কি মুখ ফুটে কিছু বোল্‌তে পারে? তাই মনের দুঃখে গলায় দড়ী দিয়ে মোর্ত্তে গিয়েছিল, কবার কে এসে আট্‌কে ছিল, তাই পারে নি। আহা! (দীর্ঘ নিশ্বাস)।

ফুল। বিয়ের সময় কিরকম হোলো? তখন কাঁদে নি তো?

রঙ্গি। সে কি বোকা মেয়ে তাই কাঁদ্‌বে? তার যে কি বুদ্ধি তা আর কি বোল্‌বো? সে নেকাপড়া জানে, কিসে কি হয় সব বুঝ্‌তে পারে। যখন মন্তর পড়াতে লাগ্‌লো, তখন সে একটি মন্তরও বলে নি, কেবল মনে মনে এই ভেবেছিল, যেন কালীর সঙ্গেই তার বিয়ে হোচ্চে; যখন বরের হাতের উপর হাত দিয়েছিল, তখন মনে কোরেছিল, যেন কালীর হাত ধোরেচে; এমনি করে্য মনে মনে কালীকেই বিয়ে কোরেছিল। ধর্ম্মতঃ বোল্‌তে গেলে

কালীই তার স্বোয়ামী, যার সঙ্গে বিয়ে হোয়েছে, সে তার স্বোয়ামী নয়। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আহা! শেষে তার কপালে এই ছিল! যখন সে গলায় দড়ী দিচ্ছিলো, তখন যদি তার মরণ হোতো, তা হল্যে আর এ যন্ত্রণা সইতে হোতো না।

মোহি। তোমরা কি ভাব্‌চো, সে বেঁচে আছে; তখনি গলায় দড়ী দিয়ে মোরেচে!

ফুল। আহা! আহা! মোরেচে! হায় হায়! তারও কপালে শেষে এই অপমিত্যু ছিল!

রঙ্গি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) মোরেচে! (ক্ষণ কাল তূষ্ণীম্ভাব) অথবা মরে নি, বেঁচেচে বোল্‌তে হবে, জন্মের মত এ যন্ত্রণা হতে এড়িয়ে গেছে! আর এততেও কি বেঁচে থাক্‌তে আছে! যার নিতান্ত পাথরের প্রাণ, সেই পারে, আর কেউ পারে না।

ফুল। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হ্যাঁ, তা সত্যি, তার সে মরণ নয়, বাঁচাই বটে।

এখন আমার এই ভয় হোচ্চে, পাছে কামিনীর মনেও সেইরকম হয়্যে থাকে! দ্যাখো, সেও বিয়ের আগে অবধি কেমন একরকম হোয়েচে, রাত্‌দিনই অন্যমনস্ক থাকে। তা বোধ হয়, তার মনেও কেউ জাগ্‌চে। আর দ্যাখো, বিয়ের পর অবধি তার পষ্ট বেয়ারাম হোয়েচে। তার যে কি বেয়ারাম হোয়েচে তা বোদ্যিতেও ঠিক কোত্তে পারে না।

রঙ্গি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হবে! কামিনীর কপালে বিধেতা ভাট্টা লিখে থাকেন হবে! তার আর আশ্চয্যি কি। গোলাপের যে জন্যে এ দশা ঘোট্‌লো, তারও সেই সব কারণ উপস্থিত। বোল্‌তে নেই, কামিনীর অমন ভাতার থাকার চেয়ে না থাকা ভালো।

মোহি। আ মর্ ছুঁড়ি, অমন কথা বলিস্‌নে, মনে সুখ থাক্ না থাক্, মাচ ভাত খেয়ে এয়োর মত হয়্যেও তো থাক্‌তে পার্‌বে! সেই অনেক। রাঁড় হওয়ার চেয়ে কি যন্ত্রণা আর আছে? আমরা অনেক দিন রাঁড় হোয়েচি—

দুঃখু সওয়া আমাদের অভ্যেস হয়্যে গেছে; দুঃখে আর আমাদের দুঃখু বোধ হয় না; কিন্তু তবু একাদশীর দিন মনে করো দ্যাখো দিকি, কেমন পেড়ার হয়! আহা! আমার মাসতুতো বোন্‌টি আর বচ্ছর ফাল্গুন মাসে রাঁড় হোয়েছে। যেই সে রাঁড় হোলো, অমনি তার শ্বশুররো তাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলে। বাপের বাড়ীতে রাঁড়মেয়ের যত সুখ তাতো জানো, এক ব্যালা দুটো ভাত, তাতেও বাপ মায় কত মুখ ঝাঁট্‌কান দেন! আহা ভাই! আমার সে কথা মনে হল্যে বুক ফেটে যায়! সেই ছেলেমানুষ সবে বার বছরে পোড়েছিল, তখন কি তার একাদশী কর্‌বার সময়! (দীর্ঘ নিশ্বাস) আহা একাদশীর দিন হল্যে ছট্‌ পট্‌ কোত্তো! তাতেই বাপ মায়ে কত গাল দিতেন, বোল্‌তেন, "রাঁড় হোয়েছিস্‌ চির কাল একাদশী কোর্‌বি, তা অমন ছট্‌ পট্‌ কোল্লে কি হবে! ফের অমন কর্‌বি, তো ঝাঁ্যাটা মেরে তাড়িয়ে দেবো, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে দাস্যবিত্তি কর্যে

খাবি"। তা ভাই, সে সময় কি মা বাপ হোয়ে্য সন্তানকে এ কথা বলা যায়! কতক দিন আমি তাদের বাড়ীতে ছিলেম, একাদশীর দিন হোলে্য সর্ব্বদা তাকে তেল মাখাতেম, আর তার মাথায় জল ঢাল্‌তেম। কিন্তু ভাই, যার অন্তরে আগুন জ্বোল্‌চে, তার বাইরে জল ঢাল্লে কি হবে! সে আগুন কুমোরের পোনের মত, গুমে গুমে জ্বলে। তা যা হোক্, তার ভাগ্যি ভালো ছিলো, যে দিন কতক বাদেই সে এভবযন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেলে। তাই আমি বোল্‌চি, রাঁড় হওয়ার চেয়ে যন্ত্রণা আর নেই।

রঙ্গি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আমি সাদে কি রাঁড় হোতে বোলি; মনের দুঃখে বোল্‌তে হয়। দ্যাখ, এমন স্বর্গের অপ্সরাকে একটা কাল প্যাঁচার সঙ্গে বিয়ে দিলে! এখন চলো, এক বার আমরা তাকে দেখে আসি গে। আমি শুন্‌লেম, তার নাকি বড় ব্যামো হোয়েছে।

মোহি। চলো যাই, সন্ধ্যেও হোয়ে্য এলো।

আমায় আবার বাড়ী এসে্য ঘরে সন্ধ্যে দিতে হবে।

(সকলের প্রস্থান)

পথিকবেশে সত্যশীল ও মকরন্দের প্রবেশ।

সত্য! প্রিয় সুহৃদ্, সন্ধ্যাকাল উপস্থিত।

অই দেখ বিভাবসু প্রেয়সীর পাশে
দাঁড়াইয়া—ম্লান ভাবে, চাহিছে বিদায়।
হইল লোহিতছবি বিষাদের ভরে;
দিক্-মুখে দিবাদেবী পাখিরবছলে
কাঁদিতে লাগিল দুখে,—ফুরাইল বলি
সাধের প্রণয়ব্রত। আহা! মরি! তার
হইল বিবর্ণ তনু; ক্রমে তমোবাসে
ঢাকিছে বদন—ধনী, অতি দুখভরে।
অই যে সহসা হলো ধূমধূষরিত
বারুণীমুখ,—ও নহে ধুম কি গোধূলি;—
কেঁদেছে দিনেশজায়া প্রাণেশবিরহে,—
তাহারি নিশ্বাসরজ ঘেরিছে অম্বর।
আহা! পতিরতা বালা!—পারে কি সহিতে

পতির বিরহ কভু? যেয়ো না হে রবি!
তেজিয়া হেলায় তব গুণের রমণী।
অথবা বিধাতা ভালে লিখেনি তোমার
এ নারীরতন,—হবে কেন বা নহিলে
বসুবিবর্জ্জিত? যাও ত্বরা করি তবে
ভূধরশিখরে; সেথা বসি ঊর্দ্ধ্ব করে
কর তপোযোগ—যেন অন্যজন্মকালে
বিধাতা তোমারে করে এ মণি অর্পণ।
কিন্তু হে দিনেশ! যদি শুন মন দিয়া
দুখের বারতা মম,—হবে দুখ দূর;
বুঝিবে সংসারে আছে ত্বদধিক দুখী।
তুমি ত রাজন্! সুখে করেছ যাপন
এত কাল—প্রিয়াসনে, এখন বিরহ;—
আমি হে দিনেশ! কাঁদি সদা যার তরে—
ভাসিয়া নয়ননীরে—সে পাষাণী কভু
চাহে না ফিরিয়া মোরে করুণ হৃদয়ে;
কিন্তু দহে দিবানিশি বিরহ অনলে।

হা অকরুণে! হা অশনিহৃদয়ে! আমি একবার-মাত্র তোমার দর্শনের ভিখারী। তুমি আমার সে মনোরথও পূর্ণ কোল্লে না! (রোদন)।

মক। প্রিয় সুহৃদ্‌! স্থির হও, এত নিরাশ হোচ্চো কেন? আমরা গভীর জলধি মন্থন কোরো অমৃত উৎপাদন কোত্তে বোসি নি, আকাশ হোতে চন্দ্রকে ভূতলে আন্‌তে ইচ্ছা কোচ্চি না, তবে কেনই নিরাশ হবো? আমরা যে কার্য্যে ব্রতী হোয়েছি, বোল্‌তে গেলে তাহা অতি সামান্য! যে ব্যক্তি তোমার চিত্তরত্ন হরণ কোরেছে, সে এখনও ভূলোক ত্যাগ কোরো যেতে পারে নি, তবে তুমি কেনই না তাকে ধোত্তে পারবে?

সত্য। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ভাই, তুমি কি আমায় বালক বুঝাচ্চো?

শুনেছি সে সুধারাশি তেজি শশধর,
রাহুভয়ে পশিয়াছে সাগরভিতর।
জীবন যদি হে হয় মন্থ সে সাগরে,
শমনমথক, মৃত্যু রজ্জুরূপ ধরে,
তবে সে সুধার ভাণ্ড হইবে অর্জ্জন,
নতুবা বিফল যত্নে কিবা প্রয়োজন?

মক। (সখেদে স্বগত) আহা! বন্ধুর এ করুণ বাক্য শুন্‌লে আমার আর জীবন ধারণ কোত্তে ইচ্ছা হয় না। নৈরাশভুজঙ্গের তীব্র বিষে এরূপ জর্জ্জরিত হোয়্যে ইনি অধিক দিন জীবিত থাক্‌বেন, এমন বোধ হয় না। আহা! বন্ধুর সে লাবণ্য কোথায়? সে মধুর হাস্য আমি কত কাল দেখ্‌বো না? যে নেত্র সর্ব্বদা উল্লাসে হাস্য কোত্তো, সে নেত্র হোতে এখন দিবানিশি জল-ধারা পতিত হোচ্চে! হা জগদীশ্বর! প্রিয় সুহৃদ্‌কে আর কত কাল এ অবস্থায় রাখ্‌বে? হয় তাঁর সৌভাগ্য সম্পাদন কর, নয় আমায় জীবনভার হোতে মুক্ত কর। আর আমি স্বচক্ষে প্রিয় বন্ধুর এ দুর্দশা দেখ্‌তে পারিনে! হায়! এখন কি করি? প্রিয় সুহৃদ্‌ যা আশঙ্কা কোরেছেন, তাই ঘোটেছে! কামিনীর বিবাহ হোয়েছে শুন্‌লে এনি কখনই প্রাণ রাখ্‌বেন না। আমি কত কালই বা এঁকে আশা দিয়্যে রাখ্‌বো? বিশ্বাসবারি সেচন না কোল্লে কত দিনই বা সে আশালতা সজীব থাক্‌বে?

হায় রে দুরন্ত দেশাচার!
ধন্য তোর মহিমা প্রচার!
কি ধনী কি দীন নর, কি যুবা কি বৃদ্ধতর,
সকলে অধীন রে তোমার।
জান কি রে মন্ত্র মুগ্ধকর?
আছে কি ঔষধ খরতর?
পিতার স্নেহহৃদয়, হয় রে পাষাণময়,
হইয়া তোমার আজ্ঞাপর!

যা হোক্, এখন বন্ধুকে হতাশ হোতে দেওয়া হবে না; যত ক্ষণ পারি, আশা দিয়ে রাখি। যেরূপ অনুরাগ দেখ্‌চি, তাতে আশারজ্জু ছিন্ন হোল্যেই জীবনমৃগ পলায়ন কোর্‌বে, বোধ হোচ্চে। (প্রকাশে) প্রিয় সুহৃদ্! তুমি ও আশঙ্কা কোরো না; আমি তোমার এরূপ অবস্থা দেখ্যে নিশ্চিন্ত আছি, এমন ভেবো না; যাতে তোমার পীড়ার উপশম হয়, দিবারাত্রি তারি উপায় অন্বেষণ কোর্‌য্যে থাকি। আমি শুনেছি, তুমি যাঁর জন্যে কাতর হোয়েছ,

তিনিও তোমার নিমিত্ত সহস্রগুণ অধিক কাতর হোয়েছেন। তা এঁতেও কি তোমার মনে আশার উদয় হয় না ?

সত্য। ভাই, কামিনী আর আমার নাই। আমার বোধ হোচ্চে, কোন দস্যুতে আমার হৃদয়ভাণ্ডারের সে রত্নটি হরণ করো্য লয়ে গেছে। ভাই, আমি শুনেছিলেম, কামিনীপুষ্প দুইদিনমাত্র প্রস্ফুটিত হয়, তথাপি আমি হৃদয়-ক্ষেত্রে যত্নপূর্ব্বক তাকে রোপণ কোরেছিলেম ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার অদৃষ্টে সে দুই দিনও ঘোট্‌লো না। (দীর্ঘ নিশ্বাস)।

মক। প্রিয় সুহৃদ্, তবে কেন তুমি তার আশা পরিত্যাগ করো না ; যারে নিতান্ত দুর্লভ ভাব্‌চো, তার জন্যে আশা করা কি বুদ্ধিমানের কাজ ? তুমি আমার কথা শুন ; ভূতপূর্ব্ব বিস্মৃত হও ; পিতা যে সম্বন্ধ স্থির কোরেছেন, তাতে সম্মতিপ্রদান করো। বিবাহের জন্যে তিনি তোমাকে বারংবার অনুরোধ কোচ্চেন, তা অবহেলন করা কি তোমার উচিত ? আর

যদি তুমি এরূপ ঔদাস্য অবলম্বন কর, তবে তাঁর সংসারে সুখ কি বলো?

সত্য। প্রিয় সুহৃদ্, আমি বহু কাল তার আশা পরিত্যাগ কোরেছি; সে আশা ক্ষণমাত্রও আমার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না।

কিন্তু সখে! কি করিয়া ভুলিব প্রাণের প্রিয়া—
সে পাষাণরেখাসম হৃদয়ে আমার হে?
না নাশিলে এ হৃদয় হবে না তাহার লয়,
দিবানিশি ভাবিয়া এ বুঝিয়াছি সার হে।
সতত যতন করি তাড়িতে হৃদয় অরি,
কিন্তু তাহে প্রাণ দহে বিপরীত হয় হে,
যেন পুরোভাগে আসি সেই শ্লাঘ্য রূপরাশি
দেখ দেখ দেখ বলি দেয় পরিচয় হে।
বুঝেছি লাবণ্যবলে পরাজিয়া বৃত্তিদলে,
জিনেছে কামিনী ধনী হৃদয় আগার হে,
যদবধি ধ্বংস তার না করে করুণাধার,
জানিবে আধিপত্য সদা রহিবে তাহার হে।

প্রিয় সুহৃদ্, কি শয়নে, কি উপবেশনে, কি স্বপ্নে, কি জাগরণে যে মোহিনী মূর্ত্তিকে মুহূর্ত্তমাত্র হৃদয়ের অন্তরিত কোত্তে পারি নি,

চির কালের জন্যে কি রূপে তাকে বিস্মৃত হবো? সখে! আর আমি তার প্রণয়প্রত্যাশী নই; বিধাতা আমার সে পথে কণ্টকপ্রদান কোরেছেন; কিন্তু কাল স্মৃতি সর্ব্বদা আমাকে দগ্ধ কোচ্চে। আমি যদি লোকালয় পরিত্যাগ কোরে্য বিজনকাননমধ্যে বাস করি, যদি সংসারমায়ায় জলাঞ্জলি দিয়ে্য গভীরজলধিগর্ভে প্রবিষ্ট হই, যদি জীবনান্তে পাপবশতঃ পশুজন্ম প্রাপ্ত হই, তথাপি সে মোহিনী মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে জাগরূক থাক্‌বে। বয়স্য! আমি দুঃখভোগে কাতর নই; আমার পরমায়ু শেষ হোয়েছে। এই আসন্ন কালে এক বার আমি তাকে দর্শন করে্য মনের ক্ষোভ দুর কোর্‌বো, আমার এইমাত্র বাসনা। বুঝি বিধাতা তাহাও পূর্ণ কোত্তে দিবেন না। প্রিয় সুহৃদ্, অদ্য আমি যে উদ্দেশে বাটী হোতে বহির্গত হোয়েছি, সেই উদ্দেশ্যই সাধন কোর্‌বো। তুমি আমার এই উদ্যম ভঙ্গ কোরো না। পিতা আমার কথা জিজ্ঞাসা কোল্‌লে তুমি বোল্‌বে, দুরদৃষ্ট

ও দুষ্ট চিত্ত প্রতিকূল হোয়ে আমাকে গৃহ হোতে বহিষ্কৃত কোরেছে। বোধ করি, আমি পৃথিবীর আর কোথায়ও স্থান প্রাপ্ত হবো না। যা হোক্, এক্ষণে তুমি আমার প্রতিবন্ধক হইও না, চির কালের জন্যে আমায় দুঃখপিঞ্জরে আবদ্ধ কোরো না। আমি অদ্যই পরলোকে যাবো, নতুবা আমার দুঃখের অবসান হবে না।

মক। প্রিয় সুহৃদ্, তুমি কি নিষ্ঠুর কথা বোল্‌চো। আমি তোমাকে একাকী বিদায় দিয়ে জীবন ধারণ কোর্‌বো? চল, আমিও তোমার সমভিব্যাহারী হোচ্চি। কিন্তু সখে! তুমি যে পথে গমন কোত্তে উদ্যত হোয়েছিলে, অগ্রে তার দুরত্ব মনে কোরে দেখ। যে ব্যক্তি গগনের চন্দ্রকে ভূতলে আন্‌তে ইচ্ছা করে, সে কি কখন সফলপ্রযত্ন হয়? সমুদ্রগর্ভে রত্ন আছে, সকলেই জানে, কিন্তু সকলেই কি তা লাভ কোত্তে পারে? তুমি মনে যে অভিলাষ কোরেছিলে, তা তোমার পক্ষে অসম্ভব জ্ঞান কর। অসম্ভব মনোরথ পূর্ণ না

হোলো্য দুঃখিত হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। অতএব ভাই, ক্ষান্ত হও; এই দারুণ অধ্যবসায় পরিত্যাগ কর। সকলেই কি সকল বিষয়ে পূর্ণমনোরথ হোয়্যে থাকে?

রামেশ্বরের প্রবেশ।

রামে। কিঁ আঁচ্চয্যি গাঁ! এঁ দেঁছেড় সঁব্ উঁল্‌টোঁ? আঁমাদেঁড় দেঁছে যেঁটী উঁত্তুড় দিঁক্, এঁদেঁড় দেঁছে ছেঁটী পুব্বুঁ। তাঁ ক্যাঁমোন কঁড়্যে বুঁজবোঁ? ছন্দ্যে হোঁলো, কোঁন্ বাঁড়্‌ডেঁ তাঁদেড় তাঁতোঁ বুঁজ্‌তে পাঁচ্চিঁনে। (আকাশে) ওঁ ভোঁলা, ওঁ ওঁওঁ ভোঁলা!—নিঁব্বুঁৎছেঁড় বেঁটা উঁত্তুড় দ্যান্ না? তাঁ ছন্দ্যে হঁলো। আঁমাড় ভঁয় কঁচ্চে। কিঁ আঁচ্চয্যি গাঁ? ছাঁলাড় দেঁছেড় ছঁব্ বাঁরিগুঁনি আঁকড়কম, তাঁ ক্যাঁমোন কঁড়্যে চিঁন্‌বোঁ? (অদূরে সত্যশীল ও মকরন্দকে দেখিয়া) ওঁমা? ওকি? ছাঁদাঁ ছাঁদা।—আঁবাড় নঁরে যেঁ।—ওঁ গোঁ বাঁবাঁ গোঁ!—(পলায়নোদ্যম)।

সত্য। (চকিত হইয়া) এ ব্যক্তি কে? অমন কোচ্চে কেন?

মক। (দেখিয়া স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এই তো সে বিদ্যাবাগীশের জামাই দেখ্‌চি! যদি বন্ধু এর পরিচয় পান, তবে তো আর রক্ষা থাক্‌বে না।—

সত্য। কি মহাশয়! কি হোয়েচে? আপনি এ দিকে আসুন।

রামে। (স্বগত) নাঁ নাঁ, এঁড়া মাঁনুছঁ, আঁড় কিঁচু নঁয়! এঁদেড় গাঁয়ে জাঁমা জোঁরা দেঁক্‌চি। এঁড়া বুঁজি দাঁড়োগাঁ টাঁড়োগাঁ হঁবে, আঁমাকে ফাঁকি দিঁয়ে ধঁড়্যে নিঁয়ে যাঁবে। তাঁ আঁমি ওঁদেড় কাঁছে যাঁবো নাঁ। (বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ করিয়া) নাঁ নাঁ, এ ড়া দাঁড়োগাঁ নঁয় এঁই গাঁয়েঁড় নোঁক। (সত্যশীলকে উদ্দেশ করিয়া) নাঁ, ওঁ বেঁটাঁ তোঁ এঁ গাঁয়েঁড় নঁয়।

সত্য। ভাই এ লোকটিকে বিদেশী বোধ হোচ্চে। বোধ করি, এব্যক্তি বাড়ী চিন্‌তে পাচ্চে না। তুমি ওকে এখনে ডাকো।

মক। (নিকটে উপস্থিত হইয়া জনান্তিকে) মহাশয়, আপনি এখানে কেন, আজ পাড়ায় গোল জানেন তো? দারোগা টারোগা সব লুকিয়ে ব্যাড়াচ্চে, যাকে সাম্নে পাচ্চে, তাকেই ধরেয় নিয়্যে যাচ্চে। তা আপনি আর এখানে থাক্‌বেন না, পালান।

রামে। (স্বগত) ছঁব্‌ মিঁচে কঁতা। বেঁটাড়াঁ বুঝিঁ এ কাঁনে কিঁ আঁক্‌টাঁ কোঁচ্চে, তাঁই আঁমাকেঁ ফাঁকি দেঁবাঁড় চেঁষ্টা। (প্রকাশে তোঁড়্‌ কিঁড়ে ছাঁয়া? আঁমি যাঁই নাঁ যাঁই তোঁড় বাঁবাঁড় কিঁ?

মক। (স্বগত) রাম! রাম! পশু না কি? আহা! বিদ্যাবাগীশ কি সুবিবেচক! এমন সুপাত্রেও কন্যাদান কোরেছেন!—

রামে। (সহর্ষে স্বগত) ছাঁয়া ভঁয় পেঁয়েচেঁ, আঁড় কিঁচুঁ বোঁল্‌চেঁ নাঁ।

সত্য। (স্বগত) এ কি, এ লোকটাকে দেখ্যে আমার অন্তঃকরণ এমন চঞ্চল হোলো কেন? এ যেন আমার কোন নিদারুণ মনো-

বেদনার কার্য্য কোরেছে। যা হোক্ এর পরিচয় জিজ্ঞাসা কোত্তে হোলো। (নিকটে যাইয়া প্রকাশে) মহাশয়, আপনি কোথা যাবেন? আপনার নিবাস কোথা?

মক। (স্বগত) হায়! কি প্রমাদ ঘোট্‌লো? আজ্ বুঝি প্রিয় বন্ধুর জীবনব্রত সাঙ্গ হয়। এ কথা শুন্‌লে উনি কখনই প্রাণ রাখ্‌বেন না।

রামে। আঁমি ছঁচুড় বাঁড়ী যাঁবোঁ। আঁমাড় নিঁবাঁচ নিঁবোদোঁ।

মক। আপনি শ্বশুরবাড়ী যাবেন, তা যান্ না, এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

সত্য। (কম্পিত হৃদয়ে) আপনার শ্বশুর-বাড়ী কোথা?

রামে। ঐ ভঁক্ষাঁর্ষিঁবাঁরি—

মক। (সসম্ভ্রমে) হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ হরিহর ভট্টাচার্য্য আপনার শ্বশুর। আমি আপনাকে চিনি?—

রাম। বেঁচ্ মঁজাঁ দ্যাকোঁ হড়িহড় আঁমাড় ছঁচুঁড়?

সত্য। তবে কে? আপনার শ্বশুরের নাম কি?

রামে। বেঁচ, ছুঁচুঁড়েড়, নাঁম কোঁস্তে আঁচে? মঁজাঁড় নোঁক আঁড় কিঁ!

সত্য। নাম না করুন, উপাধিটে বোলুন্।

রামে। ঐঁ—কিঁ—বিঁদেঁ্য—

সত্য। (কম্পিত হৃদয়ে ও শুষ্ক মুখে) কি গদাধর বিদ্যাবাগীশ?

রামে। হ্যাঁ, হ্যাঁ নাঁম দ্যাকোঁ! আঁমাদেঁড় দেঁছে অঁমন নাঁম নেঁই—

সত্য। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) প্রিয় সুহৃদ্, তোমার কথাই যথার্থ হোলো। কামিনী আর আমার নেই? হা জগদীশ্বর! তোমার মনে এই ছিল! (মূর্চ্ছা)।

রামে। (সবিস্ময়ে স্বগত) এঁ কিঁ? মেঁালোঁ নাঁকিঁ! আঁমি পাঁলাঁই বাঁপু। পেঁয়দাঁড়া আঁবাঁড় আঁমাকেঁ ছুঁদ্দেঁা ধঁড়্যে নিঁয়ে যাঁবেঁ।

মক। (সসম্ভ্রমে) হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ হোলো! কি সর্ব্বনাশ হোলো! আমি যা মনে

কোরেছিলেম, তাই ঘোট্‌লো! (উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা বীজন) প্রিয় সুহৃদ, প্রিয় সুহৃদ্‌,—এ কি কিছুমাত্র সংজ্ঞা নাই? হা জগদীশ্বর! এ কি হোলো! বন্ধু কি কলেবর পরিত্যাগ কোল্লেন? (পুনঃ পুনর্ব্বীজন) প্রিয় সুহৃদ্‌, প্রিয় সুহৃদ্‌,—

(ক্রমে সত্যশীলের সংজ্ঞালাভ)

না না, হৃদয়! আশ্বস্ত হও, প্রিয় সুহৃদ্‌ জীবিত আছেন।

সত্য। (সম্পূর্ণ সংজ্ঞালাভ ও গাত্রোত্থান করিয়া) হায়! আমার কি হোলো!

হা! প্রেয়সি! গুণরাশি! দূরবাসী হল্যে!—
বধিয়া আমায়! আর কি ফল জীবনে—
যদি হারাইনু এবে তোমাধনে আজি?
চল রে জীবন! তেজি'এ ভবকুস্থান,—
কে আছে আপন তব এ শ্মশানভূমে?
ভেবেছ যাহারে তুমি আপন জীবন!—
অন্ধ ভ্রমমোহে—যারে সুঁপেছ মানস;
সে নহে আপন তব;—পাষাণে নির্ম্মিল
বিধি তার হিয়া!—মন গঠিল কুলিশে!

নতুবা সে বজ্রময়ী কেমনে তোমায়
বধিবে এ রূপে? মন! কি কর অন্তরে?—
দেখ বাহিরিয়া আসি, যে ছিল তোমার
স্নেহধন, হয়েছে সে বিষমবৈরিণী!—
ধরেছে কুঠার করে তোমার কারণ!
কি বল মানস! তুমি শুনিবে না মোর
নিষেধবারতা? তবে যাও রে তথায়—
সেই সরোবরতীরে, যাহে কমলিনী
হয়েছে মলিনা, হেরি সে কামিনীলতা।
সেই ফুলবনে,—যাহে কাঁদিছে সরমে
সুরভি কুসুমবালা, বিজিত হইয়া
তব প্রেয়সীবদনকমলসৌরভে।
যাও রে তথায় মন! বায়ুবেগভরে—
ত্বরা করি, সুলোচনা বসিয়া যথায়
চাহিছে অম্বরপানে —জালমার্গ দিয়া।
দেখেছ মধুর হাসি অধরে তাহার!—
যেন সদাগতি সুখে ফেলিছে কুসুম—
কাঁপয়ে কামিনীলতা, সৌরভ আশায়!
হায় রে জীবন! তোর কপালে আগুন!
হারায়ে কামিনীধন, কি কাজ জীবনে
তব? কহ রে আমায় তবে কেন তুমি

রয়েছ পিঞ্জরবাসে—শরীর অন্তরে ?
দেখিলে নয়নে মন বিরূপ আমায়—
হবে না সে সঙ্গী মোর—তুমিই আপন।
অতএব ত্বরা করি চল রে তথায়—
চল বিভুর গোচরে ; চাহিব এ বার
বিহগজনম ; যেন সেই তরুবরে—
প্রিয়ার গবাক্ষপাশে—বসিয়া কৌতুকে,
দেখিব কি কহে ধনী আমার কারণ ;
গাইব মধুর গান, শুনাবো তাহায়,—
যদি গান শুনে ধনী হরিষে কি রোষে,
আসিয়া নিকটে পাতি অনুরাগজাল,
বাঁধয়ে আমায় ধরি মানসপিঞ্জরে !—

মক। (সখেদে স্বগত) হায় ! কি বোলো্যই বা বন্ধুকে শান্ত কোরি ? বোলিবার কিছুই নাই। হা জগদীশ্বর ! (দীর্ঘ নিশ্বাস)। (প্রকাশে) প্রিয় সুহৃদ্, স্থির হও।

সত্য। ভাই, তুমি কেন আমায় বারংবার বৃথা আশ্বাস দিচ্চো ? আমার হৃদয়গৃহের শিরোভাগ পর্য্যন্ত জ্বোল্যে উঠেছে, এখন তাতে তোমার আশ্বাসবারির কি ফল ? প্রিয় সুহৃদ্, তোমার

কাছে আমার এই ভিক্ষা, তুমি ফিরে্য গিয়্যে পিতাকে বোলো, তাঁরা আমার আশা পরিত্যাগ করুন। দুরন্ত নৈরাসরাক্ষস আমাকে গ্রাস কোরেছে, আর—

মক। (সত্যশীলের অশ্রুমার্জন করিতে করিতে) প্রিয় সুহৃদ্, বৃথা বিলাপ কোল্লে কি হবে? আর এ পথের মাঝে ধূলায় পোড়্যে থাক্‌লে, লোকে তোমায় কি বোল্‌বে? তুমি ওঠ, আজ বাড়ী চলো, পরে তোমার যা অভিরুচি হয় কোরো। ঐ দেখ, কে এ দিকে আস্‌চে—

(সত্যশীলের সম্ভ্রমে গাত্রোত্থান ও অঙ্গের ধূলিমার্জন)

রামার প্রবেশ।

রামা। (দেখিয়া সহর্ষে স্বগত) এই যে! বাবু এখানে আছেন দেখ্‌চি! (প্রকাশে) সত্যবাবু, কত্তা আপনাকে ডাক্‌চেন। আপনি বাড়ী চলুন।

সত্য। (স্বগত) হায়! আমার এ পথেও কন্টক পোল্লো! আমি ইচ্ছাক্রমে প্রাণত্যাগ

কোত্তেও পাল্লেম না! হা জগদীশ্বর! আর কত কাল আমাকে যন্ত্রণাভাগী কোর্বে? আমি এ পাপ দেহ হোতে কি মুক্ত হবো না?

মক। প্রিয় সুহৃদ্, বাড়ী চলো, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, রাত্রি হোলো।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক

পরানন্দ বাবুর বৈঠকখানা।

(পরানন্দ, হরিহর, মুকুন্দরাম ও রামশঙ্কর আসীন)

পরা। আপনাদের আশীর্বাদে আমার অন্য কোন কষ্টই নাই, কিন্তু এক সন্তান হোতে আমি যার পর নাই কষ্ট পেলেম। •

রাম। (তাড়াতাড়ি) কষ্ট সে কেমন! আহা! বাবুর আর সে আকার নাই, সে চেহারা নাই! বাবু আমার রাত্‌দিন কেবল মনঃপীড়ায় অস্থির।

মুকু। আজ্ঞে, কষ্ট তার আর সন্দেহ কি? যদি পুত্র পিতা মাতার অবাধ্য হয়, তাঁদের কথা অগ্রাহ্য করে, তবে এ অপেক্ষা অধিক কষ্ট আর কি আছে?

হরি। সত্যবাবু কি এখনো বিবাহ কোত্তে সম্মত হন্ নি?

পরা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) বিবাহ কোত্তে কি, সে আর বাড়ীতে থাকৃতেও চায় না। তার যে কি হোয়েছে, আমি তার কিছুই ঠিক্ কোত্তে পাল্লেম না। দৈববিড়ম্বনায় বুঝি তা হোতেই এ প্রসিদ্ধ বংশটা লোপ পায়।

রাম। বাবু! আপনি ভাবেন কেন? বিবাহ কোত্তেও নাকি কেউ আবার সম্মত হয় না। কৈ, আমরা তো এত বড় হোলেম, এ পর্য্যন্ত কারো বিবাহে অমত দেখি নি। বোধ হোচ্চে, আপনি এত দিন তাঁর বিবাহ দেন্ নি, সেই রাগে তিনি এমন কথা বোলেছেন।

হরি। সে কি রে, তাঁর কি বিবাহের সময় উত্তীর্ণ হোয়েছে? এই তো তাঁর বিবাহের সময়।

রাম। তা হোল্যে কি হয়, এখনকার ছেলেরা ছোটব্যালায় বিয়ে কোত্তে বড় ভালো বাসে। আপনি দেখুন্ না, একটু একটু ছেলে সব এঁচড়ে পাকা; তাদের কথায় পার্‌বার যো নেই। সে দিন মশায়, ও পাড়ায় আমার নিমন্ত্রণ হোয়েছে; আমি খেতে যাচ্চি, দেখ্‌লেম, একটা ছোঁড়া—বছর ষোল বয়স হবে— সেই দুপুর ব্যালা পা পর্য্যন্ত ঢেকে চাদর গায়ে দিয়ে যাচ্চে। তার রকম দেখ্যে,

রাগে আমার তো ব্রহ্মাণ্ড জ্বোল্যে উঠ্‌লো। আমি তারে বোল্লেম, তুমি এ দুপুর ব্যালা এমন সায়েব সেজ্যে যাচ্চো, একটু লজ্জিত হোচ্চো না। তাতে মশায়, সে আমাকে না বোল্লে এমন বাক্যই অপ্রসিদ্ধ। আর জ্যাঠা মহাশয়ের মত সাড়ে সতর গণ্ডা যুক্তি দিয়্যে আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হোলো গা খুল্যে গেল্যে সভ্যতা হয় না, আর সর্ব্বদা গায়ে কাপড় রাখ্‌লে শরীর সুস্থ থাকে।

মুকু। আপনি সত্যবাবুকে ইংরেজী পোড়িয়েই খারাপ কোরেছেন। তা না হোলে আর এতটা ঘোট্‌তো না। বাপ মায়ে যখন সন্তানের বিবাহ দেবেন সে তখনি কোর্‌বে আমরা তাই জানি, এতে আবার বরের মত, কনের মত এতো কখন শুনিনি। আর কি আশ্চর্য্য! তখনকার ছেলেপিলের বিবাহে আমোদই বা কত ছিল! যেমন তেমন হোক না কেন, তাদের বিবাহ হোল্যেই হোলো। বিয়ের জন্যে তারা বাপ মায়ের কত খোসামোদ কোত্তো। এখন কালে কালে হোলো কি, এদের বিবাহ কর্‌বার জন্যে সাধ্যসাধনা কোত্তে হয়। কি আশ্চর্য্য! চিনির পানা খাও খাও বোল্যে কারে সেধ্যে খাওয়াতে হয়? যা হোক্, ধন্য কলিকাল!

হরি। তাঁর বিবাহে অমত কেন? আপনি বিবাহের জন্যে যে পাত্রী স্থির কোরেছেন, সেটি তো কুৎসিতা নয়?

পরা। তেমন পাত্রী মেলা কঠিন, যেমন সুন্দরী তেমনি গুণবতী। আর এ বিবাহে অনেক লাভ আছে। ব্রাহ্মণের বিলক্ষণ বিষয় আছে, সেই একটিমাত্র কন্যা, সুতরাং সেই সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হবে। তা এতেও যদি বিবাহে ওর অমত হোলো, তবে আর আমি কি কোরি বোলুন?

হরি। কি আশ্চর্য্য! এতেও তাঁর অমত! তবে তিনি স্বর্গের অপ্সরা চান্ না কি?

রাম। এখনকার বাবুদের যে কিরকম ধরণ, কিছুই বলা যায় না। মেয়ের হাজার গুণ থাক না কেন, একটু লেখাপড়া না জানা থাক্‌লে তাঁদের মন ওঠে না। বোধ করি, এ মেয়েটির লেখাপড়া জানা নেই।

পরা। তিনি যেমন লেখাপড়া জানেন, অনেক ছেলে তেমন জানে না।

রাম। তবু তাঁর এতে অমত! তবে তিনি পাগোল হোয়েছেন বোল্‌তে হবে।

হরি। ওহে, তা নয়, আমি এর ভাব বুঝিছি। বিবাহটা একপ্রকার লজ্জার কথা। বাপ ছেলেকে বিবাহে মত জিজ্ঞাসা কোল্‌লে, ছেলে কি মুখ ফুটে বোল্‌তে পারে আমি বিবাহ কোর্‌বো। তার স্পষ্ট প্রমাণ দেখ না কেন, মেয়েদের কাছে কোন একটা খাদ্য সামগ্রী নিয়ে গিয়ে "খাবে কি?" এমন কোর্য়ে তাদের জিজ্ঞাসা কোল্লে তারা কি তা খেতে চায়? আপনি এতে ওর মত জিজ্ঞাসা কোর্য়ে ভাল করেন নি, যেমন আর ও'র ছেলে মেয়ের হোয়ে থাকে,তেমনি কোল্লেই হোতো।

পরা। না মহাশয়, বিবাহে তার যথার্থই মত নেই। আপনি এই পত্রখান পোড়্যে দেখ্‌লেই সব জান্‌তে পার্‌বেন। (পত্রপ্রদান)।

মুকু। (পত্র উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক ক্ষণ কাল তাহার উপর দৃষ্টিস্থাপন করিয়া) এ কি! ইংরেজী লেখা বুঝি?—না, একটা বাঙ্গালা শ্রী দেখ্‌ছি যে। (ক্ষণ কাল মৌনভাবে এক দৃষ্টিতে থাকিয়া) না মহাশয়, এ অক্ষর অত্যন্ত ক্ষুদ্র, চসমা ভিন্ন পড়া যাবে না। এখানে চসমা নেই, সুতরাং আমরা কেউ এ পত্র পোড়্‌তে পার্‌বো না।

পরা। আচ্ছা, তবে মকরন্দকে ডাকিয়ে আনি। আমিও তখন পত্রখানা ভাল পোড়্ তে পারি নি। আর বুড়ো হোয়্যে এলেম ; ভাল নজর চলে না। (আকাশে) ও রে রামা আ আ!

(নেপথ্যে আজ্ঞে যাইইই)

মুকু। হ্যাঁ, উত্তম কথা, তারা এ সব লেখা বেস্ পোড়্ তে পারে। এখনকার লেখার এক আলাদা ছাঁদ হোয়েছে।

তামাক লইয়া রামার প্রবেশ।

পরা। অরে রামা, তামাক রেখ্যে এক বার মকরন্দকে ডেকে আন্ তো।

রামা। (হুঁকা দিয়া) যে আজ্ঞা (প্রস্থান)।

হরি। মকরন্দটি বুঝি সত্য বাবুর বন্ধু ?

পরা। না, সেরকম পাতানে বন্ধু নয়। ছেলে-ব্যালা অবধি ওদের দুজনে বেস্ প্রণয় আছে।

মকরন্দের প্রবেশ।

মক। আপনারা আমাকে কিজন্য ডেকেছেন ?

পরা। তুমি ঐ পত্রখানা পড়্যে এঁদের শানাও।

মক। (পত্র গ্রহণ করিয়া স্বগত) এ যে বন্ধুর সেই নিদারুণ পত্র দেখ্‌চি! এও আমাকে মুখ দিয়ে উচ্চারণ কোত্তে হবে! অথবা কি করি। (পত্রপাঠ)

আমি গৃহত্যাগী হইতেছি। কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। অবশ্যই তাহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে। যদি আমার কিঞ্চিৎ বর্ণনাশক্তি থাকিত, যদি আমি স্বীয় মনোগত ভাব আপনার হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতাম, যদি আপনি তাহাতে বিশ্বাস ও আস্থাপ্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে আমি সেই কারণ আপনকার গোচর করিতাম। যাহা হউক, এক্ষণে আমার প্রর্থনা, আপনি লোকের নিকট, দুরাত্মা উন্মাদগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছে, এ কথা না বলিয়া আমার গৃহত্যাগের অন্য কোন কারণ প্রদর্শন করিবেন।

আমি এক্ষণে কোথায় যাইব, তাহার স্থিরতা নাই। যদি আমি অধিক দিন পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন না করি, আপনি স্থির করিবেন, আমি পরলোকে গমন করিয়াছি। জ্ঞানোদয় অবধি আমি পরলোক গমনের সুগম পথ অন্বেষণ করিতেছি,

অদ্যাপি পাইয়া উঠিলাম না; বোধ করি, এখনও কেবল তাহারই অন্বেষণে যত্ন করিব। আহা! যে দিবস আমি আমার হৃদয়ক্ষেত্রের চিরসম্ভূত সেই বাসনালতার ফল দর্শন করিব, সে দিবস আমার আহ্লাদের সীমা থাকিবেক না। তখন আমার চিত্তবিহঙ্গ সংসারপিঞ্জরের তীব্র যন্ত্রণা হইতে চির কালের জন্য মুক্তিলাভ করিবে।

আমি অতি পাপশীল ও মলিনহৃদয়। পাপী ব্যক্তিকে হৃদয়াবাসে স্থানদান করিলে, আপনাকেও কিয়দংশে পাপস্পৃষ্ট হইতে হইবে। অতএব, আমার প্রার্থনা, পাপাত্মা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেই আপনি তাহাকে আর মনোমধ্যে স্থানদান করিবেন না।

আমা হইতে ভূমণ্ডলের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি দেশান্তরে কিংবা লোকান্তরে গমন করিলে, আমার নিমিত্ত কেহ শোকাকুল হইবেন কি? কখনই নহে। কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি উদ্যানমধ্যগত বিষবৃক্ষের উচ্ছেদ দেখিয়া কাতর হইয়া থাকেন?

আমি আপনকার আজ্ঞানিরপেক্ষ হইয়া গমন করিতেছি, ইহাতে আমার সম্পূর্ণ যথেচ্ছাচরণ

হইল। যদি আমি অসুখদানসমুদ্ধত চিত্তদন্তীকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইতাম, কখনই পূজ্যোপেক্ষারূপ দুস্তর পাপপঙ্কে পদার্পণ করিতাম না। আপনি আমাকে একপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত স্থির করিয়া আমার এই গুরুতর অপরাধ মার্জনা করিবেন।

আমার যেরূপ স্বভাব, তাহাতে কোন ব্যক্তি আমা হইতে সুখী হইবেন এমন বোধ হয় না। আমি প্রায় সকলেরই মতের বিপরীতাচরণ করিয়া থাকি। আমার যে কার্য্য ভাল বোধ হয়, নিতান্ত গর্হিত ও একান্ত দূষ্য হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। আমি অন্যের দোষপ্রদর্শনরহিত নিষেধবাক্যে সহসা আস্থাপ্রকাশ করি না। সুতরাং প্রাচীনরীতির বশীভূত যুক্তিনিরপেক্ষ ব্যক্তিরা সকলেই সর্ব্বদা আমার প্রতি বিরাগপ্রদর্শন করিয়া থাকেন। সকলের বিরাগভাজন ও অসুখকারন হইয়া দুর্বহ দেহভার বহন করিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। মানব কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সকলের বিরাগোৎপাদনে জীবনক্ষেপ করাও সামান্য দুঃখের বিষয় নহে।

জ্ঞানোদয় অবধি চিন্তারাক্ষসী আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। আমি এ পর্য্যন্ত তাহার হস্ত হইতে

মুক্তিলাভ করিতে পারিলাম না। বোধ করি, আমার জীবগ্রহণ না করিয়া সে ক্ষান্ত হইবে না।

জন্মাবধি কখন আমি মানসিক সুখ লাভ করি নাই; বোধ করি, আর কখন করিবও না এরূপ সুখমাত্রবিবর্জ্জিত ও চিন্তাবিষে জর্জ্জরিত হইয়া আমি আর কত কাল দেহভার বহন করিব? এক্ষণে যে অচিকিৎসনীয় মানসিক ব্যাধি আমার আশ্রয় করিয়াছে, বোধ করি, ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ পরম কারুণিক শমন কৃপা করিয়া জীবিতরসায়ন সেবন না করাইলে কোন ক্রমেই তাহার উপশমহইবে না।

জন্মাবধি আমি আপনকার নিকট কত অপরাধ করিয়াছি বলিতে পারি না। বোধ করি, সে সকল অপরাধ আপনার ক্ষমাযোগ্য নহে। যাহা হউক, ভরসা করি. যখন আপনি বাল্যকালে ক্রোড়ে মলত্যাগপ্রভৃতি প্রবল দৌরাত্ম্য সকল অবিরক্ত চিত্তে সহ্য করিয়াছেন, তখন এক্ষণকার দুর্বুদ্ধিবিহিত অপরাধ সকলও সহ্য করিবেন; যদি একান্ত অসহ্য হয়, আমাকে উদ্দেশ করিয়া বারংবার তিরস্কার করিবেন; দুর্বুদ্ধি, কদাচার ও পাপশীল বলিয়া যৎপরোনাস্তি ঘৃণাপ্রকাশ

করিবেন, এবং সাধ্যানুসারে দুরাত্মাকে হৃদয়-মন্দিরের বাহির করিতে চেষ্টা করিবেন।

এক্ষণে, এই আসন্ননির্বাণ হতভাগ্য কয়েক বিষয়ে যৎপরোনাস্তি সন্দিহান ও উৎসুক হইয়া আপনকার নিকটে তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা অবগত হইবার অভিলাষ করিতেছে—

১। মনে করুন, এক ব্যক্তি কোন গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছে। সে তাহার বহির্ভাগ হইতেই সিংহব্যাঘ্রপ্রভৃতি হিংস্র জন্তুর ভীষণ নিনাদ শুনিতে পাইলে। তাহার শরীর নিতান্ত হীনবল, সঙ্গে কোনপ্রকার প্রহরণ নাই। তখন তাহার কি কর্ত্তব্য?

২। এক ব্যক্তিকে কোন উন্নত বৃক্ষের অগ্র শাখা হইতে ফল পাড়িতে হইবে। উঠিতে গিয়া সে তাহার মূল দেশেই স্খলিতপদ ও কম্পিততনু হইতে লাগিল। সে অবস্থায় তাহার কি করা বিধেয়?

৩। কোন ব্যক্তিকে তাহার আত্মীয়গণ হুতাশনে প্রবেশ করিতে আদেশ করিতেছে। ভয়বিহ্বল হইয়া সে তাহাদের নিকট নানাপ্রকার অনুনয় করিতেছে, তাহারা কিছুই শুনিতেছে না। কিন্তু

তাহার প্রকারান্তরে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় আছে। তখন তাহার কি করা উচিত?

৪। কোন ব্যক্তির উরুদেশে স্ফোটক হইয়াছে। চিকিৎসক তাহার গণ্ডস্থলে অস্ত্রচালনা ও ঔষধ-লেপন করিলেন। তাহাতে তাহার আরোগ্যলাভ হইবে কি?

৫। কোন ব্যক্তি নদীতে স্নান করিতেছিল। পদস্খলন কিংবা অন্য কোন কারণ বশতঃ সে হঠাৎ গভীর জলে পতিত হইল। তখন অসাবধানতানিবন্ধন অগ্রে তাহাকে ভৎর্সনা করা উচিত, না যাহাতে তাহার রক্ষা হয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য?

পরা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আপনারা শুন্‌লেন, এতে আর কি বোধ করেন। সে দিন আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে ছিলেম, দুটো একটা গালও দিয়ে ছিলেম। তাতে সে এই পত্রখানা লিখ্যে রেখ্যে কাল্ সন্ধ্যের সময় কোথায় যাচ্ছিল, আমার চাকর গিয়্যে ফিরিয়ে আনে।

মুকু। ভাল, এতে তাঁর বিবাহ কোত্তে ইচ্ছা নাই, এমন কি বুঝালো? অন্য কোনরকম মনের কষ্টোও তো থাকতে পারে?

হরি। হুঁঃ, মহাশয়, ঐ শেষকালে যে হেঁয়ালির মত কটা কথা লিখেছেন, তাতেই বেস্ বোধ হচ্চে, তাঁর বিবাহ কোত্তে বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে, কিন্তু আর কোনপ্রকার মনের কষ্ট পাচ্চেন।

পরা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) কি জানি মহাশয়! আমি তো অবাক্ হোয়েছি। আমার ইচ্ছে হয়, আমি এখনি গলায় দড়ী দিয়ে্য মোরি।

মুকু। (মকরন্দের প্রতি) আচ্ছা বাপু, তোমার সঙ্গে তো সত্য বাবুর যথেষ্ট আলাপ আছে। তুমি কি তাঁর মনের কথা কিছু শুন্‌তে পাও নি?

মক। মনের কথা আর কি, তাঁর বিবাহ কোত্তে কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই।

মুকু। তাঁর বিবাহে ইচ্ছা নেই, তা তো দেখ্‌চিই; সে আর নূতন কথা নয়; কি জন্যে ইচ্ছা নাই, তার কিছু শুনেছ কি?

মক। তা শোন্‌বারই বা প্রয়োজন কি? বিবাহব্যাপারটি সহজ ব্যাপার নয়। এতে অনেক বিবেচনার অপেক্ষা করে। বিবাহ কোত্তে যখন তাঁর ইচ্ছা নেই, তখন ধরে্য বেঁধে্য বিবাহ দেওয়া কি উচিত?

রাম। অনুচিতই কি হোলো? উচিতই তো। তাঁর একটু অনিচ্ছার জন্যে এতবড় বংশটা একেবারে লোপ হবে?

মক। কেন, ওঁর আরও তো সন্তান আছে। তাদের দ্বারা কি বংশরক্ষা হোতে পারে না?

হরি। কেবল বংশরক্ষার জন্যেই কি লোকে পুত্রের বিবাহ দেয়? শরীর তো অনিত্য। কখন তার ভদ্রাভদ্র কি হয় বলা যায় না। কর্ত্তার এই আসন্ন কাল। এখনও যদি পুত্রের বিবাহ না হয়, তবে ওঁর মানবজন্মের যে একটি প্রধান সাধ, তা আর মিট্‌লো কোই?

মক। কি প্রধান সাধ?

হরি। পুত্রবধূর মুখ দেখ্যে পৌত্রকে কোলে কোর্য্যে মরণ!

মক। যদি তা ওঁর কপালে না থাকে?

রাম। ঐ দেখুন মশায়, কথার প্যাচপড়ন। ওদের কি কথায় পার্‌বার যো আছে? আপনারা ওর সঙ্গে কেন মিছে বাগ্বিতণ্ডা কোচ্চেন, ওরে পেরে উঠ্‌বেন না।

মুকু। বাবু, আপনি এক বার সত্যশীলকে ডেক্যে পাঠান। আমরা সকলে তাঁরে পাঁচুট

উপদেশ দি, তা হোলেই সে এতে সম্মত হবে। সে বালক; হয় তো কে তাকে বোলেছে, নয় তো সে কোন পুস্তকে পোড়েচে, বিবাহ কোত্তে নেই, তাই অমন হোয়েছে।

রাম। মহাশয়, ঐ ইংরিজি বই গুলোতে কেবল ঐ সব কথাই লেখা থাকে। আমি শুনেছি ওতে লিখেছে, সন্ধ্যে আহ্নিক কোরো না, মা বাপকে ভক্তি কোরো না, জুতো পায়ে দিয়ে খাও। তা না হোল্যে যে ইংরেজি বই ছোঁয়, তারই ঐ দশা ঘটে কেন ?

পরা। আজ্ঞে না, ইংরিজি পুস্তকে ওরকম লেখা থাকবে কেন ? ও ভাষাটা বড় মন্দ নয়। তবে যারা ইংরেজি পড়ে, তারা সাহেবদের মত চাল চালে এইমাত্র দোষ।

রাম। আজ্ঞে হ্যাঁ, তার সন্দেহ কি ? পুস্তকে কখন ওরকম লেখা থাকে ? আর আজ কাল ইংরেজির তুল্য ভাষা নাই, তাতে আবার রাজ-ভাষা। আমি শুনেছি, ইংরেজিতে যত বই আছে, সব তাতেই প্রায় ভাল ভাল উপদেশ পাওয়া যায়।

পরা। মকরন্দ, তুমি সত্যকে এক বার এখানে আস্‌তে বলো গে।

(মকরন্দের প্রস্থান)

সত্যশীলের প্রবেশ।

পরা। সত্য, পণ্ডিত মহাশয়েরা তোমাকে কি বলেন, মন দিয়ে শোন্‌।

মুকু। সত্যবাবু, তুমি বিয়ে কোত্তে চাও না কেন?—আঁ! কেমন খাসা রাঙ্গা বউ হবে, কত ঘটাঘটি হবে! তা এতে তোমার অমত কেন? দেখ দেকি, তোমার বাপ কত দুঃখিত হোয়েছেন! তুমি বিয়ে কোত্তে চাও না বোল্যে উনি আমাদের কাছে কত দুঃখু কোল্লেন। তা তুমি বিয়ে কোর্‌বে বই কি? ছিঃ অমন কথা বালা কি তোমার ভাল দেখায়? তুমি তো অবুঝ নও। কেমন? (গায়ে হাত দিয়া) তোমার মত হোয়েছে তো? তুমি কথা কোচ্চো না যে?—

হরি। 'মৌনং সম্মতিলক্ষণং' মত হোয়েছে। তা না হবেই বা কেন? উনি তো আর নির্বোধ নন।

রাম। কেমন বাবু, মত হোয়েছে? আর এতে তোমার কোন কথা নেই?

সত্য। (সবিরাগে স্বগত) কি উৎপাত! মকরন্দ কেন আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলে! (প্রকাশে) আপনারা কেন আমায় বিরক্ত করেন? আমার বিবাহ কোত্তে ইচ্ছা নেই আগেও বোলেছি, এখনও বোল্‌চি, আর পরেও বোল্‌বো।

পরা। (সরোষে) কি! তুমি ওঁদের অবজ্ঞা কোল্লে! আমাকেও মান্‌বে না, আবার অন্যের কথাতেও অশ্রদ্ধা কোর্‌বে! এতই বিজ্ঞ হোয়েছ! য়াও, তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও, যা খুসি তাই করো। আমি আর তোমাকে চাই নে। তোমার মত ছেলে থাকার চেয়ে না থাকা ভাল। আমি এই তোমাকে সকলের সাক্ষাতে ত্যজ্য পুত্র কোল্লেম।

সত্য। উত্তম। (প্রস্থান)

সকলে। বাবু স্থির হউন, ছেলের উপর রাগ কোর্‌বেন না। ওদের সকল অপরাধ কি ধোত্তে আছে? ওরা কখন মারে, কখন গাল দেয়, তা বোল্যে কি ছেলে মেরে ফ্যালা উচিত?

পরা। (সজোরে) না মহাশয়! আমার আর সহ্য হয় না। বাপে ছেলের পায়ে তেল দ্যায় আপনারা কোন্ কালে শুনেছেন? আমি তাও কোরেছি, তবু ওর মন পেলেম না। যা হোক্, আমার আর সংসারধর্ম্মে কাজ নেই। আমি কাশী গিয়ে দণ্ডী হবো, তা হোল্যেই আমার সকল যন্ত্রণা দূর হবে।

(সকলের তূষ্ণীম্ভাব)

মুকু। তা আর কি কোর্‌বেন? সন্তান হোতে সুখও আছে, দুঃখও আছে। কুপুত্র হোল্যেই পিতা মাতার যন্ত্রণার কারণ হয়। সে পরমেশ্বরের হাত। তাতে দুঃখিত হওয়া উচিত হয় না। আপনার যা কর্ত্তব্য কার্য্য আপনি তা করুন; তার পর ওর যা অভিরুচি হয়, ও তাই কোর্‌বে। পুত্রের বিবাহ দিয়ে পিতৃকুল তর্পণের উপায় করা পিতার কর্ত্তব্য। আপনি সে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন কোর্যে পরমেশ্বরের কাছে নির্দোষ হউন।

সকলে। এ উত্তম পরামর্শ। বাবু তাই করুন্। তা নইলে আর অন্য উপায় কিছু দেখা যায় না।

পরা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আপনা-

দের যা অনুমতি। আমি সেই জন্যই আপনাদের ডেকেছি।

হরি। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হোয়েছে কি?

পরা। আজ্ঞে হ্যাঁ, সম্বন্ধে আর কোন গোল নাই।

মুকু। তবে এ কর্ম্মে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। আপনি পত্রাদি কোরে্য, এই ১২ই উত্তম দিন আছে, সেই দিনে বিবাহ দেন। অদ্য বুঝি ৯ই হোলো? মাঝে আর দুদিন আছে। তা সমারোহ এর মধ্যে কিছু না হয় নাই হোলো। সে সব বিবাহের পর হবে। এখন এ কর্ম্ম যাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয়, আপনি তাই করুন। বোধ হোচ্চে, ধোরে্য বেঁধে্য বিবাহটা দিলেই তার সকল দৌরাত্ম্য সেরে যাবে। ছেলে শাসন কর্‌বার অমন ঔষধ আর নেই।

সকলে! হ্যাঁ, এতো কথাই বটে। তা বাবু এই দিনেই বিবাহের উদ্যোগ করুন।

পরা। যে আজ্ঞা, আপনারা যা আজ্ঞা কোর্‌বেন, আমি তাই কোর্‌বো। কিন্তু আমার এক ভয় হোচ্চে পাছে তাতে উল্‌টো হোয়ে ওঠে।

সকলে। আপনার কোন ভাবনা নেই। আমা-

দের অপেক্ষা তো আর আপনি অধিক জানেন না। আমরা ওরূপ অনেক দেখেছি। আপনি নিঃসংশয়ে বিবাহের উদ্যোগ করুন। আমাদের আশীর্বাদে আপনকার কার্য্যে কোন বিঘ্ন ঘোটবে না। এক্ষণে আমরা আসি, বেলা হোলো।

পরা। যে আজ্ঞা, আপনকাদের আশীর্বাদেই আমার সকল মঙ্গল। সে দিনে যেন আপনাদের পদধূলি পড়ে। আপনারা আমার গুরু, যা আদেশ কোর্‌বেন, আমি তাই কোর্‌বো। এক্ষণে আপনারা অনুগ্রহ কোরে এই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করুন, এ যদিও আপনাদের দেওয়ার যোগ্য নয়। (সকলকে একটি একটি আধুলিদান)।

সকলে। (আশীর্বাদ করিয়া) বাবু চিরজীবী হউন। আপনিই আমাদের প্রতিপালক, হর্ত্তা, কর্ত্তা সকলই আপনি। আপনি আমাদিগকে দেবেন না তো আর দেবে কে? যথেষ্ট হোয়েছে! (স্বগত) বেটা এমনি পাষণ্ড! এত ক্ষণ বকিয়ে বকিয়ে শেষে কি না একটি আধুলি! দুত্তোর কৃপণের (প্রকাশে) তবে আমরা বিদায় হই। (প্রস্থান)।

গর্ভাঙ্ক

প্রকাশ্য পথ।

একটি শিশু পুত্র ক্রোড়ে সজল নেত্রে
সুখদার প্রবেশ।

সুখ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)
হায়! পোড়া পেটের জ্বালায়
আর জ্বালা সহা নাহি যায়!
কবে রে কৃতান্ত! মোর করিবি জীবন ভোর?
এড়াইব এ যাতনা দায়।
অরে বিধি নিঠুরপরাণ!
এ তোমার কেমন বিধান?—
জনক পাবকসম, জনন বাঘিনী মম,
পরিজন কুঠারসমান।
কেন রে দুর্ভাগ্য সুতধন!
কোরেছিলি জনমগ্রহণ
এ দুখিনী গর্ভপরে? কে তোরে মমতা করে?
কে বা কাঁদে দুখের কারণ?
ত্যজ ওরে জীবন! আমায়,
আর কত দহিবিরে হায়!

এত অপমান সয়ে রহেছ নিশ্চিন্ত হয়ে!
এত দুখে বাঁচা কিরে যায়?

(শিশুর প্রতি) বাছা! চল্, আমি তোর হাত ধোরে গাঁয়ে গাঁয়ে ভিক্ষে কোরে খাবো, সেও ভালো, তবু এমন বাপের ভাতে আমার কাজ নেই। (রোদন) বাছা! তুই কি কাল হোয়ে আমার পেটে এসেছিলি। তুই না থাক্‌লে, এত দিন আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে সকল দুঃখু দূর কোত্তেম (রোদন)।

শিশু। মা, তুই কাঁদিস্ কেন? আঁ আঁ আমার খিদে পেয়েচে! তুই আমাকে এ কোথায় আন্‌লি (রোদন)।

সুখ। (অশ্রুতি প্রকাশ করিয়া) হা বিধেতা! তুমি আমার কপালে কি মরণ লেখ নি? আমি কত কাল আর এ যন্ত্রণা সোইবো?

শিশু। (সরোদনে) ও মা, তুই আমাকে এ কোথায় আন্‌লি? আমার যে বড় খিদে পেয়েচে।

সুখ। (অশ্রু মার্জ্জন করিয়া) বাছা! আমি তোর দুঃখিনী মা, খাবার কোথা পাবো? আমি তোকে এ রাস্তার ধূলোও এক মুটো সাহস কোরে দিতে পারি না। তুই সেই পরমেশ্বরকে ডাক্

তিনিই তোকে খাবার দেবেন (পুনর্বার রোদন)।

শিশু। (সরোদনে হস্তপদাদি কুর্দ্দন করিতে করিতে) কেন, তুই আমাকে কত্তা মার কাছে নিয়ে চ। তিনি এখনি আমাকে খাবার দেবেন।

সুখ। (অশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে) বাছা! তোর কত্তা মা কি আছে? তোর নতুন কত্তা মা তোকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

শিশু। (পূর্ব্ববৎ) না, ছ্যায় নি, তুই চ, আমার বড় খিদে পেয়েচে।

সুখ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) চ, আমি তোকে বুকে কোর্য়েই গঙ্গার জলে ঝাঁপ দেবো। এ পাপ সংসারে আর কেউ যেন আমার নাম না করে (শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া গমনোদ্যম)।

সরোষে হরিহরের প্রবেশ।

হরি। (ক্রোধান্ধ নয়নে) হারামজাদীর ছ্যাখা পাই, তো একটা কিলে মুণ্ডটো পেটের ভিতর সেঁদ কোর্য়ে দি! (অগ্রে দেখিয়া সরোষে) এই যে হারামজাদী পথের মাঝে ছেলে কোলে কোর্য়ে—(সত্বরে নিকটে গিয়া প্রহার) হারামজাদি! গন্তানি! তুমি পাড়া জজিয়ে আমার নিন্দে কোর্য়ে ব্যাড়াচ্চো! (পুনঃ প্রহার) আজ

আমি তোকে মেরে ফেল্‌বো একেবারে, তোর কোন্ বাবায় আট্‌কায় আট্‌কাক দেখি!—

সুখ। (উচ্চৈঃ স্বরে) ওগো আমি মোলেম্ গো! ওগো, আমাকে মেরে ফেল্লে গো! ওগো তোমরা দ্যাখো গো!

(মাতার দুর্দশা দেখিয়া শিশুর রোদন)

হরি। (সরোষে) ফের্ চ্যাচাবি! আমি তোর মুণ্ডুটো ছিঁড়ে ফেল্‌বো, জানিস্ নে! তুমি চেনো না আমাকে, আমি কেমন বান্দা! গস্তানি! এই শোন্, যদি তুই আমার স্ত্রীর দাস্যবৃত্তি কোরে্য থাক্‌তে পারিস্, তবেই আমার বাড়ীতে তোর স্থান হবে, নইলে ঝাঁ্যাটা পিটে কোরে্য দূর করে্য গঙ্গা পার কোরে্য দিয়ে আস্‌বো। জানিস্ নে? মেয়ে হোয়ে এত প্রশ্রয় তোর!

শিশু। (সরোদনে) ও কত্তাদাদা! তুই মাকে অমন কোরে্য মাচ্চিস্ কেন? আঁা—আঁা—

হরি। চুপ রাও, হারামজাদ্‌কে, বাচ্ছা। যোমের বাড়ী যেতে ইচ্ছা হোয়েছে। (সুখদার ক্রোড় হইতে বলপূর্ব্বক শিশুকে লইয়া চপেটাঘাত)

সুখ। (উচ্চৈঃ স্বরে) ওগো, আমার ছেলেকে

মেরে ফেল্লে গো! ওগো, তোমরা দ্যাখো গো! ও মা আ আ!—

হরি। ফের্ চ্যাঁচাবি! হারামজাদি! মরণকে ভয় নেই তোমার? চল্ বাড়ী চল্, নইলে তোর হাড় গুঁড়ো কোর্‌বো এখানে। বজ্জাৎ কোথা-কার!—(শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া কান্দিতে কান্দিতে সুখদার প্রস্থান) গস্তানি! গস্তানীর রাত্ দিন কেবল দ্যাও, দ্যাও, দ্যাও, বই আর কথা নেই, এক কড়ার উপকার হবার যো নেই।

বিরক্ত ভাবে গদাধরের প্রবেশ।

গদা। (সবিরাগে) নাঃ, একটা মেয়েয় আমাকে সাল্লে। এই দুপুর ব্যালা—এখন কোথায় আমি বদ্যি বদ্যি কোরে্য বেড়াই? আমার মরণটা হয় তা হোলেই বাঁচি! আর মেয়ের হুকুম খাটতে পারি নে। (অদূরে হরিহরকে দেখিয়া স্বগত) এ কি! এ ব্রাহ্মণ এত রেগেছে কেন? (প্রকাশে) কি মহাশয়! আপনাকে এত রাগত দেখ্‌ছি কেন?

হরি। আরে মহাশয়, জ্বলিয়ে পুড়িয়ে খাক্ কোল্লে একেবারে! আমি আর বাঁচি নে! [এক

মেয়ে হোতে আমাকে সংসারাশ্রম সব পরিত্যাগ কোত্তে হোলো দেখ্‌চি! —

গদা। (সবিস্ময়ে) কেন কেন, কি হোয়েছে?

হরি। আরে মহাশয়, একটা বিবাহ কোরেছি, তা সেটাকে ও আঁট্‌কুড়ী বিষ দ্যাখে, তার একটু সুখ সোইতে পারে না। সে দিন মশায়, তাকে এক খান ভাল কাপড় কিনে দিছি, ও সেই হিংসেয় মোলো! রাত্ দিন গমর গমর কোচ্চেই। ওর ইচ্ছে ওকেও তেমনি একখান কাপড় কিনে দি। তা আমার এই অল্প আয়, এতে জোনাযাতে তেম্‌নি কাপড় একখানা কোর্য়ে দিতে হোল্যে তো আর আমি বাঁচি্‌নে! আঁট্‌কুড়ীকে শ্বশুরবাড়ী হোতে দূর কোর্য়ে তাড়িয়ে দিলে, ভাতার এক দিন নামও কোল্লে না। এখন আমার পুরী নাশ কোত্তে এসে ঢুকেছেন। আজ্ মশায়, তাকে এমনি দুর্বাক্যগুলো বোলেছে যে শুন্‌লে রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বোলে যায়। সে হাজার হোক ওর মা—তাকে একটু ভক্তি কোর্য়ে চলা উচিত। তা চুলোয় থাক্, ও তাকে উল্‌টো জুতো মাত্তে চায়!—

গদা। আরে ছিঃ ছিঃ ছিঃ, আপনি ওদের কথা আর বোলবেন্ না। আমি এই এক মেয়ে

হোতে নাজেহাল হোলেম। তার এক বিয়ে দিয়ে তো যদ্দূর নাকাল হোতে হয় তা হোলো। তাতে না বোলেছে এমন লোক নেই, না শুনেছি এমন কথাই নেই। আর আমি এমন কি মন্দ কাজ কোরেছি, তা তো বুঝ্‌তে পারি নে। বরটি সুশ্রী নয় বটে, তা সত্যি সত্যি এখন কার্ত্তিকের মত বর কোথায় পাবো? তা নইলে তো ও আবাগী-দের পচন্দ হয় না দেখ্‌চি!—

হরি। আরে রেখে দ্যাও হে পচন্দ হয় না। তুমি ষ্যামোন, তাই ও সব কথা কাণে করো। ওদের কি কিছুতে মন ওঠে? এ বিশ্বসংসার গ্রাস কোল্লেও ওদের ক্ষুধানিবৃত্তি হয় না। মেয়েমানুষ—তোর এত প্রশ্রয় কেন বাপু! থাক্‌বি, বাড়ীর আঁস্তাকুড় মুক্ত কোর্‌বি, উঠোন ঝাঁট দিবি, দুটো দুটো খাবি, এই জানি। তার আবার কাল বরপচন্দ হোলো না রে, মোটা কাপড় পোত্তে পারি নে রে, এ সব কেন?

গদা। আজ্ঞে হ্যাঁ, তার সন্দেহ কি? আমিও তো তাই বোলি। তা আমার যে ব্রাহ্মণী হোয়েছেন তাঁকে কিছুতে পার্‌বার যো নাই। একে তো সেই বিয়ের জন্যে আমাকে না বোলেছেন এমন

বাক্যই নাই। এখন মেয়ের একটু জ্বর হোয়েছে, তাইতে ভেব্যে গেলেন একেবারে! রাত্ দিনই বদ্যি ডাকো রে, হ্যান্ করো রে, ত্যান্ করো রে। আমি আর পারি নে মশায়, দেক্ হোয়েছি। এই দেখুন, এই দুপুর ব্যালা—রোদে কাট কাট্‌চে! লোকে ঘর থেকে বেরুতে পারে না! এখন বুঝি মেয়ে এক বার বোমি কোরেছে, তাই অমনি তিনি নিমকের চাকোরকে হুকুম কোল্লেন, যাও বদ্যি ডেক্যে আনো গে। তা মশায়, এক এক বার আমার ইচ্ছে হয়, আমি এ পাপ সংসার পরিত্যাগ কোর্য়ে কাশী গিয়্যে দণ্ডী হোই। মহাশয়, দিন দুয়ের মধ্যে আমার যা কিছু ছিল, সব নিকেশ হবার যো হোয়েছে। আমারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ—ভিখারী, আমরা রোজ বদ্যির খরচ যোগাবো কেমন কোর্য়ে?

হরি। তুমি যেমন স্ত্রৈণ! আমি হোল্যে স্ত্রীকে ছাই পেড়্যে কাটি। স্ত্রীলোকের এত প্রশ্রয় কেন? পত্নী হোয়্যে পতির উপর হুকুম! ভাই, তুমি নিতান্ত অপদার্থ! তা নইলে আর বুদ্ধিমান্ লোকে স্ত্রীর কথা কোন্ কালে কে শুনে থাকে? আপনার যা ভাল বোধ হবে, তাই কোর্‌বো,

তাতে অন্যের কথা কবার দরকার কি? তা ওরা যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হয়, তবে টের পায়। হোতো ন্যায়লঙ্কারের মেয়ে, তবে জান্‌তে পাত্তো হাঁ লোক বটে!—

(নেপথ্যে) অভাগিনি!

আহা! কি সুখের বার্ত্তা তোমার মরণ!
হৃদয় অনলে হোলো সলিলসিঞ্চন।
আজি তোরে অভাগিনী গণিয়া আমার
মানস শোকের শরে পুড়িবে না আর।
আর চিত্ত নিরবধি বিধির বিনাস
হেরিয়া তোমার পরে, হবে না হতাশ।
তেজিয়া ধরণীধাম দুখের জীবন,
পুণ্যবলে পরলোকে কোরেছ গমন,
এ নহে শোকের কথা সুখের বচন,
তবে কেন কাঁদি আমি তোমার কারণ?
কেন নেত্র! বাষ্প ধর বঙ্গনারী তরে?
অভাগা মোরেছে বোলি হাসিবে অপরে।
অরে চিত্ত! ক্ষান্ত হ রে বিরূপ রোদনে,
নতুবা এ নিন্দা তব ঘুষিবে ভুবনে।
এ দেশে বিদ্বেষ বড় রমনী উপর

গণয়ে তাহারে সবে যাতনা আকর।
মোরিলে মঙ্গল সে যে বাঁচিলে জঞ্জাল,
তবে কেন তার তরে ফেল অশ্রুজাল?
কি বল? তোমার চিত্ত তথাবিধ নয়?
মোরিলে অবলা নারী বিচলিত হয়?
কাঁদহ কাঁদহ তবে অভাগিনী বোল্যে,
নিবাহ হৃদয়বহ্নি নয়নের জলে।
ভগিনি! অবনিধামে আসিয়া, কেবল
দিবানিশি দুঃখরাশি করিলে সম্বল!
বিরাজমোহিনী নাম, দশা ভিখারিণী,
যাপিতে নয়ননীরে দিবস যামিনী।
অসহায় বাল্যকালে জননী তোমার
ছিঁড়িয়া মায়ার তন্তু, তেজিল সংসার।
স্বপ্নবশে 'মা মা' যদি বলিতে কখন,
সকলে বসনে তব চাপিত বদন।
কাঁদিলে জননী বোল্যে কেহ বা তোমায়
তাড়না কোরিতো বহু রোষভরে, হায়!
এমন সুখের নাম সুধার সমান,
করিল নিদয় বিধি যাতনানিদান!
উদিলে বাসনাতারা মানস অম্বরে,
তাড়না জলদরাজি ঘেরিত উপরে।

'মেয়ে হোয়ে হেন আশা কেন রে তোমার',
বলিয়া নিদয় পিতা রুষিতেন আর।
আহা! কি দারুণ দুঃখ তোমার মানস
মনোরথভঙ্গ লাগি কোরিতো বিরস।
দর দর নেত্রজলে ভাসিত বদন,
তথাপি কাহার নাহি ফিরিতো নয়ন।
বিধাতা তোমারে বুদ্ধি করিলা অর্পণ,
কেবল বিশেষ রূপে সহিতে যাতন।
মানস আকাশে তব সুখসিতকর
উদিত হোলো না কভু জনমভিতর।
দুঃখরবি ভীম ছবি ধরিয়া কেবল
দিবানিশি তাপরাশি করিল উজ্জ্বল।
বিদ্যা শিখিবারে তব কত বা যতন!
কিন্তু তাহে নিরবধি সহিতে যাতন!
কত জনে কত কটু কোহিতো তোমায়,
পিতার রোষের সীমা ছিল না তাহায়!
গ্রন্থ অভাবেতে ছিলে সতত দুখিনী,
গলিত সংবাদপত্র পড়িতে ভগিনি!
জনকভবনে যত যাতনানিকর,
ভুলিবে সে সব গিয়া স্বামীর গোচর;—
কিন্তু হা! বিধাতা তব এমনি বিমন,

সে পথে কন্টক পিতা করিল অর্পণ।
সুখশশী, আশাতারা, হৃদয় আকাশে
অস্তমিত একেবারে, আর না প্রকাশে।
লোকলাজভয়ে অশ্রু করিয়া বারণ,
অন্তরে কাঁদিতে সদা যাচিতে মরণ—
আজি সে কৃতান্ত তব পূরালো বাসনা,
পশিলে পবিত্র ধামে, ফুরালো যাতনা!
আহা! সে অবনিশয্যা রোগের সময়
স্মরিলে শতধা মম বিদরে হৃদয়!
অঙ্গদাহে ধরাতল কোরিছ লুণ্ঠন,
কেহ নাহি কাছে তাহে করিতে সান্ত্বন।
যাতনা অন্তরে,মুখে 'ওগো মা' বচন,
কে শোনে? কোথা বা তব জননী তখন?
পিতার হৃদয় বিধি পাষাণে নির্ম্মিল,
দিন তরে নাহি ফিরে তোমারে চাহিল!
আজি রবিসুতগেহে পশিলে ভগিনি!
তেজিলে জনম তরে এ পাপ মেদিনী।
আর কেহ নাহি তব করিতে রোদন,—
তোমার মরণ আজি সুখের কারণ!
কখন কলুষজালে হোলে না জড়িত,
বাল্যাবধি বিভু সহ হোয়েছে যাপিত।

কি ফল বা যশোধনে জীবনসলিলে ?
যে ভাবে আসিলে ভবে সে ভাবে চলিলে।
আজি হে জনক! তব পূরিল বাসনা,
আর তোমা অভাগিনী দেবে না যাতনা।
কাঁদ রে দুর্ভাগ্য! দুখে ছাড় রে ধরণী,
কোথা রবে? অভাগিনী তেজিল অবনি।
কাঁদিব কি আমি? না, না, লোকে যে দূষিবে,
অভাগা ভগিনী তরে কাঁদিল বোলিবে।
পুরুষের কার্য্য নহে এরূপ রোদন,
নতুবা কেন না এবে কাঁদয়ে ভুবন ?
অথবা বোলুক মোরে যে যা ইচ্ছা করে,
কাঁদিব রজনী দিন অভাগিনী তরে।
শুন হে ধরণীবাসি কর অবধান,
মোরেছে ভগিনী মোর দুখিনীসমান।

উভ। (সবিস্ময়ে) এ "ভগিনী" "ভগিনী" কোরে কে কাঁদে? এ বেটা তো কম মেয়ে মানুষ নয় দেখ্‌চি!—

(পুনর্নেপথ্যে)

দ্যাখ্ পাজি, ফের্ যদি তুই আমাকে অমন কোরে জ্বালাবি, তোর হাড় এক ঠেঙ্, মাস এক ঠেঙ কোর্‌বো—

উভ। একি! এ তনু ন্যায়লঙ্কারের শব্দ নয়?

অভয়ের গলা টিপিয়া ধরিয়া সরোষে তনু ন্যায়ালঙ্কারের প্রবেশ।

তনু। কেমন, কাঁদো! এখন চুপ্ কোল্লে যে? নরম কথায় বোল্লে যে হয় না। নিব্বুংশের বেটা পাজি "ভগিনী ভগিনী" কোর্য়ে আমার মাথা ধোরিয়েছে। যদি ভগিনীর উপর তোর এত টান, তবে তার সঙ্গে তুই সহমরণ যেতে পারিস্ নি?—

উভ। (অগ্রসর হইয়া) কি ন্যায়লঙ্কার ভায়া! কি হোয়েছে? আঁ—

তনু। কি হোয়েছে এই মেয়েমুখো বেটাকে জিজ্ঞেস্ কোরুন না। উঁঃ, মাত্তে পারি এক চড়, তবে আমার রাগ যায়—

উভ। কেন, কেন, আপনার ছেলের উপর এত রাগ কেন? ও কি কোরেছে?

তনু। আরে মহাশয়, আমি এমন আশ্চর্য্য কখন দেখি নি! আমার একটা মেয়ে ছিল—চির-রোগী। তার জ্বালায় বাড়ীশুদ্ধ লোকের হাড় ভাজা ভাজা হোয়েছে! সেই অভাগী আজ্ মোরেছে। তাতে সেও বেঁচেছে, আমরাও

বেঁচেছি। তা এ নিব্বংশের বেটার কান্নার ধমকে আমাদের বাড়ীতে টেঁকবার যো নেই! ওঁর ভগিনীর জন্যে বড় দুঃখু হোয়েছে!—উঁঃ, মারি অমনি!— মহাশয়! মেয়ের ব্যামো হোলো কোন্ কালে কে ডাক্তার বদ্যি ডেকে থাকে? আর কে বা তাকে রাত্ দিন্ বেদানা পেস্তা খাইয়ে থাকে? আমি তাই কোরি নি বোল্যে এ নিব্বংশের বেটার আর রাগের সীমা নাই। আমাকে যা ইচ্ছে তাই বোলচে।

উভ। (অভয়ের প্রতি) কি আশ্চর্য্য! এই জন্যে এত! ছিঃ ছিঃ ছিঃ, লোকে শুন্‌লে তোমাকে কাপুরুষ বোল্‌বে যে!—

অভয়। (কাতর স্বরে) মহাশয়, লোকে যা বোলুক, তা বোলুক, এখন আপনারা আমাকে ছেড়ে দিতে বোলুন। আমি এ দেশে আর থাক্‌বো না, তা হোল্যেই ওঁরে আর কোন কস্ট পেতে হবে না—

তনু। (বলপূর্ব্বক গলা ধাক্কা দিয়া) যা নিব্বংশের ব্যাটা! তোর যেখানে খুসি তুই সেখানে যা। আমি আর তোকে চাই নে। দুপাত ইংরিজি উল্‌টে বেটা একে বারে ধিঙ্গী হোয়্যে

পোড়েছেন। কাকেও আর বেটার কেয়ার হয় না। ফের যদি তুই আমার বাড়ীমুখো হবি, আমি তোর হাড় এক ঠেঙ্ মাস্ এক ঠেঙ্ কোর্‌বো। পাজি কোথাকার!— (বেগে অভয়ের প্রস্থান) যদি বেটার লজ্জা সরম কিছু থাকে। বেটা পাড়ার গোপিনীদের কৃষ্ণ হোয়েচেন, কোঁণে কাঁদাড়ে লোকের বউ ঝী পোড়িয়ে ব্যাড়ান। দুঃখের কথা বোল্‌বো কি মশায়, বাড়ীতে ওর এক বার টিকি দ্যাখ্‌বার যো নাই, কেবল খবার সময় বাড়ীর সঙ্গে যে সম্পর্ক। বেটা ঘুর্‌চেনই ঘুর্‌চেনই টোঁ টোঁ কোর্য়ে! আমি একটা কাজ বোল্লে হবার যো নাই! মাগীরে গু খেতে বোল্লেও তা খেতে পারেন—

উভ। ওর চরিত্র কি খুব খারাপ হোয়েছে?

তনু। ওর চরিত্র খারাপ হবে না? রাত্ দিন যে মেয়ে মানুষের কোণে থাকে, তার চরিত্র কখন ভাল থাকে? পায়খানার গামলার কাছে বেড়ালে গায়ে গু লাগে না?

হরি। তা ওদের সকল বেটাই ঐরকম। যে বেটা ইংরিজি ছুঁয়েচে তার আর ভদ্রস্থতা নাই। বেটারা অমনি মেয়ে মানুষের কেনা চাকর হোয়্যে

পোড়েছে। কি আশ্চর্য্য! এক কালে আমরাও তো ও সব কাজ কোরেছি, তা এত প্রকাশে তো পাত্তেম না। এ বেটাদের কাছে লজ্জা লজ্জা পেয়ে পালিয়েছে। বেটারা অনায়াসে সকল লোকের সাক্ষাতে মেয়ে মানুষের সঙ্গে কথা কয়, হাসি মস্কারা করে। ওদের পড়ান ও একটা ছল-মাত্র। কেন না আমি পড়াতে যাচ্চি বোল্লে বেকসুর খালাস, আর কারো কিছু বল্‌বার যো নেই। যা হোক, ধন্য রে কলিকাল! তোর মহিমায় না জানি আরও কত হবে! চল, আর এ রোদে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারা যায় না। ওহে বিদ্যাবাগীশ! চল, আর এ রোদে বৈদ্য ডাক্‌তে গিয়ে কাজ নেই। বাঁচ্‌বে কেন? আপনার শরীরটে রক্ষা করা চাই তো! চল, আমার বাড়ীতে চল, বোস্যে গল্পটা আস্‌টা করা যাগ্‌গে।

গদা। ব্রাহ্মণী কি বোল্‌বেন তাই ভাব্‌চি।

হরি। ব্রাহ্মণী আবার তোমাকে কি বোল্‌বেন? তুমি ব্রাহ্মণীকে হাকিম ভাবো না কি? তোমার ব্রাহ্মণী তোমাকে যাতে কিছু না বলেন, আমি তা কোর্‌বো। এখন চল।

(সকলের প্রস্থান)

মকরন্দের প্রবেশ।

মক। (ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া) ওঃ, কি ভয়ঙ্কর রৌদ্র !

কেন হে দিনেশ! দেখি এ ভাব তোমার
দীপ্ত ক্রোধানলে যেন ? দহিবে কি আজি
এ পাপ ভুবনে ? কিংবা দহিছ আপনি
পৃথ্বীবাসিপাপদাহে ? যা হোক তপন !
যদি পার হে সাধিতে এ সাধ আমার—
ধরণীদহন—হবো চির অনুগত ;
গাইব যশের গান মনের উল্লাসে।
আজি হে মিহির ! পৃথ্বী পাপিমহীরুহে
হোয়েছে নিবিড় কীর্ণ,—ভ্রান্তিলতা তাহে
ঘিরেছে যতেক শাখী ; কেমনে তথায়
বাসিবে ধরমবাসী—আয়াসবিমুখ ?
অই দেখ দবানল দহিছে সতত
অবিবেক ছলে,—কহ কেমনে তথায়
বিচরিবে সুখমৃগ মনের উল্লাসে ?
অতএব তীগ্মবসু ! যদি বসুবলে
পার নাশিবারে তার এ সব জঙ্গল,
তবে হে ধরণীরাজ্য কররে অর্পণ
বিভুরে সুকৃতকর—নহিলে কেমনে ?

যা হোক্, হে নির্ব্বোধ বঙ্গবাসিগণ! তোমরা পিতা হোয়্যে পুত্রের কতদূর অপকার কোচ্চো দেখ্যেও বুঝ্‌তে পাচ্চো না? বলপূর্ব্বক পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ কোর্য্যে তাদের সুখপথে চির কালের জন্যে কন্টক প্রদান কোচ্চো, কখন মনে উদয় হয় না? জগদীশ্বর যাকে সংসারগিরির একমাত্র সোপানস্বরূপ কোর্য্যে স্থষ্টি কোরেছেন, যার আত্মা স্বীয় আত্মা হোতে কিছুমাত্র ভিন্ন নয়, যাকে সুধামৃতের আধারস্বরূপ জ্ঞান কোর্য্যে পণ্ডিত-গণ যত্ন কোর্য্যে রক্ষা করেন, সেই অনুপম-প্রণয়াস্পদ রমণী সকল উপযুক্তপ্রণয়াভাবে ব্যভি-চারিণী হোয়্যে দিবানিশি কুমার্গে বিচরণ কোচ্চে দেখ্যে মন কিছুমাত্র বিচলিত হয় না? দিন দিন দেশমধ্যে সহস্র সহস্র ভ্রূণহত্যা হোচ্চে জেন্যেও পৃথিবীর অমঙ্গল বোধ হয় না? অথবা সকলই হোয়্যে থাকে; কিন্তু হায়! তোমরা উপায় থাক্‌তে আপনাদিগকে নিরুপায় ভেব্যে ক্ষুব্ধ হোচ্চো! আমাদের এ অপরিহার্য্য ভেব্যে নিরন্তর অন্তর্দ্দগ্ধ হোচ্চো! ভ্রান্তিমোহে অন্ধ হোয়্যে নানাপ্রকার তর্ক কোর্য্যে অযৌক্তিক কারণ সকল নির্দ্দেশ কোচ্চো, প্রকৃত কারণের প্রতি এক বার দৃক্‌পাত

করো না। আহা! বঙ্গদেশে যদি এই অসম্মত বিবাহরূপ প্রলয়মেঘ সমুদিত না হোতো, তা হোল্যে আর অজস্র এত অমঙ্গলবৃষ্টি পতিত হোতো না! (দীর্ঘ নিশ্বাস) যা হোক্, এখন বন্ধুর নিকটে যাই। যত ক্ষণ তাঁকে কথা বার্ত্তায় অন্যমনস্ক রাখ্‌তে পারি—(বিষণ্ণ বদনে সঙ্গিনীর প্রবেশ) এ কি! ইনি কে? যেন গভীর চিন্তার্ণবে ভাসমান হোয়্যে তরঙ্গ দ্বারা ইতস্ততঃ চালিত হোচ্চেন।

সঙ্গি। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই পশ্চাদ্‌গমনে স্বগত) না, আর কাজ নেই। উনি কি বোল্‌বেন। (পুনঃ স্বগত) হৃদয়! স্থির হও। প্রিয়সখী জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কোচ্চেন, তুমি ক্ষণ কালের জন্যে লজ্জা ত্যাগ কোত্তে পারবে না? (পুনর্বার কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া স্বগত) নাঃ, লজ্জা আমার চির শত্রু, বুঝি, আমায় কার্য্যসিদ্ধি কোত্তে দিলে না। এখন আমি ফিরে যাই। অথবা—

মক। (উৎসুক চিত্তে) ভাবে বোধ হোচ্চে, আপনকার কোন বিষম বিষাদের কারণ উপস্থিত হোয়েছে, নতুবা এ সময়ে আপনি বাটীর বাহির হবেন কেন? যদি আমার কাছে আপনার

কোন বক্তব্য থাকে, অসঙ্কুচিত চিত্তে আদেশ করুন, আমি আপনকার নিয়োগে পরম সুখী হবো।

সঙ্গি। (বহু কষ্টে ব্যবস্থিতবাক্ হইয়া মৃদু স্বরে) মহাশয়!—(পুনর্বার লজ্জায় বাগ্‌রোধ)।

মক। আপনি আমার ভগিনীতুল্য, আমাকে সহোদর জ্ঞান কোরে্য যা বোল্‌তে হয়, অবাধে বোলুন, কিছুমাত্র সঙ্কোচ কোর্‌বেন না।

সঙ্গি। (মৃদু স্বরে) মহাশয়! আমরা স্ত্রীলোক, অবলা; আমাদের কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই। আমরা আপন ইচ্ছায় কোন কার্য্যই কোত্তে পারি নে। আমাদের মনের বাসনা মনেই লীন হোয়ে যায়। আমাদের কোনপ্রকার আশা সে কেবল দুরাশামাত্র। বুঝি, সেই দুরাশারাক্ষসীর হস্তে আমার প্রিয়সখীর জীবনব্রত সাঙ্গ হয়! আপনি যদি রক্ষা কোত্তে পারেন—(রোদন)।

মক। (স্বগত) হৃদয়! আশ্বস্ত হও, বুঝি প্রিয় বন্ধুর মনোরথ পূর্ণ হয়। (প্রকাশে উৎসুক রূপে) তিনি কে? তাঁর কি হোয়েছে? আপনি রোদন কোর্‌বেন্ না, বিশেষ কোরে্য বোলুন। যদি তাঁর কার্য্যে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয়, আমি তাতেও সম্মত আছি।

সঙ্গি। (অশ্রুমার্জ্জন করিয়া) তবে বোলি শুনুন। বোধ কোরি, শুনে থাকুবেন, এই গ্রামে গদাধর বিদ্যাবাগীশ নামে এক ব্যক্তি বাস করেন। প্রথমে তাঁর একটি পুত্র সন্তান হয়। বিবাহের পরেই পুত্রটির মনে কিরূপ বৈরাগ্যের উদয় হোল্যে তিনি গৃহ ত্যাগ কোর্য়ে বিবেকী হন। কামিনী নামে তাঁর আর একটি কন্যা আছেন। তিনি মাতার স্নেহগুণে অবাধে বিদ্যা-শিক্ষা কোরেছেন। স্ত্রীলোকের পক্ষে যা সম্ভব এমন সকল কাব্যই উত্তম রূপে জানেন। তাঁতে কোন সদ্গুণের অভাব নাই; কিন্তু গ্রহবৈগুণ্য প্রযুক্ত তিনি কখন সুখী হোলেন না। আমি চির কাল তাঁর অনুগত। তিনি আমায় সখী সম্বোধন করেন; সুতরাং আমি তাঁর মনের কথা সকল জানুতে পারি। আমি দেখেছি, দিবানিশি তিনি এই ভাবুতেন, যেন আমি নির্গুণ পতির হস্তে পতিত না হই। তিনি এত যত্নে যে বিদ্যা শিক্ষা কোরেছেন, স্বামী তার পুরস্কারক্ষম হোল্যেই সার্থক হয়, এই তাঁর বাসনা ছিল। পরে যখন তিনি বিবাহযোগ্যা হোলেন, তখন এক দিন অপরাহ্লসময়ে আমরা উভয় সখীতে সরো-

বরে অবগাহন কোত্তে ছিলাম। সেই সময়ে এক নবীন সুপুরুষ সরোবরের চতুঃপার্শ্বস্থ উদ্যানে ভ্রমণ কোত্তে ছিলেন। দৈবাৎ প্রিয়সখীর আর তাঁর চারি চক্ষু একত্র হোলো। উভয়েই ক্ষণ কাল মন্ত্রমুগ্ধবৎ দণ্ডায়মান থেক্যে উভয়কে দর্শন কোত্তে লাগ্‌লেন। তখনও আমি কিছু জান্‌তে পারি নি। পরে কথার উত্তর না পেয়্যে ফিরে্য দেখ্‌লাম, প্রিয়সখী তৃষিতচাতকিনীর ন্যায় সেই পুরুষ-পুঙ্গবের মুখচন্দ্রমা অবলোকন কোচ্চেন। তিনিও যে নিশ্চিন্ত ছিলেন এমন নয়, এক দৃষ্টিতে প্রিয়সখীর লাবণ্যজলধির হিল্লোল দর্শন কোত্তে ছিলেন। উভয়ের কটাক্ষশরে উভয়েই আহত হোলেন। প্রিয়সখী অবলা, সমধিক কাতর হোয়্যে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কোত্তে লাগ্‌লেন। বোধ হোলো, যেন নৈরাশসর্প তখনি তাঁর হৃদয়বিবরে প্রবেশ কোল্লে। আমি সখীর এই অভাবনীয় ভাব দেখ্যে আর স্বজাতীয় ধর্ম্মের ও স্বদেশীয় রীতির বিষয় চিন্তা কোর্য্যে অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হোলাম; ভাব্‌লাম, উপদেশ দিয়্যে প্রিয়-সখীকে এ পথে পদার্পণ কোত্তে নিষেধ কোরি; কিন্তু তখন উপদেশে কি হবে? তিনি চৈতন্যশূন্য

হোয়েছিলেন। তাঁর মন কোথায়? দেহ হোতে বহির্গত হোয়্যে সেই পুরুষরত্নের অনুসরণ কোরেছে; হৃদয় নৈরাশসর্পের তীব্র বিষে জর্জ্জরিত হোয়্যে উঠ্‌লো; জীবন সন্তাপসাগরে ঝাঁপ দিল। আমি দেখ্যে, শুন্যে হতাশ হোয়্যে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম। বহু ক্ষণ পরে, প্রীয়সখীর চৈতন্যোদয় হোলো। তিনি লজ্জিত হোয়্যে ভাবগোপনের চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌লেন। কিন্তু সে ভাব গোপনে থাক্‌বে কেন? বোধ হোলো, যেন অনঙ্গ কার্ম্মুকে শরসন্ধান কোর্য্যে তাঁকে আক্রমণ কোরেছে; অনুরাগবারি তাঁর হৃদয়ে প্রোস্থলিত হোয়্যে উঠ্‌ছে। পরে দিনমণির সহিত সেই পুরুষমণি অন্তর্হ্নত হোলেন। প্রিয়সখী কমলিনীর সহিত মুদিত নেত্রে দুঃখসরোবরে ভাস্‌তে লাগ্‌লেন। পরে আমরা বাটী এলাম। সেই দিন অবধি নিদ্রা প্রিয়সখীকে পরিত্যাগ কোল্লে; মনের সুখ ভ্রমক্রমেও আর তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত কোত্তো না; চিন্তালতা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হোয়্যে তাঁর হৃদয়ক্ষেত্রের সমস্ত ভূমি অধিকার কোল্লে। তিনি গভীর রজনীকালে শয্যা ত্যাগ কোর্য্যে গৃহমধ্যে পদচারণ কোত্তেন; ঘন ঘন

নিশ্বাস ফেল্‌তেন; বারংবার বাতায়নসমীপে উপস্থিত হোয়ে প্রভাতের প্রতীক্ষা কোত্তেন। দিবাভাগে আমি তাঁকে বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত কোরে রাখ্‌তাম, চিন্তারাক্ষসী তাদৃশ পীড়ন কোত্তে পাত্তো না। নিশাকালে তাঁর যন্ত্রণার একশেষ হোতো। ক্রমে তাঁর শরীর দুর্বল, অঙ্গ ক্ষীণ, ও মুখ মলিন হোতে লাগ্‌লো। প্রিয়সখীর সে লাবণ্য আর কিছুই রোইলো না। তিনি রাহুগ্রস্তা শশিকলার ন্যায় দিন দিন বিকৃত হোতে লাগ্‌লেন। সকলে তাঁর সে অবস্থা দেখে ভূতাবেশ স্থির কোল্লে, আর তার প্রতিকারের জন্যে যা যা কোত্তে হয়, কোত্তে লাগ্‌লো; কিন্তু যে অদ্ভুত অনুরাগভূত তাঁর হৃদয়ে জাগরূক রোয়েছে, সামান্য উপায়ে তার প্রতিকার কে কোত্তে পারে? প্রিয়সখী দিন দিন আরও মলিন ও কৃশ হোতে লাগ্‌লেন। এ দিকে বিবাহের বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হয় দেখে পিতা সম্বন্ধ স্থির কোত্তে লাগ্‌লেন। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক, অর্থ পেলেই চরিতার্থ হন; সুতরাং বিশেষ অনুসন্ধান কোরে কুটুম্ব ঘরটি যাতে বিশিষ্টরূপ হয়, তারই চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌লেন। এখন তিনি একান্ত অর্থচিত্ত

হোয়ে যে পাত্রে কামিনীরত্ন সমর্পণ কোরেছেন, তা ভেকে মধুবিতরণতুল্য হোয়েছে। বোধ করি, আপনারা এ বৃত্তান্ত অবগত হোয়ে থাক্‌বেন। সেই অবধি প্রিয়সখীর মনের সুখ একেবারে দূর হোয়েছে। তাঁর জীবনে আর কিছুমাত্র আস্থা নাই। আশা তাঁর মানসে কখন স্থান প্রাপ্ত হয় না। তিনি তাকে দুরাশা বোলে ভর্ৎসনা করেন। তাঁর হৃদয়ক্ষেত্রে দিন দিন কেবল চিন্তা-রূপিণী বিষবল্লরীর বৃদ্ধি হোচ্চে। এখন সন্তাপাতিশয় প্রযুক্ত তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন কোরেছেন। বোধ করি, তাঁর জীবনবিহঙ্গ শীঘ্রই দেহপিঞ্জর ভেদ কোর্‌বে। শুনেছি, আপনকার বন্ধুই তাঁর এই দুর্দশার কারণ। আমি আপনাকে পথমধ্যে দেখে প্রিয়সখীর অসম্মতিক্রমেই এসেছি। তাঁর ইচ্ছা নয় যে মনের বেদনা মনের বাহির হয়। এখন আমার প্রার্থনা এই, যদি আপনকার বন্ধু এ আসন্ন কালে এক বার দর্শন দিয়ে প্রিয়সখীর মনের ক্ষোভ দূর করেন—(রোদন)।

মক। (ক্ষণ কাল নীরব থাকিয়া পরে দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত) ভদ্রে! তোমার প্রিয়সখীও যে বন্ধুকে নিশ্চিন্ত রেখেছেন এমন নয়, বন্ধু তাঁর

অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক কাতর হোয়েছেন। কামিনী বিবাহিতা হোয়েছেন অবধি তাঁর চিত্ত-শাখী দারুণ সন্তাপপবনে একেবারে ভগ্ন হোয়ে গিয়েছে। সুখবিহঙ্গম আর তথায় কুলায় রচনা করে না। প্রিয় সুহৃদের অবস্থা স্মরণ হোলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হোয়ে যায়! আমি অনেক চেষ্টা কোরেছি, কিছুতেই তাঁকে প্রকৃতিস্থ কোত্তে পারি নি। তিনি মনোবেদনায় অধীর হোয়েছেন। যা হোক্, যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তবে যাতে তাঁদের পরস্পর শুভ দর্শন হয়, তা কোর্‌বো। আমরা এত দিন হতাশ হোয়ে ছিলাম। তার চেষ্টাও কোরি নি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ভদ্রে! প্রিয় সুহৃদও যে তাঁর অদর্শনে অধিক দিন বাঁচ্‌বেন এমন বোধ হয় না।

সঙ্গি। মহাশয়, শুন্‌লেম তাঁর বিবাহের না কি উদ্যোগ হোচ্চে?

মক। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হ্যাঁ, সেই বিবাহই, বোধ কোরি, প্রিয় সুহৃদের কাল-স্বরূপ হবে। যা হোক্, এখন কোথায় গেলে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ হোতে পারে বোলুন।

সঙ্গি। যেখানে তিনি প্রিয়সখীর চিত্ত হরণ

কোরেছিলেন, সেইখানে হোতে পারে। আপনি তিন দিবস পরে তাঁকে সেই উদ্যানে লোয়্যে যাবেন। আমি এ অবকাশে যদি আশা ঔষধে প্রিয়সখীর হৃদয়ব্যাধির উপশম কোর্য্যে তাঁকে সবল কোত্তে পারি। নতুবা তিনি যেরূপ ক্ষীণ হোয়েছেন, তাতে তত দূর যেতে পার্‌বেন এমন বোধ হয় না। যা হোক্, এখন আমি বিদায় হই।

মক। হ্যাঁ, তবে এই কথাই স্থির হোলো। আমিও প্রিয় সুহৃদের নিকটে যাই; তাঁকে এ অবধি আশাপ্রদান কোর্য্যে প্রকৃতিস্থ কোরি গে।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক

কামিনীর শয়নগৃহ।

(রুগ্নশয্যায় রোরুদ্যমানা গলদশ্রুলোচনা কামিনী আসীনা)

অলক্ষিত রূপে সঙ্গিনীর প্রবেশ।

কামি। (অঞ্চলে অশ্রুমার্জ্জন করিতে করিতে) না, আর কাঁদ্‌বো না, কার জন্যে ক্রন্দন কোচ্চি? যে চোর আমার চিত্তরত্ন হরণ কোর্য্যে পালিয়েছে, সে কি ইচ্ছা কোর্য্যে দেখা দিবে? হৃদয়! আশ্বস্ত হও, তুমি নির্ধন হোয়েছো, পৃথিবীতে তোমার স্থান না হয়, পরলোকে যাও; এরূপ অরণ্য-রোদনে কি ফল? লোকে শুন্‌লেই বা কি বোল্‌বে? কি আশ্চর্য্য! দুরাশা! তুমি কি আমায় পরিত্যাগ কোর্‌বে না? আমার হৃদয়ে দিবানিশি অগ্নি জ্বোল্‌ছে, তবু সেখানে বাস কোচ্চো, কষ্ট-বোধ হোচ্চে না? দুরাশা! আমি মানবী হোয়ো,

কি প্রকারে সেই দেবস্থনুর দর্শন পাবো? যাও, তুমি আর আমায় বিরক্ত কোরো না। আমি তোমারই প্রতিবন্ধকতায় এত দিন পুণ্যধামে গমন কোত্তে পারি নি। ঐ দেখ, নৈরাশদস্যু ভীষণ খড়্গ উত্তোলিত কোরে এ দিকে ধাবমান হোচ্চে; তুমি এই বেলা পলায়ন করো, আর এখানে থেকো না। কি বল? তুমি একাকিনী যাবে না? আমার জীবনের সঙ্গে যাবে? আচ্ছা, তাই হবে; আমি জীবনকে তোমার সঙ্গে পাঠাবো; কিন্তু দুরাশা! আজি তোমাকে একাকিনী গমন কোত্তে হবে। আমি হৃদয়াবাসে কতকগুলি চিন্তা-ললনার নিমন্ত্রণ কোরেছি, জীবনকে তাদের সেবায় নিযুক্ত কোর্‌বো—(রোদন)।

সঙ্গি। (সখেদে স্বগত) হায়! প্রিয়সখীর কি শূন্যহৃদয়তা, জীবনে আর কিছুমাত্র আস্থা আছে এমন বোধ হয় না। আমি যা শুনে্য এলাম, শুন্‌লে, বোধ কোরি, এর প্রাণবিয়োগ হবে, এ দুবল হৃদয়ে সে বজ্রপাত সহ্য হবে না।

কামি। (অশ্রুমার্জ্জন করিতে করিতে) হা জগদীশ্বর! তুমি আমার ললাটে সুখ দুঃখ সকলই লিখেছো। আমি কিছু কাল সুখে অতিবাহিত

কোরেছি, এখন দুঃখসাগরে ঝাঁপ দিয়েছি,— কিন্তু আমার কপালে মৃত্যু লিখ্তে কি বিস্মৃত হোয়েছো? সৃষ্টিকর্ত্তা! আমার মরণের কারণ সকলই উপস্থিত, তথাপি মরণ হোচ্চে না কেন? এততেও কি প্রাণ দেহে থাকে? বোধ কোরি, আমার হৃদয় পাষাণে গোড়েছো, জীবন তা ভেদ কোরে বাহির হোতে পাচ্চে না। (রোদন) প্রাণবল্লভ! আমি তোমায় জীবন মন সকলই সমর্পণ কোরেছি, তথাপি আমার প্রতি প্রসন্ন হোলে না? আমি একবারমাত্র তোমার দর্শনের ভিখারী, আর কিছু চাই না; তুমি আমার সে বাসনাও পূর্ণ কোল্লে না? যা হোক্, আমি মৃত্যুপথে পরলোকে যাবো, যদি বৎসরমধ্যে এক মুহূর্ত্তও তোমার মনোমধ্যে স্থান পাই, পরমসুখী হবো।

সঙ্গি। (স্বগত) একে অন্যমনস্ক করা উচিত হোচ্চে। (প্রকাশে) প্রিয়সখি! এত ক্ষণ আমি এসে তোমার কাছে দাঁড়িয়ে রোয়েচি তুমি এক বার আমাকে জিজ্ঞাসাও কোল্লে না?

কামি। (চকিত ভাবে) কি, প্রিয়সখী? এস এস। (হস্ত ধরিয়া নিকটে অধিষ্ঠাপন) তবে

ভাই, তুমি এত ক্ষণ কোথা ছিলে? আমি ভাব্‌ছিলেম, যদি তুমি এখানে এক বার আসো, তবে একটু গল্প টল্প কোরি—

সঙ্গি। (হাস্য মুখে) এত ক্ষণ তুমি তাই ভাব্‌ছিলে, না আর কিছু ভাব্‌ছিলে, তারই বা ঠিক্ কি?

কামি। (লজ্জিত ভাবে) কেন, আমি আবার কি ভাব্‌বো? আমার আর ভাব্‌না কিসের?

সঙ্গি। তোমার আর ভাবনা নেই বটে, কিন্তু তুমি যে ব্যবসা আরম্ভ কোরেছ, তাতে রাত্ দিনই ভাবনা।

কামি। ভাই, তোমার কথা বুঝ্‌তে পারা যায় না। আমি আবার কি ব্যবসা আরম্ভ কোল্লেম?

সঙ্গি। না, আর কিছু ব্যবসা নয়, তবে যা আরম্ভ কোরেছ, সেটা মস্ত ব্যবসা। তা যা হোক্, তোমাকে একটি শুভ সংবাদ দি—

কামি। (উৎসুক রূপে স্বগত) হৃদয়! আশ্বস্ত হও। (প্রকাশে) কি শুভ সংবাদ?

সঙ্গি। কেন, আমি বোলবো কেন? তোমার যে কোন ভাবনা নেই!—

কামি। তা আমার ভাবনা যেন নেই, তা বোলো কি একটা কথাও শুন্‌তে নেই?

সঙ্গি। তোমার সঙ্গে একটি লোক দ্যাখা কোত্তে আস্‌বেন বোলেছেন।

কামি। অবাক্! আমার সঙ্গে আবার কে দ্যাখা কোত্তে আস্‌বে?

সঙ্গি। (হাস্যমুখে) তবে আমি তাঁকে আস্‌তে বারণ কোরো আস্‌বো?—(উঠিয়া গমনোদ্যম)।

কামি। (সঙ্গিনীর হস্ত ধারণ করিয়া) কেন, আমি কি তাই বোল্‌চি?

সঙ্গি। (স্বগত) এর এখনও সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস হয় নি দেখ্‌চি; ভাল কোরো বোলি, যদি এতেও মনে একটু আশার উদয় হয়। আর তিনি যেরূপ বোল্লেন, তাতে বোধ হয়, এক বার দ্যাখা হোলোও হোতে পারে। (প্রকাশে) প্রিয়-সখি! তবে ভেঙ্গে বোলি শুন। আজ্‌ পথে আস্‌তে আস্‌তে তাঁর বন্ধুর সঙ্গে আমার দ্যাখা হোয়েছিল। আমি তাঁকে তোমার কথা সব ভেঙ্গে বোল্লেম। তিনি তাতে খুব দুঃখিত হোয়ে বোল্লেন, তুমি যেমন কাতর হোয়েছ, তাঁর বন্ধু আবার তোমার চেয়ে সহস্রগুণ অধিক কাতর

হোয়েছেন। তার পর অনেক কথা বার্ত্তার পর তিনি বোল্লেন, আস্‌চে সোমবারে তাঁর সঙ্গে তোমার ছ্যাখা হবেই হবে। তার পর যেখানে—

কামি। (বিরক্ত ভাবে) তুমি ও কি বোল্‌চো? লোকে এ কথা শুন্‌তে পেলে আমায় কি বোল্‌বে? তুমি কি পাগল হোয়েছ না কি? আমাকে কি পর পুরুষ অবলম্বন কোত্তে বল? না মা! তোমার পায়ে নমস্কার ভাই! তুমি কত খ্যালাই জানো।

কুসুমকুমারীর প্রবেশ।

কুসুম। ঠাকুরঝি! ঠাকুরজামাই তোমাকে দেখ্‌তে আস্‌চেন।

কামি। (বিরক্ত ভাবে স্বগত) হা পোড়া কপাল! আমি যা দেখ্‌তে পারি নে, আমার অদৃষ্টে তাই ঘটে! (প্রকাশে) বিট্‌কেল! তাকে আবার এখানে কে আস্‌তে বোল্লে? আমি ভাই এখান থেকে উঠে যাই। তোমাদের পায়ে কোটি কোটি নমস্কার!—

কুসুম। (হাস্যমুখে) ব্যায়রামী মানুষ, উঠে

যাবে কোথায়? (রামেশ্বরের প্রবেশ) এস এস ঠাকুরজামাই এস। (হাত ধরিয়া নিকটে বসাওন) তবে ঠাকুরজামাই, আমি ভাই, তোমার জন্যে আগে এস্যে কত ঘটকালি কোচ্চি।

রামে। (দন্ত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে) বেঁচ্, বেঁচ্, তুঁমিঁ আঁমাঁড় বিঁন্দে দূঁতি। আঁজ আঁমি পেঁয়াড়ীঁর মাঁন ভঁঙ্গ কোঁড়্‌বো (কামিনীর নিকটে গমনোদ্যম)।

কুসুম। তুমি ভাই আগে পরীক্ষে দাও, তবে তো এ স্কুলে ভর্ত্তি হোতে পাবে!

রামে। (কুপিত ভাবে) তোঁমাড় যঁত বঁর মুঁক নঁয় তঁত বঁর কঁতাঁ? আমি, পুঁড়ুষ মাঁনুষ হোঁয়্যে মেঁয়েঁ মাঁনুষেড় কাঁচেঁ পঁড়ীক্কে দেঁবোঁ!

কুসুম। (হাস্যমুখে) তুমিঁ পাল্লে তো দেবে?

রামে। (পূর্ব্ববৎ) কিঁ, আঁমি পাঁড়িঁ নে আঁড় তুঁমিঁই পাঁড়োঁ? আঁচ্ছা, তুঁমি সাঁদোঁ দেঁকিঁ মুঁড়াড়িঁ—হ্যাঁ, বাঁছাধঁন হাঁ কোঁড়েচেন! উঁত্তুড় কঁড়োঁ!

কুসুম। (হাস্যমুখে) আচ্ছা, আমি তো বোল্‌তে পাল্লেম না। ভাল, তুমি একটা বলো দেকি—

রাম। কিঁ বঁলোঁ নাঁ! তাঁড় আঁবাঁড় ভঁয় কিঁ?

কুসুম। আচ্ছা বলো দেকি, তুমি যার বাপের ছেলে সে তোমার কে হয়?

রামে। সেঁ আঁমাড় কাঁকাঁ হঁয়!—ইঁঃ, বঁরই তেঁ, বোঁলেচেঁন! উঁনিঁ আঁবাঁড় আঁমাঁকে ঠঁকাঁবেন।

কুসু। (হাস্যমুখে) আচ্ছা তুমি বলো দেকি, ঠাকুরঝির বাপ যদি তোমার শ্বশুর হন, তবে তুমি তাঁর কে হও?

রাম। কাঁনোঁ, আঁমিঁ তাঁড় ভাঁতাঁড় হোঁই।

কুসু। (হাস্যমুখে) তুমি ভাই, এখন পরীক্ষে দিয়ে এ স্কুলে ভর্ত্তি হোতে পারো না।

রামে। (কুপিত ভাবে) কাঁনোঁ পাঁড়বোঁ নাঁ, আঁবিশিঁ্য পাঁড়বোঁ, আঁকুশোঁ বাঁড় পাঁড়বোঁ। আঁজ আঁমি পেঁয়াড়ীড় মাঁন ভঁঙ্গ কোঁড়বোঁ। (কামিনীর নিকটে গমনোদ্যম)।

সঙ্গি। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! এ প্রকৃত ঢেঁকিরাম দেখ্‌চি! বিধাতা প্রিয়সখীর ফোড়ার উপর বিষফোড়া কোরো্য দেছেন। যা হোক, একে এখন বিরক্ত কোত্তে দেওয়া হবে না। (প্রকাশে) জামাইবাবু! তোমার রাধার দুর্জয় মান হোয়েচে। ও প্রকত ঢাকাই মান, দু এক দিনে ভাঙ্‌বার নয়; আজ্‌ কাল আর ভাঙ্‌বার চেষ্টা কোরো্য

কাজ নেই, তাতে আবার মন শুদ্ধো ভেঙে যেতে পারে।

রামে। তাঁ কিঁচুঁতে নাঁ ভাঁঙ্গে, তোঁ এঁকটি কীঁনে ভাঁঙ্বো।

উভয়ে। (ভাব দেখিয়া সভয়ে) তুমি ভাই এখান থেকে যাও। তোমার কি এ কোণের মধ্যে মেয়ে মানুষের কাছে বোস্যে থাকা ভাল দেখায়।

রামে (কুপিত ভাবে) বেঁচু, মঁজাঁড় মাঁনুষ আঁড় কিঁ, আঁমাড় বাঁবাঁ এঁতঁ টাঁকা খঁড়চ কোঁড়ে বিঁয়ে দিঁলে, তোঁমাদেড় জঁন্যে বুঁজি? তোঁমর্ড়া বোঁস্যে বোঁস্যে মঁজা কঁড়ো আঁমি ছাঁয়াঁ চোঁড়! (নিকটে গিয়া কামিনীর চরণ ধারণ করিয়া) প্যাঁন্ পিঁয়ঁ ছিঁ! আঁক বাঁড় কঁতাঁ কঁও। আঁমি তোঁমাড় বিঁচুঁ মুঁকেঁড় মাঁচুঁড় বাঁণী আঁক বাঁড় শুঁন্বোঁ।

কামি। (স্বগত) পৃথিবি! আমাকে একটু স্থান দাও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ কোরি। আর আমার এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

রামে। (বলপূর্ব্বক কামিনীর অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া) প্যাঁন্, তুঁমি আঁমাঁড় ড়াঁদাঁ প্যাঁড়ী, আঁমোঁন চুঁজ্জয় মাঁন কোঁল্লে কাঁনেঁ।?—

কামি। (সসম্ভ্রমে অবগুণ্ঠন আকর্ষণ করিয়া সবিরাগে স্বগত) আমি কি জ্বালায় পোল্লেম ! এরা আমায় নিয়ে্যে মজা দেখ্‌চে না কি ?

রামে। প্যাঁন্‌ পিঁয়ছিঁ ! আঁমি তোঁমাঁয় গঁয়নঁ দেঁবোঁ, ভাঁলোঁ কাঁপঁড় দেঁবোঁ ; তুঁমি আঁক বাঁড়া আঁমার ছুঁঙ্গে কঁতা কঁও।

কুসুম। ঠাকুরজামাই, ঠাকুরঝি তোমার সঙ্গে কথা কবে কেন ? রাত্রে তুমি না কি রাঁড়ের বাড়ী যাও ?

রামে। বেঁছু, আঁমি আঁড়েঁর বাঁরি যাঁই ? আঁমাঁড় ঘঁড়ে এঁমন আঁড় থাঁক্‌তেঁ আঁমি আঁবাঁড় আঁড়েড় বাঁরি যাঁবোঁ !

সঙ্গি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বগত) প্রিয়সখী একপ্রকার রাঁড়ই বটে ! তোমার মত পতি থাকায় চেয়্যে না থাকা ভাল। হা বিধাতঃ ! তোমার কি দারুণ ইচ্ছা !

কুসুম। ঠাকুরজামাই, তুমি নাকি গাইতে জানো ?

রামে। বেঁছু, গাঁইতেঁ জাঁনিঁ নেঁ ? আঁমি দেঁছেঁড় কঁবিঁড় দঁলেঁ ছিঁলাঁম।

কুসুম। (হাস্যমুখে) আচ্ছা, তুমি একটি

গাও দেখি। গান শুনলেই তোমার রাধার মান ভাঙ্‌বে এখন।

রামে। তাঁ তোঁ বোঁল্লেঁই হঁয়। আঁমি ছুঁছো গাঁন ছুঁনিঁয়েঁ দিঁই—এঁ হুঁ, উঁ হুঁ—(সুর ভাঁজিয়া)এঁ হুঁঃ, গোঁপাঁল আঁমাড় ছুঁয়েঁ থাঁকে, ড়াঁদাঁড়্ প ছুঁপাঁনেঁ দ্যাকেঁ।

কুসুম। বা! বা! বেস গেয়েছ! ঠাকুর-জামায়ের গলাটি কি মিষ্টি!

রামে। এঁ বাঁ কিঁ! যঁদিঁ আঁমিঁ ভাঁল কোঁড়েঁা গাঁই, তাঁ কাঁদিঁয়ে দিঁতেঁ পাঁড়ি।

কুসুম। আচ্ছা, তুমি আর একটি গাও দেকি।

রামে। (চীৎকারস্বরে) এঁ হিঁ, ড়াঁদাঁড়ঁ দুঁড়-জঁয় মাঁনেঁ—

কুসুম। (হাস্যমুখে) আর গাইতে হবে না ভাই! এতে মান ভাঙ্গা ছেড়ে ঘরের দেওয়াল ভেঙ্গে যেতে পারে।

রামে। (দন্ত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে) তঁবেঁ কঁমঁলিনি! মাঁন ভেঙেচে তোঁ?—আঁ—— (কামিনীর গাত্রে হস্তপ্রদান)।

সঙ্গি। জামাইবাবু, তুমি ভাই, এখন অমন

কোরে্য ওকে বিরক্ত কোরো না ; দেখ্‌চো না, ওর ব্যামো হোয়েচে ?—

রামে। বেঁছ্‌, তোঁমাঁড় ছুঁময় ব্যাঁমো হঁয় না, কেঁবঁল আঁমাঁড় ছুঁময় ব্যাঁমো! তাঁ—তাঁ, আঁমিঁ আড় কিঁচু কোঁড়বোঁ না— আঁক বাঁড়—(চুম্বনোদ্যম)।

(কামিনীর সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান ও বাহিরে যাইবার চেষ্টা)

রামে। (সরোষে বদ্ধমুষ্টি হইয়া) দ্যাঁকোঁ, যঁদিঁ অঁমঁন কঁড়ো তোঁ এঁকটি কিঁলে তোঁমাড় মাথাঁটি ভেঁঙ্গে ফেঁলবোঁ—(মুষ্টিপ্রহারোদ্যম)

উভয়ে। (সসম্ভ্রমে) ও কি ? ও কি ?

রামে। ওঁ কিঁ ! ওঁ কিঁ !—বিঁটি ! বিঁটিড় আঁমাঁড় ছুঁমঁয় হোঁল্যেই মঁড়্‌ন হঁয়। এঁই দ্যাঁকোঁ— তোঁমাকেঁ ছোঁড়া কোঁত্তে পাঁড়িঁ কিঁ নাঁ।

(বলপূর্ব্বক পদাঘাত দ্বারা কামিনীকে ভূতলে ফেলিয়া পলায়ন)

উভ। (সসম্ভ্রমে কামিনীকে তুলিয়া) ও মা ! আমরা এমন তো কখন দেখি নি ! খুনের ভয় নেই ?

কামি। (কাতর স্বরে) ভাই, তোমরা আমায়

কেউ ধোরো না। আজ্ আমি গলায় দড়ী দিয়ে মোর্‌বো। আর আমার সয় না!

উভ। (সজল নেত্রে) ভাই, কি কোর্‌বে বলো। সকলি বিধাতার হাত। (দীর্ঘ নিশ্বাস) তা চল, আমরা তোমাকে অন্য ঘরে নিয়ে যাই; এখানে তোমার আর থেকে কাজ নেই। (কামিনীকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান)।

গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাতীর।

(চিন্তাকুল সত্যশীল আসীন)

সত্য। (স্রোতস্বতীর তরঙ্গের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া)

কোথা যাও কল্লোলিনি ! এতেক ত্বরায়—
তেজিয়া স্বধাম—শৃঙ্গধর—অনুরাগে ?
কোথা তব শালীনতা, ঋজুতা তেজিয়া,
বজ্র হানি কুলমাথে, ভীরুতা পাশরি,
চোলেছ কোথায় ধনি ? যাইবে কি আজি
প্রাণেশগোচরে ? কভু যেয়ো না তটিনি !
সে নহে প্রাণেশ তব—প্রাণেশসমান।
পুরুষ নৃশংস অতি জান না কি ধনি !
এত দিন ? নিজ কাজে সদা তার মন।
জান কি তরঙ্গবতি ! আমার হৃদয় ?—
পাষাণসমান, শূন্য স্নেহময় রসে !
আমি হে তটিনি ! আজি বোধেছি রমণী—

বিরহকুঠার হানি প্রেমমাথে তার !
যে ধনী রজনী দিন প্রণয়িনী মম—
হায় রে পাষাণ—

(সহসা গাত্রোত্থান করিয়া) এ কি ! আমি পর-স্ত্রীর কথা আন্দোলন কোচ্চি ! ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, আমার ন্যায় পাপিষ্ঠ আর নেই ! গুরুদেব ! আমি না জেন্যে এ পাপ কোল্লাম, আমায় মার্জ্জনা কোরুন—আঁ, আপনি আমার এ পাপ মার্জ্জনা কোর্বেন না ? তবে আমার কি হবে ?—আঁ, আপনি কি বোল্‌চেন ?—আমায় প্রায়শ্চিত্ত কোত্তে হবে ? জীবন দক্ষিণা না দিলে আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না ? আচ্ছা, আমি তাই কোত্তে অম্মত আছি ; কিন্তু গুরুদেব ! যদি এক বার প্রেয়সীকে—ছিঃ ছিঃ ছিঃ, মন ! তুমি অতি পামর ! তুমি আর কিছুতে তাঁর নামোল্লেখের অধিকারী নও। গুরুদেব ! আপনি আমার মনকে শান্তি দিউন। ও কিছুতে আমার কথা শুনে না !—কৈ, কিছু বোল্লেন না যে ? আপনিও কি আমার প্রতিকূল হোলেন ? হায় ! হায় ! আমি কি পাপিষ্ঠ ! (পুনর্বার উপবেশন ও ক্ষণ কাল ভাবিয়া) না, আর আমি এখানে থাকবার উপযুক্ত নই।

(উঠিয়া কিঞ্চিৎ দৌড়িয়া গিয়া উত্তরঙ্গ নদী-প্রবাহে দৃষ্টিপাত করিয়া) ও কি মা ? তুমি আমায় ডাক্‌চো? আমি তোমার বড় পাপিষ্ঠ সন্তান মা ! আমি নিকটে থাক্‌লে তোমারও পাপ জন্মাতে পারে ! আমি চোল্লেম মা ! আর এখানে থাক্‌বো না। (উন্মগ্ন নক্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) ও কি মা ? তুমি আমায় ভয় দেখাচ্চো ? কেন ? কেন ? আমি তো যাচ্চি ; আর এখানে থাক্‌বো না ; এই দেখ, চোল্লেম। (কিঞ্চিৎ গমন ও ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া নদীর প্রতি) মা, আমি তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা কোরি—

জান কি জননি ! তুমি রবিজভবন—
পথ ? কহ কৃপা কোরি, কহ মা সন্তানে।
স্বপনে দেখেছি মা গো ! শমন আমার
সুহৃদ কেবল,—আর কেহ নাহি মম
এ পাপ ভুবনে দেবি ! আহা ! কি সুন্দর
দেখিনু ভানুজমূর্ত্তি ! যেন শমময় !
আসিয়া সুষুপ্তিযোগে হৃদয়ে আমার,
কহিলা মধুর স্বরে, মৃদুল নিনাদে—
"আর কেন ভ্রমে সুত ! ভোগিছ ভুবনে—
দুখের পাঁথারে ভাসি ? চল মোর সাথে,

রাখিব যতনে; চল, চল ত্বরা করি—
আমার সদন সদা সুখের আকর!
যে জন রজনী দিন জনমভিতর
ভ্রময়ে সুখের আশে—বিফল যতনে,
তাহার কারণ বিধি কহিলা আমারে
গঠিতে সুখের গেহ—আমারে কেবল।"
অতএব হে জননি! যদি পার মোরে
কহিতে তাহার পথ—মমতা বুঝিব।

(স্রোতের কল কল ধ্বনি শুনিয়া) কি বল? তুমিই তার পথদর্শক? যে ব্যক্তি তোমার উপাসনা করে সে সেখানে যেতে পায়? (সহর্ষে) তবে মা! আর বিলম্বে প্রয়োজন কি?*

চল মা! তরঙ্গদহে, যাইব রবিজগেহে,
আর কেন এ পাপ ধরায়?
চল মা! উমেশজায়া! আর কেন মিছা মায়া?
আর কেন ভজ ভীরুতায়?
চল মা! ত্বরিত তথা, সুখের সদন যথা,
শান্তিলতা সদা সুশোভনা;
চল মা! সলিলবেগে, নাশিব মানসাবেগে,
এড়াইব এ ভবভাবনা—

(গঙ্গাপ্রবাহে প্রবেশের উপক্রম)

(নেপথ্যে সভ্রান্ত স্বরে)

কি কর কি কর সখে! বিদারি মোহের নখে
জ্ঞানবক্ষ, কি কোরিছ হায়!
কাহার শরীর বলে স্থঁপিছ নদীর জলে?
কে তুমি? আধিপত্য কি বা তায়?—

সত্য। (চকিত ভাবে) এ কি! এ কে কি বলে? (গঙ্গার প্রতি) মা! তুমি কি বোল্‌চো? —কেন? আমায় কি নিয়ে যাবে না? (ত্বরিত পদে মকরন্দের প্রবেশ) এ কি? এ লোকটি আমার দিকে এত রেগে আস্‌চে কেন? কৈ, আমি তো এর কিছু কোরি নি!

মক। (সসম্ভ্রমে নিকটে আসিয়া) প্রিয় সুহৃদ! ও কি করো?

সত্য। কেন, কেন, আমি কি কোল্লেম? এই (গঙ্গার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) এঁকে আমি মা বোল্যে ডেকেছিলাম, তাই ইনি সন্তুষ্ট হোয়্যে আমায় বোল্লেন, "চলো, আমি তোমায় শমনরাজার বাড়ী দেখিয়ে আনিগে" তাই আমি যাচ্চিলেম; কৈ, আর তো কিছু কোরি নি?—ও

কি? তুমি অমন কোচ্চো কেন? আমার উপর রেগেছো?—কেন, কেন, আমি তোমার কি কোরেছি? (মকরন্দের বাষ্পাকুল লোচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) ও কি! তুমি কাঁদ্‌তেছ কেন?—আঁ, তোমার কি হোয়েছে বলো? আমা হোতে তার কোন উপকার হয় তো আমি এখনি কোত্তে সম্মত আছি।

মক। (বাষ্পাকুল লোচনে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বগত) হায়! বন্ধু সত্য সত্যই উন্মাদ-গ্রস্ত হোয়েছেন দেখ্‌ছি! (প্রকাশে) প্রিয় সুহৃদ, তোমার সে অগাধজলধিতুল্য ধৈর্য্য কোথায় গেল? তোমার এত অধীর হওয়া কি উচিত?—

সত্য। (সবিরাগে) ও কি বলো! আমি জলধিতুল্য? গুরুদেব! আমি যেন কখন জলধি-তুল্য না হোই! বোধ কোরি, তুমি তার স্বভাব জানো না?—

গভীর হৃদয় তার অবধিবিহীন,
কুভাবস্বরূপ তথা ধরে যত মীন।
দ্বেষ হিংসা আদি রিপু নক্ররূপ ধরে,
সতত বিরাজে সখে! তাহার অন্তরে;
কুণ্ডলিত ফণিপতিছলেতে তাহার,

হৃদয়ে কুতন্ত্রভাব কোরেছে আগার ;
কপটতা ভ্রমিরূপে তাহার ভিতর
ভ্রমিতেছে বেগভরে দেখ নিরন্তর :
স্বার্থচিন্তা কূর্ম্মরাজি আকৃতিধারণ
করয়ে, এমনি সিন্ধু স্বার্থপরায়ণ !
এমনি কঠিনচিত্ত সে তটিনীপতি,
ধরয়ে কাঠিন্য তার নগেন্দ্রমূরতি !
দেখ হ তরঙ্গবতী যাহার কারণ
নগশৃঙ্গহৃদধাম করি বিসর্জ্জন,
কুল কুল শব্দে কুলমান পরিহরি,
ঋজুতা ভীরুতা লজ্জাশীলতা পাশরি,
ভ্রময়ে ভুবনপরে অতিবেগভরে,
বিদূর পথের শ্রান্তি গণনা না করে ;
আপন সলিলচিত্ত যা কিছু, সকল
করয়ে তাহারে দান হইয়া বিমল ;
যত সন্নিহিত হয়, তত তনু তার
ধরয়ে বৃদ্ধির ভাব, ক্ষয় তনুতার ;
গমন করয়ে পরে এমনি ত্বরায়,
কমলভূষণ খসি পড়য়ে ধরায় ;
কিন্তু সে সলিলনিধি এমনি কঠিন !
প্রবাহবাহুতে তারে তাড়ে অনুদিন !

আহা! কল্লোলিনী শুভ সলিলহৃদয়
অতিমাত্র সে তাড়নে কলুষিত হয়!
যত মৎস্যরাজিছলে রাগকতূহল
প্রবেশে তাহার তনু গিয়া অনর্গল,
নক্ররূপা বিভীষিকা তাহার কারণ
সতত রতনাকর করে প্রদর্শন।
এই রূপে বিমানিত হইয়া তটিনী,
যে পথে আসয়ে, হয় সেপথগামিনী।
সেই মত বেগভরে গমন করয়
যাইতে ত্বরায় তথা যথা নিজালয়।
কিন্তু হা! হৃদয় তার এমনি বিমল,
কিছু দূর গিয়া পরে ভোলে সে সকল!
আর না আলয়তরে উঠয়ে চরণ,
আর না মানস রোষ করয়ে ধারণ।
ক্ষণমধ্যে বিবর্ত্তিত হয় সব তার,
সাগরসমীপে ধায় সবেগে আবার।
তথাপি উদধি তারে তেমনি পীড়য়,
কদাপি অশনিচিত্ত সদয় না হয়!
শুনিলে হে সখে! তার গুণবিবরণ,
বল দেখি জলনিধি কেমন সুজন?

মক। (অশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে) প্রিয়

সুহৃদ, আমি সে কথা বোল্‌চি নে। আমি বোল্‌চি, তুমি যে শরীর নষ্ট কোত্তে উদ্যত হোয়েছো, তাতে তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই।

সত্য। (সবিস্ময়ে) কেন, কেন? পিতা কারও কাছে আমায় বিক্রয় কোরেছেন না কি?—(ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া) তা বেস্ তো! আমা দ্বারা যে তাঁর এ উপকারও হোয়েছে, এতেও আমি আপনাকে ধন্য জ্ঞান কোল্লেম!—

মক। (সখেদে) প্রিয় সুহৃদ্, তুমি কি সত্য সত্যই উন্মত্ত হোলে? ভেব্যে দেখ দেকি, পূর্ব্বে তোমার কি অবস্থা ছিল, আর এখনি বা কি অবস্থা হোয়েছে! ছিঃ, তুমি কি জান না, পরিনীত ব্যক্তির আত্মশরীরের প্রতি কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকে না; তাকে স্ত্রীর অনুরোধে সর্ব্বদা শরীররক্ষা কোত্তে হয়। আর জগদীশ্বর কি তোমাকে এই জন্যে সৃষ্টি কোরেছেন! তোমার এরূপ মৃত্যু হয় তো অপরের মৃত্যুর কারণ হোতে পারে। জগদীশ্বর তোমার উপর জগতের যে উপকারের ভার অর্পণ কোরেছেন, তা সম্পন্ন না করায় তুমি কি তাঁর নিকট অপরাধী হবে না? আর দেখ, তুমি যাঁর পানিগ্রহণ কোরেছো, তিনি জীবনের মধ্যে কথন

সুখী হবেন এমন বোধ হয় না। এই তো তোমার এক মহাপাপ। এর উপরেও যদি তুমি তাঁর বৈধব্য ঘটাও, তবে কি নিরয়গামী হবে না? অতএব ক্ষান্ত হও, এরূপ নৃশংস অধ্যবসায় পরিত্যাগ কর।

সত্য। (স্মরণ করিয়া) হায়! হায়! তবে আমার শরীরও পরাধীন হোয়েছে! আমি ভেবেছিলেম, কেবল মনই আমার অধীন নয়! (ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া) তা যা হোক্, আমি শরীরও দিলেম,—কামিনীকে মন দিয়েছি, একে শরীর দিলেম। কিন্তু জীবন আমার বড় অনুগত, আমি ওকে দিতে পার্‌বো না। ও আমার সঙ্গে যাবে। (জাহ্নবীর তরঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যাই মা! আর আমার বিলম্ব নাই। (মকরন্দের প্রতি) ঐ দেখ, মা আমায় হাত তুলে ডাক্‌চেন। আমি চোল্লেম, আর বোস্‌তে পারি নে। (গমনোদ্যম)

মক। (সসম্ভ্রমে হস্ত ধারণ করিয়া) ও কি? কোথা যাও? (বলপূর্ব্বক নিকটে অধিষ্ঠাপন)।

সত্য। (সবিস্ময়ে) ও কি! তুমি আমায় যেতে দিচ্চো না কেন? আমি মার সঙ্গে যাচ্চি, তাতে

তোমার কি ক্ষতি হোলো ?—মা না, ছেড়ে দাও, আমি আর দাঁড়াতে পারি নে। ঐ দেখ, তিনি অনেক দূর চোল্যে গেলেন !—যাই মা! একটু দাঁড়াও—

মক। কোথা যাবে ?—আঁ ? ছিঃ, তুমি হোল্যে কি ! একেবারে জ্ঞানশূন্য হোয়েছো ? চলো, বাড়ী চলো, আর এখানে থাকে না। (বাটী লইয়া যাওয়ার চেষ্টা)।

সত্য। (সবিরাগে) ও কি! তুমি অমন করো কেন? আমি কত কষ্টে মাকে প্রসন্ন কোল্লেম, তুমি তার বাধা দাও কেন? যাও, আমি তোমার কথা শুনতে চাই নে,—যাই মা! আর বিলম্ব নাই—(গমনোদ্যম)।

মক। (পুনর্বার উপবেশন করাইয়া) আচ্ছা, এখন তোমার বাড়ী গিয়ে কাজ নেই। তুমি এখানেই একটু বোসো। ঐ দেখ দেকি, স্বভাবের কেমন মনোহর শোভা হোয়েছে। তুমি এ সব বিষয়ে মন না দিয়ে্য পাগলের ন্যায় কি ভাবচো ?

সত্য। হুঁঃ, আমি যে শোভা দেখতে যাচ্চি, তার কাছে, কি এ সব লাগে ! ভাই, তুমি আমায়

ছেড়ে দাও। আমি তোমার পায়ে পোড়ি—(মকরন্দের চরণধারণ)

সসম্ভ্রমে রামার প্রবেশ।

রামা। (দেখিয়া সহর্ষে) এই যে! সত্য বাবু এখানে আছেন!—ওঃ, আমি খুঁজে খুঁজে হারান হোয়েচি! (মকরন্দের চরণ ধৃত দেখিয়া) ও কি! সত্য বাবু অমন কোচ্চেন কেন?—(ঔৎসুক্যের সহিত নিকটে গমন)।

মক। রামা এয়েচিস্, ভালই হোলো। তুই সত্য বাবুকে বাড়ী নিয়ে চল্।

রামা। (সবিস্ময়ে) কেন, কেন, উনি অমন কোচ্চেন কেন?

সত্য। (সরোষে রামার প্রতি) যাও পাজি! এখানে আস্‌বে কি একটি কীলে তোমার মাথাটি দোফাক কোর্‌য়ে ফেল্‌বো।

মক। (জনান্তিকে) রামা, ধর্, সত্যকে বাড়ী নিয়ে যাওয়া যাক্।

রামা। (সাত্যশীলের হস্ত ধারণ করিয়া) চোলুন সত্যবাবু, বাড়ী চোলুন।

সত্য। (কাতর স্বরে গঙ্গার প্রতি) ও মা! দ্যাখো, এরা আমায় ধোর্‌য়ে নিয়ে যায়! ও মা!

আমি তোমার সঙ্গে যেতে পেলেম না! তুমি এদের বারণ করো মা!—ওকি! কিছু বোল্‌চো না যে?—(উভয়ের হস্তাকর্ষণ) ও কি? ও কি? তোমরা আমায় কোথা নিয়ে যাও?—ও মা! তুমি আমায় নিয়্যে যাবে না?—

(বলপূর্ব্বক সত্যশীলকে ধরিয়া উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অঙ্ক

বিদ্যাবাগীশের বাটীর সমীপস্থ উদ্যান।

(পাশহস্তে কামিনী ভ্রমণশীলা)

কামি। হৃদয়! এত কালের পর আজি তোমার একটু উল্লাস দেখ্‌চি কেন? পরলোকে যাবে সেই আহ্লাদে কি এমন হোয়েছ? না কি প্রাণেশ্বরের দর্শন পাবে? হৃদয়! আমি তোমায় বারংবার অনুরোধ কোচ্চি, তুমি এ দুরাশা পরিত্যাগ করো। তা হোল্যে আমি নিরুদ্বেগে পরলোকে গমন কোরি।—কি বল? আশা তোমার প্রেয়সী—তুমি তাকে পরিত্যাগ কোত্তে পার্‌বে না? আচ্ছা হৃদয়! এ কি তোমার অসঙ্গত অভিলাষ নয়? তুমি মানবী হোয়্যে কি রূপে সেই দেবসূনুর দর্শন পাবে? আমি অনেক ভেব্যে স্থির কোরেছি, তিনি কখনই মানব নন; তা হোল্যে, এত দুর্লভ হবেন কেন? অতএব তুমি ক্ষান্ত হও, আর আমায়

বিরক্ত কোরো না। (মনকে সম্বোধন করিয়া) মন! তুমি কি চিরকালই পরের উপাসনা কোর্‌বে? এক দিন আমার কথা শুন্‌বে না? আমি তোমার কাছে আর কিছু চাই না, এইমাত্র ভিক্ষা, তুমি আমার পরলোকগমনের প্রতিবন্ধক হোয়ো না।—কি বল? জীবন থাক্‌তে নয়? আচ্ছা, আমি এখনি জীবন ত্যাগ কোচ্চি।—আঁ, আশা আমায় ত্যাগ কোত্তে দিবে না? হায়! হায়! জগদীশ্বর আমাকে চিরদুঃখিনী কর্‌বার জন্যেই কি এ আশা-রাক্ষসীকে প্রেরণ কোরেছেন? (রোদন)।

(নেপথ্যে

হায়!

এই ত সে সুখ উপবন,
তবে কেন সুখী নহে মন?
সুধার সাগরে দেহ ডুবিলে হয় কি কেহ
তরি বিনা সুখিতজীবন?—

কামি। (চকিত ভাবে) এ কি! আমার মন অকস্মাৎ এমন হোলো কেন? আমি আনন্দে অভিভুত হোলেম! আমার হৃদয় উল্লাসে নৃত্য কোচ্চে!—আহা! কি মধুর রব! যেন চির-পরিচিতের ন্যায় বোধ হোচ্চে! হায়!

সেই সরোবরে প্রফুল্ল অন্তরে
যে রব শুনেছি লাজে,
যে নিনাদ মোর হৃদি মন চোর,
তাই কি রে কানে বাজে ?—

(নেপথ্যে)

প্রিয় সুহৃদ, এ দিকে এ দিকে। ভাই, দেখ নিবিড়তরুপল্লবের অন্তরালে সুধাকর উদিত হোয়েছে! আহা! উপবন কি মনোহর শোভা ধারণ কোরেছে!—

কামি। হৃদয়! আশ্বস্ত হও। তুমি যাঁর জন্যে এত ব্যাকুল হোচ্ছিলে, বিধি বুঝি অনুকূল হোয়ে সেই গুণনিধিকে এখানে পাঠিয়েছেন।

(নেপথ্যে)

প্রিয় সুহৃদ্, তুমি ও কি শোভা দেখাচ্চো!
প্রেয়সীবদনশশী মানসশাখীতে পশি
স্মৃতি-অন্তরালে শোভে যার,
কি ছার তাহার কাছে বিধুর বিভব আছে,
হৃদে যার সদা কৃষ্ণসার ?

কামি। আহা! প্রাণনাথ এ অভাগিনীকেই উদ্দেশ কোরে বোল্‌চেন। হায়! আমি এমনি নিষ্ঠুর, প্রাণেশ্বরকে এক বার দর্শনও দিলেম না!

মন! তুমি লজ্জারজ্জু ভেদ কর। এক বার হৃদয়-বল্লভের মুখচন্দ্র দর্শন কোরে্য এ অভাগিনীর জীবন সার্থক হোক্।

(নেপথ্যে)

প্রিয় সুহৃদ্, দেখ দেখ সরোবরের কি অপূর্ব্ব শোভা হোয়েছে!

আহা! কি অপূর্ব্ব শোভা হোয়েছে তোমার!—
সরসি রূপসি! কেন হাসিছ ললনে!—
বিকাশি কুমুদনেত্র, মনের উল্লাসে?
কেন বা ধোরেছ হৃদে কুমুতার দাম—
তারারাজিছলে? কেন শোভিছ ভুবন—
নীরবে? বুঝেছি ধনি! প্রাণেশ তোমার
শোভিছে—সুধাংশু, আজি গগন-আসনে—
জিনিয়া তপন-অরি, সে হেতু উল্লাস।

কামি। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! এ সময়ে সকলেই সুখী, বিধাতা কেবল আমাকেই দুঃখভাগিনী কোরেছেন! আহা!

অই তারাগণ শশীর কারণ
শোভিছে আকাশবাসে।
এই লতাচয় সচেতন নয়,
তথাপি তরুর পাশে।

আমি অভাগিনী চির একাকিনী
না হেরি নাথের মুখ,
দুখে নিশি মোর হোয়ে যায় ভোর,
নাহি পাই কভু সুখ।
অহে হৃদয়েশ! বারেক হে এস
দুখিনীকামিনীপাশে,
হেরি মুখশশী সুমানসে পশি
তপনতময়বাসে।
হায়! প্রাণপতি! এ কেমন মতি?—
নিকটে কোহিছ কথা,
তথাপি তোমায় আঁখি নাহি পায়,
মুকুরে মূরতি যথা।

হায়! প্রাণবল্লভ! তুমি কি আমায় যন্ত্রণা দিবার জন্যে এখানে এসেছো? যদি তোমার দর্শন দিবার বাসনা না থাকে, তবে আমার ক্ষতে ক্ষার-যোগ করো কেন? বিরত হও, আর অমৃতবাণে আমার হৃদয় বিদ্ধ কোরো না। তোমার বাক্য আমার পক্ষে বিষমিশ্রিত অমৃত তুল্য হোয়েছে।

(নেপথ্যে)

কই হে সরসী সখে! শোভিছে তোমার?
শোভার অভাব আজি হোয়েছে তাহার।

অই দেখ মুদিয়াছে নয়নকমল,
ঝরিতেছে অশ্রুছলে মধুপ সকল।
ও নহে কুমুদকলি তারামণিহার,
জ্বোলিছে অলাতরাজি হৃদয়ে তাহার।
আজি সখে! প্রেয়সীর বদনতপন
করিয়াছে সরসীরে বিরহে এমন।

আহা! প্রিয় সুহৃদ্, যখন প্রাণেশ্বরীকে এই সরোবরে দর্শন কোল্লেম, আমার বোধ হোলো যেন,

তেজিয়া রজনীজায়া, পাশরি তিমিরছায়া
শোভিছে সুধাংশু সরোবরে;
নলিনী প্রাণেশ-অরি নিরখি আতঙ্কে মোরি,
মুদিছে নলিননেত্রবরে।
পুষ্পলতা চারি পাশে বদনসৌরভ-আশে
পবনে সাধিছে বার বার,—
যাও হে জগতপ্রাণ! আন হে তাহার ঘ্রাণ,—
সে বদন সুরভির সার।

কামি। আর্য্যপুত্র! তোমার যেরূপ আচরণ, এ কথাগুলি কি তার উপযুক্ত হোচ্চে? আমি তোমার জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কোত্তে উদ্যত, তুমি এক বার আমাকে দর্শন দিবার ক্লেশ স্বীকার কোত্তে পাল্লে না? অথবা তোমার দোষ

কি? সকলি আমার অদৃষ্টের দোষ; নতুবা তুমি আমার হৃদয়ে প্রবেশ কোর্‌বে কেন বল?

(নেপথ্যে)

প্রিয় সুহৃদ্!
আজি নিশাশেষভাগে দেখিনু স্বপনরাগে
প্রেয়সী প্রবেশি হৃদে মোর,
কোহিছে মধুর স্বরে ধরিয়া যুগল করে,
উঠ উঠ উঠ চিত্তচোর!
হরিয়া মানসধন জিনিয়া ধৈরযরণ,
পলাইবে কোথা রে তস্কর?
ধোরেছি তোমারে আজ তেজিব সকল কাজ,
লয়ে যাব মনোজগোচর।
এত বোলি প্রিয়তমা চপলা চপলাসমা,
চোলিল হে মানের তরঙ্গে,
ধোরিয়া যুগল করে বুঝাইনু কত পরে,
সুঁপিলাম মানসবিহঙ্গে,—
না পোহাতে বিভাবরী কোথা যাও প্রাণেশ্বরি!
পায়ে ধোরি থাক ক্ষণ কাল,
না উদিতে দিনমণি যাইবে আবাসে ধনি!
কেন কর সুখের বিকাল?

হায়! সখে! সুখশশী দুখের সাগরে পশি,
ঢাকিল সে প্রেয়সীকৌমুদি,
উদিল বিরহরবি ধোরিয়া ভীষণ ছবি,
তদবধি কাঁদি নেত্র মুদি।

হা অকরুণে! আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হোলো, তবু তুমি এক বার আমায় দেখা দিলে না?

কামি। হা ধিক্, হা ধিক্, প্রাণনাথ আমার উদ্দেশ কোরে্য বিলাপ কোচ্চেন! আমি এমনি পাষাণময়ী, এখনও এখানে রোয়েছি!—

(নেপথ্যে)

প্রিয় সুহৃদ্, দেখ দেখ, মাধবীলতার কেমন শোভা হোয়েছে!

বিকচকুসুমপরে মধুপ মধুর তরে
কোরিতেছে সতত বিবাদ;
বিলোল বিটপচয় করে হেন মনে লয়
মদন-উত্থানস্তুতিবাদ।
অই দেখ অগ্রভাগে কোকিলা কুহুর রাগে
কোরিতেছে সুমধুর রব,
মনোজ আবেশে ভবে মোহিছে মানসে সবে
ভুলিতেছে হৃদয়বিভব।

কামি। (চমকিয়া) ওঃ, কি দারুণ ধ্বনি!
কেন পিকবর! কর নিরন্তর
কুহুরব? উহু মোরি!
যদি নারিনাশে লাজ নাহি আসে,
লহ তবে জীব হোরি।
আমি হে এখন প্রাণবিতরণ
কোরিব প্রাণেশতরে,
নাহি কেহ লয় তব সাধ হয়,
লহ হে বাহির কোরে।
কিন্তু হে কোকিল! এ জীবসলিল
পাষাণে বেঁধেছে বিধি,
সহজ বিধায় পেতে পার তায়,
হেন আছে কোন বিধি?—

(নেপথ্যে)

প্রিয় সুহৃদ্, তুমি ও পুষ্পাটির দিকেই দৃষ্টিপাত কোচ্চো কেন? দেখ দেকি, স্থলকমলিনী কেমন শোভা বিস্তার কোরেছে!—ও কি! সহসা তোমার নেত্র অশ্রুপূর্ণ হোলো কেন?

কামি। হা ধিক্, হা ধিক্, প্রাণেশ্বর রোদন কোচ্চেন! হৃদয়! এ সময়েও কি তোমার এমন ক্রূ

লীন থাকা উচিত হয়? চল, নিকটে গিয়া হৃদয়-বল্লভের অশ্রুমার্জ্জন কোরি।—

(নেপথ্যে)

কমল! কুসুমরত্ন! রুচিরবরণ!
কি গুণ সুরভি আহা! কোরেছ ধারণ!
গন্ধে তব অন্ধ হয় মানসমধুপ,
রঙ্গ তব মনোভবভবনস্বরূপ।
অহে পুষ্প! যেই দিন হেরেছি তোমায়
সে দিন অবধি চিত্ত চাহে না আমায়;
চিরশীর্ষবাসভূমি তেজিয়া উল্লাসে
চির বাস বাঞ্ছা করে তব সুখ পাশে।
উপবনমাঝে আছে কত ফুল্ল ফুল,
কেন বা তাহাতে মন না হয় প্রফুল?
কেন ভৃঙ্গ নিরবধি ভ্রমে তব পাশে?
ভ্রমেও ভাবে না কেন অন্য ফুল আশে?
বুঝিনু কমল! তুমি কুসুমরতন,
পরিমলপূর্ণ তাহে অতি সুশোভন।
মকরন্দগন্ধে তব অন্ধ অলিকুল
মধু-আশে ভ্রমি পাশে করয়ে আকুল!—

প্রিয় সুহৃদ্ !

এই সরোবরে বিকচ অন্তরে
কি রূপ দেখিনু তীরে !
যেন প্রণয়িনী হোয়ে কমলিনী,
ভাসিছে সুখের নীরে।

প্রিয় সুহৃদ্ ! প্রিয়তমার দুঃখ স্বচক্ষে অবলোকন কোত্তে আমার মত আর কে পারে? দেখ, দিবাকর কমলিনীকে কখন মুদিত হোতে দেখে না, চিরজীবন তার সুখসম্পাদন করে। যত ক্ষণ সে নিকটে থাকে, তার মধ্যে কখন কমলিনীর বিষাদচিহ্ন দৃষ্ট হয় না। সে সর্ব্বদা উল্লাসে হাস্‌তে থাকে। কিন্তু হায়! আমি এমনি দুর্ভাগ্য! দিবানিশি প্রিয়তমার দুঃখের কারণ হোলেম! আমি এখনও ভূমণ্ডলের বহির্গত হোই নাই, চির কাল এক স্থানেই আছি; কিন্তু হায়! তথাপি প্রাণেশ্বরী সতত দুঃখসাগরে ভাস্‌চেন; আমি এক দিনের জন্যেও তাঁকে সুখী কোত্তে পাল্লেম না! হৃদয়! এখনি তুমি বিদীর্ণ হও, আর কেন দেহভার বহন কোচ্চো? যদি প্রিয়তমাকেই না পেলে, তবে জীবনে কি প্রয়োজন?—(ক্ষণপরে) আঃ, আমি কি পাপিষ্ঠ, এখনও

পরস্ত্রীর নামোল্লেখ কোচ্চি! নরকেও আমার স্থান হবে না! হা জগদীশ্বর! কেবল পাপ-সঞ্চয়ের জন্যেই কি আমায় মন অর্পণ কোরেছ? প্রিয় সুহৃদ্! তুমি আমায় বাধা দিও না; আমি এখনি প্রাণত্যাগ কোর্‌বো; নতুবা এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

কামি। (সসম্ভ্রমে) হা ধিক্, হা ধিক্, প্রাণনাথ প্রাণত্যাগ কোর্‌বেন, এ কথা শুন্যেও আমি এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছি! প্রণ! বাহির হও, আর আমার দেহে স্থান পাবে না। যাঁর অনুরোধে আমি তোমায় যত্ন কোত্তেম, তিনিই যদি ধরাতল পরিত্যাগ করেন, তবে আর তোমায় প্রয়োজন?—

(নেপথ্যে)

হায়! হায়! বন্ধু আবার উন্মাদগ্রস্ত হোলেন! প্রিয় সুহৃদ, তুমি ক্ষণে ক্ষণে এমন হোচ্চো কেন? এখনও কি তোমার মনে আশার উদয় হোলো না? আজ্ আমি যে উদ্দেশে তোমাকে এখানে এনেছি যদি তা সফল না হয়, তবে আমার দোষ দিও, আমাকে ভৎর্সনা কোরো। বোধ কোরি, তোমার প্রণয়িনী এই উদ্যানে কোন

স্থানে গুপ্ত ভাবে আছেন, নির্জনে তোমার অনুরাগ পরীক্ষা কোচ্চেন—

কামি। হা ধিক্, হা ধিক্, প্রাণেশ্বর আমার জন্যেই এসেছেন! কি বোল্যে আমি তাঁকে মুখ দেখাবো? হৃদয়! বিদীর্ণ হও, আর আমায় দগ্ধ কোরো না। আমি সহস্র বর্ষ দুঃখভোগ কোত্তে সম্মত আছি, কিন্তু এক দিনের জন্যে ধর্ম্মলোপ কোত্তে পার্‌বো না। আমি বঙ্গনারী, বিবাহিতা হোয়েছি। পরপুরুষের মুখাবলোকন করা আমার পক্ষে নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ ধর্ম্মবহির্ভূত কর্ম্ম। অতএব তুমি ক্ষান্ত হও; এত দিন যে ধৈর্য্যপাশে মনকে বদ্ধ কোর্য্যে রেখেছ, তা ছিন্ন কোরো না। তিনি আমার প্রাণেশ্বর; আমি তাঁকে প্রাণ দান কোর্‌বো, তাঁর প্রাপ্য তাঁকে দিব; সে উদ্দেশেই এখানে এসেছি, তুমি কেন তার অন্যথা কর?—

(নেপথ্যে)

গুরুদেব! আমি কিছুতেই দুষ্ট মনকে শাসন কোত্তে পাল্লেম না! এ বিষয়ে আপনি আমার কিঞ্চিৎ সহায়তা কোরুন। আমি পরস্ত্রীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী নই, তথাপি ও আমায় সর্ব্বদা বিরক্ত করে।

গুরুদেব! আজ আমি স্মৃতিরাক্ষসীকে নিষ্কাশিত কোরে৷ এ রূপে চিত্তদস্যুর দমন কোর্‌বো, আর যেন সে আমায় কুপথে প্রধাবিত না করে—

কামি। হায়! এ অভাগিনীর কপালে এতও ছিলো! প্রাণনাথ আর আমায় মনেও স্থানদান কোর্‌বেন না!—(মূর্চ্ছা)।

(নেপথ্যে)

আহা! কি দেখ্‌লাম! প্রিয় সুহৃদ্, ঐ দেখ বুঝি সৌদামিনী জলদের উপর কুপিত হোয়ে৷ ভূতলে শয়ন কোরে্য আছে! আহা! কি মনোহর রূপ! প্রিয় সুহৃদ্, তুমি অপাত্রে প্রণয়স্থাপন কর নাই। যা হোক্, আমাকে এ ব্যক্তির ভূশয্যার কারণ জান্‌তে হোলো।

কামি। (গাত্রোত্থান করিয়া) হৃদয়! সত্য সত্যই তুমি পাষাণে নির্ম্মিত হোয়েছ, নতুবা বিদীর্ণ হোলে না কেন? হায়! প্রাণেশ্বরের এ নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা কি বজ্র হোতে কোমল হবে? হা বিধাতঃ! আমি আর কত কাল জীবিত থাক্‌বো? প্রাণ! মিনতি কোরি, বাহির হও; আর আমায় যন্ত্রণা দিও না। (হস্তস্থিত পাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) হে রজ্জু! তুমি যে

উদ্দেশে আমার সঙ্গে এসেছো, তা সম্পন্ন কর: আমায় শমনসদনের পথ দেখিয়ে দাও। আমি নিরুদ্বেগে এ পাপ ভূমণ্ডল ত্যাগ কোরে তথায় গমন কোরি। (গলে পাশবন্ধনের উপক্রম)।

ত্বরিতপদে মকরন্দের প্রবেশ।

মক। (সসম্ভ্রমে) আপনি কি করেন! কি করেন! আত্মহত্যামহাপাপে প্রবৃত্ত হোয়েছেন! স্থির হোউন, কাল পাশ পরিত্যাগ কোরুন।

কামি। (বিষণ্ণ বদনে ও লজ্জিত ভাবে স্বগত) হায়! আমি এমনি অভাগিনী যে আপন ইচ্ছায় মোত্তেও পেলেম না!

মক। ভদ্রে! যদিও আপনকার চিত্ত বিষাদ-সাগরে ভাসচে, তথাপি আপনার প্রাণত্যাগ করা কি উচিত? আত্মহত্যা অপেক্ষা গুরু পাপ আর নেই। আর আপনি এমন হতাশ হোচ্চেন কেন? এই ভুবনকানন স্বল্পায়ত নয়। এখানে অন্বেষণ কোল্লে আপনি আপনার অভীষ্ট বস্তু পেতে পারেন। আর উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তমৃগের বন্ধনের জন্যে জগদীশ্বর যে ধৈর্য্যরজ্জুর সৃষ্টি কোরেছেন, আপনি তা উপেক্ষা কোল্লে তাঁর অবমাননা করা হয়। আপনি স্থির হোউন, এ দারুণ

অধ্যবসায় পরিত্যাগ কোরুন। প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর শীঘ্র আপনার মনোরথ পূর্ণ কোরুন। (প্রস্থান)।

কামি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হৃদয়! আশ্বস্ত হও; তোমার পক্ষে মৃত্যুও সুলভ নয়। বোধ করি, তুমি দিবারাত্রি মৃত্যুকামনা কর, তাতে তোমার সুখ হবে ভেবে্যে জগদীশ্বর তার প্রতিরোধ কোরেছেন। হা অদৃষ্ট! যখন মৃত্যুই ঘোট্‌লো না, তখন প্রাণেশ্বরের দর্শন কি রূপে ঘোট্‌বে? (রোদন)।

সত্যশীলকে সঙ্গে করিয়া মকরন্দের প্রবেশ।

কামি। (দেখিয়া সসম্ভ্রমে) কি সর্ব্বনাশ! প্রাণেশ্বর আমাকে দেখ্‌তে পেয়েছেন? আজ বুঝি লজ্জা রক্ষা হয় না—

(ত্বরিত পদে লতামণ্ডপের অন্তরালে গমন)

মক। (স্বগত) দেখি, যদি প্রেয়সীর দর্শনে প্রিয় সুহৃদ্ প্রকৃতিস্থ হন। (প্রকাশে) প্রিয় সুহৃদ্, ক্ষণ কাল এইখানে উপবেশন কর। দেখ, বিমল চন্দ্রিকালোকে উপবনভূমির কি অপূর্ব্ব শোভা হোয়েছে! (কামিনীকে না দেখিয়া স্বগত)

কৈ আমরা যে উদ্দেশে এখানে এলেম, তা কি বিফল হোলো?

কামি। (সখেদে স্বগত) হায়! এ কি! প্রাণেশ্বরের আর সে আকার নাই! মুখকান্তি মলিন হোয়েছে! শরীর নিতান্ত শীর্ণ! হায়! হায়! আমি অতি পাপীয়সী! আমা হোতেই প্রাণেশ্বরের এ অবস্থা হোয়েছে!—

সত্য। (অশ্রুতি প্রকাশ করিয়া) গুরুদেব! আপনি আমায় কোন্ নরকে নিক্ষেপ কোর্‌বেন? এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হবে না? আমার বড় ভয় হোচ্চে!—ও কি? গুরুদেব! আপনি আমার প্রতি অমন বিকট দৃষ্টি কোর্‌চ্চেন কেন? পাপিষ্ঠ হোয়ে আমি আপনকার নামগ্রহণ কোরেছি বোল্যে? গুরুদেব! আমায় বিনাশ কোরুন: নতুবা আপনকার পবিত্র নামে কলঙ্কস্পর্শ হবে—(ভীত ভাবে উর্দ্ধে চঞ্চল দৃষ্টি করিয়া) ও কি? আপনি খড়্গ উত্তোলিত কোরেছেন?—উত্তম! প্রহার কোরুন,—যেন এক মুহূর্ত্তের মধ্যে পৃথিবীর লোকে আমার এ পাপ নাম বিস্মৃত হয়!—ওঃ, কি! (মূর্চ্ছা)।

কামি। (সসম্ভ্রমে) হায় হায়! প্রাণনাথ

মূর্চ্ছিত হোলেন! আমি স্বচক্ষে হৃদয়বল্লভের এ দুর্দ্দশা দর্শন কোল্লেম!

মক। (উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা বীজন করিতে করিতে) প্রিয় সুহৃদ্, প্রিয় সুহৃদ্, আশ্বস্ত হও— আহা! এঁর কিছুমাত্র সংজ্ঞা নাই দেখ্‌চি; কে এ বিপদ্ হোতে উদ্ধার করে? হে ললনে! আজি তোমার জন্যেই প্রিয় সুহৃদ্ এ বিজন কাননে প্রাণত্যাগ কোচ্চেন; তুমিই এস্যে এঁকে রক্ষা কর। (পুনঃ পুনর্বীজন)।

কামি। (সোদ্বেগে বাষ্পগদ্গদ স্বরে) প্রাণবল্লভ! সত্য সত্যই তুমি কি ধরাতল অন্ধকার কোর্য্যে চোল্লে? হা,নাথ! আমিই কি তোমার মৃত্যুর কারণ হোলেম? প্রাণ! প্রাণনাথের অনুগমন কর; আর কি সুখে দেহবাসে আছো?

মক। হায়! এখনও বন্ধুর চৈতন্য হোলো না! হা জগদীশ্বর! আজ এ কাননমধ্যে কি প্রিয় বন্ধুর জীবনব্রত সাঙ্গ হোলো! প্রিয় সুহৃদ্, প্রিয় সুহৃদ্,—হা নিষ্ঠুরে তোমা হোতেই প্রিয় সুহৃদের এ দশা ঘোট্‌লো, তুমি এক বার দেখ্‌লে না? হায়! এখন আমি কি কোরি? — (সহসা লতামণ্ডপের অন্তরালে কামিনীকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে)

হোলো না! হায়! হায়! (রোদন) কে আমার হৃদয়ক্ষেত্রের মাধবীলতাকে ভূতলে ফেলেছে? মা! এক বার ওঠ্ মা! আমি বড় আশা কোরে আস্‌চি তোকে কোলে কোরে্য দগ্ধ প্রাণ শীতল কোর্‌বো বোল্যে! হা জগদীশ্বর! কামিনী কি আমার নেই? মা! তুই আর কি আমায় মাম বোল্যে ডাক্‌বি নে? আর কি আমার কোলে উঠে বোস্‌বি নে? আর কি আমার কাছে পাঠ্য পুস্তক চাবি নে? (অত্যন্ত রোদন) মা! তোর ভাইটি বিবেকী হোয়্যে গেল্যে আমি ভেবেছিলেম, তোকে কোলে কোরে্যই সুখী হবো। হায়! আমার সে আশালতাও নির্মূল হোয়্যে গেল! হা বিধাতঃ! আমি আর কত কাল জীবিত থাক্‌বো? আর এ সংসারের দারুণ বিপাক দেখ্‌তে পারি নে!—

(নেপথ্যে)

হা প্রিয় সুহৃদ্, তোমার মনে এই ছিলো? তুমি আমায় একাকী ফেল্যে রেখ্যে কোথায় পালালে? এরূপ কৌশল কোথায় শিখ্‌লে? এরূপ নিষ্ঠুরতা কার নিকট অভ্যাস কোল্লে? হা বিধাতঃ! এখনও আমার প্রাণ বহির্গত হোলো না!—

শশি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) মা কামিনি! চল্ মা! আমি তোকে কোলে কোরে রাখ্‌বো, কোথাও ছেড়ে দেবো না। (কামিনীকে ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতে করিতে প্রস্থান)।

ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত

যবনিকাপতন

সম্পূর্ণ